Contents

১১শ সংখ্যা/১৫শ বর্ষ

আশ্বিন, ১৩৭৬

তর্জুমানুল-হাদীছ

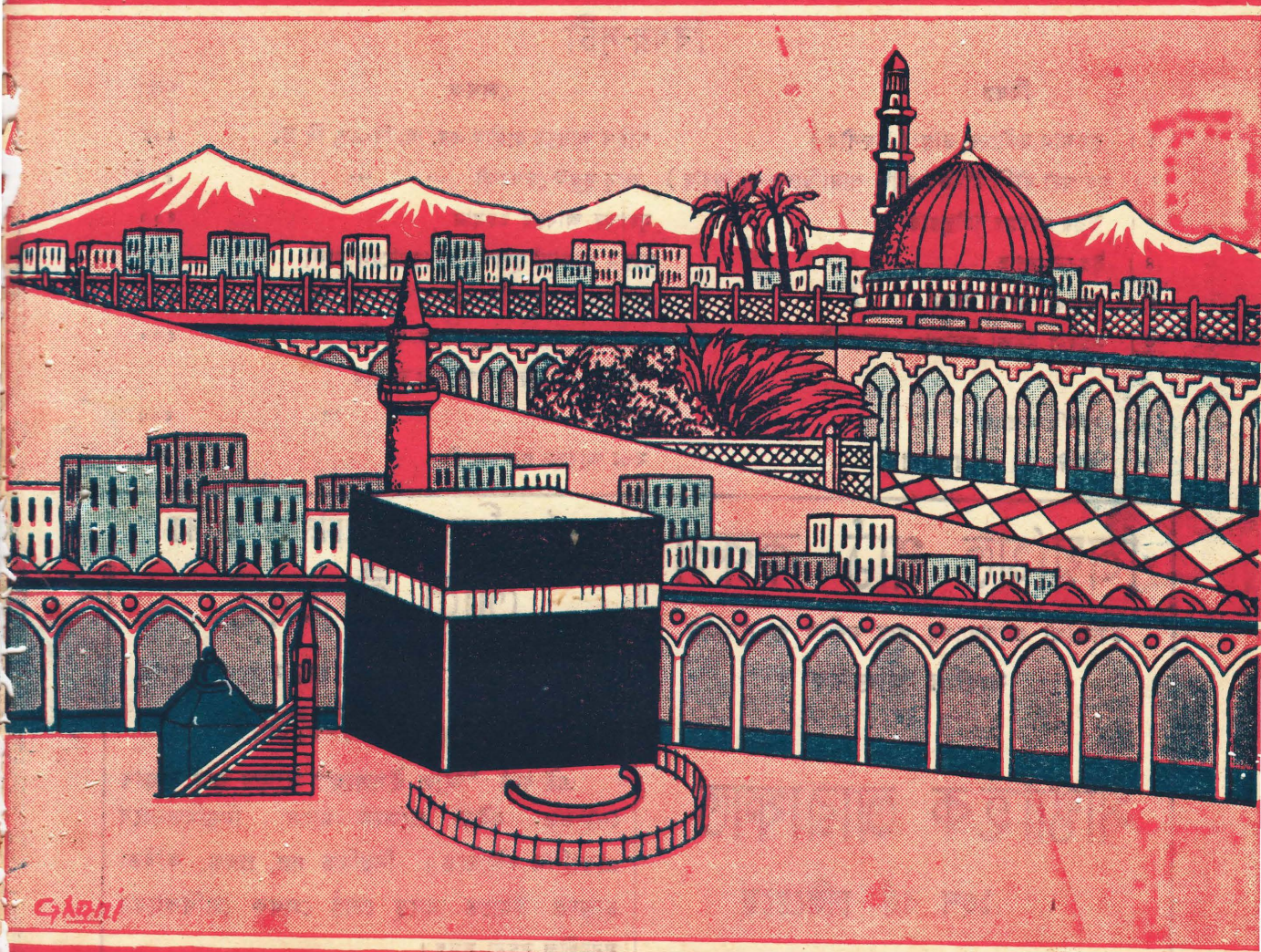

Ghani

সম্পাদক

শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি, এল, বিটি

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬০৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

পঞ্চদশ বর্ষ—১১শ সংখ্যা

আশ্বিন—১৩৭৬ বাং | সেপ্টেম্বর—১৯৬৯ ইং

রজব—১৩৮৯ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি-এল, বি টি,	৫০৫
২।	মুহাম্মদী রীতি নীতি (আশ্ শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবূ য়ুসুফ দেওবন্দী	৫১৩
৩।	ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ	মুহাম্মদ আবদুর রহমান	৫২১
৪।	ইব নে রুশ্দ	মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী	৫২৮
৫।	আরবী অংকা লিখন	শাইখ আবদুর রহীম এম এ, বি এল, বি টি	৫৩২
৬।	সমন্বয়ী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা	এ, এফ, এম, আবদুল হক ফরিদী অনুবাদ : মুহাম্মদ আবদুর রহমান	৫৩৬
৭।	সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	৫৪৪
৮।	জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	মওঃ আবদুল হক হক্কানী	৫৪৯

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১৩শ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৮·০০ ষান্মাষিক : ৪·৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আসাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৭শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ স্থল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পঞ্চদশ বর্ষ	আশ্বিন, ১৩৭৬ বংগাব্দ ; রজব, ১৩৮৮ হিঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ ;	১২শ সংখ্যা

শাইখ আবদুর রাহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سُوْرَةُ الْقَلَمِ—সূরাহ আল্ কালাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দানকারী আল্লাহের নামে।

٣٠ - فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ۝

৩০। অতঃপর তাহাদের একে অপরের সম্মুখীন হইয়া পরস্পরকে তিরস্কার করিতে লাগিল।

٣١ - قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ۝

৩১। তাহারা বলিল, হায়রে আমাদের দুর্ভাগ্য ; ইহা নিশ্চিত যে, আমরা সীমা লঙ্ঘনকারী হইয়াছিলাম।

৩১। اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ঃ ইহা নিশ্চিত যে, আমরা সীমা লঙ্ঘনকারী ছিলাম। এক আয়াত পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ঐ বাগানওয়ালারা নিজেদের যালিম বলিয়া স্বীকার করে। তারপর এই আয়াতে বলা হয় যে,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٣٢ - عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا رغبون •

৩২। সম্ভবতঃ আমাদের রাব্ব শীঘ্রই আমাদিগকে ইহার বদলে ইহা অপেক্ষা উত্তম কিছু দিবেন। ইহা নিশ্চিত যে, আমরা আমাদের রাব্বের প্রতি অনুরাগী।

٣٣ - كذلك العذاب ولعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون •

৩৩। এইরূপই হয় আল্লাহের পার্থিব শাস্তি; আর আখিরাতের শাস্তি নিশ্চয় ভীষণতর। তাহারা যদি জানিত।

٣٤ - ان للمتقين عند ربهم جنت النعيم •

৩৪। নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য তাহাদের রাব্বের নিকটে (অর্থাৎ আখিরাতে) রহিয়াছে তৃপ্তিকর, আনন্দদায়ক বস্তুসমূহে পরিপূর্ণ জান্নাত সমূহ।

٣٥ - افنجعل المسلمين كالمجرمين •

৩৫। আমরা কি তবে আদেশ পালনকারী, আত্মসমর্পণকারী মুসলিমদেরে অপরাধীদের মত করিব?

তাহারা নিজদিগকে 'ত.গী' (طاغى) বলিয়াও স্বীকার করে। যালিম বলিতে বুঝায় ঐ ব্যক্তি যে এক জনের হক অপরকে দেয়। ইহা কখন কখন বিচার-বিবেচনার দুর্বলতা অথবা ভুলের জন্য হইয়া থাকে বলিয়া ইহা তত সঙ্গীন অপরাধ নয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি জানিয়া বুঝিয়া অন্যায় আচরণ করে, অবাধ্য হয় তাহাকে 'তাগী' বলা হয়। এই স্বীকারোক্তি দুইটির তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, তাহারা প্রথমে মনে করে যে, তাহারা অপরের হক আত্মসাত করিতে গিয়া একটি অন্যায় কাজ করিয়াছে মাত্র। কিন্তু পরে তাহারা উপলব্ধি করে যে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহের প্রতি অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়াছিল।

৩৩। كذلك العذاب : এইরূপই হয় আল্লাহের পার্থিব শাস্তি। অর্থাৎ রোগ-ব্যাধি মহামারী, প্রাণহানি-ফসলহানি প্রভৃতি নানা দুর্যোগের সৃষ্টি করিয়া আল্লাহ তা'আলা তাঁহার অবাধ্য বান্দাদেরে এই পৃথিবীতে শাস্তি দিয়া থাকেন। আল্-ওালীদ ইব্নুল মুগীরাহ ও আবু জাহ্ল প্রমুখ মাক্কার মুশরিকদিগকেও তিনি এইরূপই অচিন্তনীয় উপায়ে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিবেন।

অনন্তর এই আয়াতগুলি নাযিল হওয়ার ১০।১২ বৎসর পরে আল্লাহ তা'আলা ঐ মুশরিক দলপতিদিগকে বাদ্র প্রান্তরে লইয়া গিয়া হত্যা করান।

ঐ বাগানটির অধিকারীদের ঘটনাটি এইখানে সমাপ্ত হইল।

৩৪। আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ নির্দেশ অমান্যকারী অবাধ্যদের মন্দ পরিণাম বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা নিজ বাধ্য ধার্মিক বান্দাদের সুখ শান্তিপূর্ণ পরিণামের বিবরণ এই আয়াতে আরম্ভ করেন।

৩৫। পূর্বের আয়াতটি এবং ঐ মর্মের আয়াতগুলি নাযিল হইলে মাক্কার কাফির মুশরিকেরা মুসলিমদিগকে বলিল, ইহা নিশ্চিত ও স্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে এই দুন্য়াতে তোমাদের চেয়ে অধিক ধনসম্পদ ও সুখ দান করিয়া আমাদিগকে তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। কাজেই তিনি আমাদিগকে আখিরাতেও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তোমাদের চেয়ে বেশী সুখ-শান্তির উপকরণ দান করিবেন। আর তোমাদের চেয়ে বেশী যদি দান না করেন তবে অন্ততঃ তোমাদের সমান তো দান করিবেনই। কাফির মুশরিকদের ঐ উক্তির প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত এবং ইহার পরবর্তী কয়েকটি আয়াত নাযিল করেন। এই আয়াতে বলা হয় যে, বাধ্য ও অবাধ্য, আদেশ পালনকারী ও আদেশ অমান্যকারীর সহিত সমান ও একই আচরণ করা অযৌক্তিক অসঙ্গত, অন্যায় ও অসম্ভব। কাজেই আল্লাহ সম্পর্কে কাফির মুশরিকদের এইরূপ ধারণা অমূলক ও ভিত্তিহীন।

أفنجعل… ঃ তবে কি আমরা মুসলিমদিগকে অপরাধীদের মত করিব? অনুষঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এখানে এই কথা বলা সঙ্গত ছিল, "তবে কি আমরা অপরাধীদিগকে মুসলিমদের মত করিব?" কিন্তু তাহা না করিয়া উহা বিপরীত ভাবে প্রকাশ করা হইল। এইরূপ করিবার তাৎপর্য এই, আল্লাহ বলেন, মুসলিমদিগকে আখিরাতে আমরা যে পুরস্কার দিব সেই পুরস্কার যদি অপরাধীদিগকেও দান করা সম্ভব ও সঙ্গত হয় তাহা হইলে আমরা আখিরাতে অপরাধীদিগকে যে শাস্তি দিব, সেই শাস্তিও মুসলিমদিগকে দেওয়া সঙ্গত মানিতে হইবে। অথচ অবাধ্য দাসদিগকে যে শাস্তি দেওয়া হয় সেই শাস্তি কোন আত্মসমর্পণকারী অবাধ্য দাসকে দেওয়া কোন বুদ্ধিমানই সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে, অপরাধীকে ক্ষমা করিয়া তাহাকে বাধ্য বান্দাদের অনুরূপ দান করা অসীম দয়াবানের পক্ষে অসম্ভব নয়। এই কারণে কথাটিকে বিপরীত ধারায় প্রকাশ করা হইয়াছে।

এই আয়াত সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন উঠে। সেই সব প্রশ্ন ও জওয়াব এখন দেওয়া হইতেছে।

প্রথম প্রশ্ন ঃ এই আয়াতে মুসলিম ও মুজরিমকে পরস্পরবিরোধী রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুসলিম হইবে সে মুজরিম নয় এবং যে ব্যক্তি মুজরিম সে মুসলিম নয়। আর 'মুজরিম' এর অর্থ যেহেতু 'অপরাধী' কাজেই সুন্নীগণ যাহাকে ফাসেক বলিয়া থাকে সে নিশ্চিতভাবে 'মুজরিম'। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, 'ফাসিক' ব্যক্তি মুসলিম নহে। অথচ সুন্নীগণ ফাসিককে মুসলিম বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। ইহা কী ভাবে সম্ভব হইতে পারে?

জওয়াব ঃ আয়াতে কেবলমাত্র ইহাই বলা হইয়াছে যে, মুসলিমগণ মুজরিমদের 'মত' নয়; কিন্তু কোন্ ব্যাপারে 'মত' নয় তাহার উল্লেখ আয়াতে নাই। বস্তুতঃ যে কোন মুসলিম বহু ব্যাপারে মুজরিমদেরই 'মত'। যথা, প্রাণী হওয়া ব্যাপারে, শরীর হাত পা নাক কাণ চোখ থাকা ব্যাপারে মুসলিম ও মুজরিমের মধ্যে কোন তফাত নাই। কাজেই অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে যে, এই আয়াতে মুসলিম ও মুজরিমদের মধ্যে কোন্ ব্যাপারে বৈসাদৃশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যে ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া এই আয়াতটি নাযিল হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আখিরাতে প্রতিদান ব্যাপারে সাদৃশ্যের অস্বীকার করা হইয়াছে। অর্থাৎ মুসলিম ও মুজরিম আখিরাতে সমান প্রতিদান পাইবে না। ইহা হইতে এমন কথা প্রমাণিত হয় না যে, কোন অপরাধ বা কোন পাপ কাজ করিয়া যে ব্যক্তি অপরাধী হইবে সে আর মুসলিম থাকিবে না। বরং ইহার তাৎপর্য এই যে, অপরাধী মুসলিম ও অপরাধশূন্য মুসলিম আখিরাতে সমান প্রতিদান পাইবে না। আর ইহাই সুন্নীদের আকীদা। তাহারা এই বিশ্বাস রাখে যে, মুসলিমদের অপরাধের মাত্রা কম-বেশী হওয়ার কারণে জান্নাতে তাহাদের মর্যাদা কম-বেশী হইবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ মু'তাযিলীদের গুরু জুব্বা'ঈ বলেন, এই আয়াত হইতে জানা যায় যে, মুজরিম কিছুতেই জান্নাতে যাইবে না। আর সে যদি জান্নাতে যায় তাহা হইলে সে যেহেতু মুসলিমের সমতুল্য হইবে না কাজেই সে মুসলিম অপেক্ষা নিম্নতর মর্যাদাও পাইতে পারে, উচ্চতর মর্যাদাও পাইতে পারে। বিশেষতঃ ঐ মুজরিম যদি দুনয়াতে দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া প্রচুর নেক কাজ করিয়া থাকে এবং ঐ নেক কাজগুলি যদি কোন কারণে পণ্ড ও বাতিল না হইয়া থাকে তাহা হইলে সে অল্পায়ু অল্প নেক কাজওয়ালা মুসলিম অপেক্ষা নিশ্চিতভাবে উচ্চতর মর্যাদা লাভে সমর্থ হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৩৬। তোমাদের কী হইল? তোমরা কি ভাবে এই সিদ্ধান্ত করিতেছ?

৩৭। আছে কি তোমাদের এমন কোন কিতাব যাহার মধ্যে তোমরা পাঠ করিয়া থাক

৩৮। যে, তোমাদের জন্য রহিয়াছে যাহাই তোমরা ইচ্ছামত গ্রহণ করিবে?

[না, এমন কিছু নাই]

৩৯। আছে কি আমাদের সঙ্গে তোমাদের কিয়ামাত পর্যন্ত স্থায়ী পাকা-পোখত কসম এই মর্মে যে, তোমাদের অধিকারে রহিয়াছে যাহাই তোমরা হুকম কর? [না, এমন কোন কসম করা হয় নাই]

٣٦ - مالكم كيف تحكمون •

٣٧ - ام لكم كتب فيه تدرسون •

٣٨ - ان لكم فيه لما تخيرون •

٣٩ - ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيمة ان لكم لما تحكمون •

জওাব : জুব্বা'ঈর প্রথম কথা সম্পর্কে আমাদের জওাব এই, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মুসলিম ও মুজরিমের মধ্যে যে বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ এই আয়াতে করা হইয়াছে তাহা জান্নাতে প্রবেশের প্রতি প্রযোজ্য নহে। উহা 'জান্নাতের মর্যাদার' প্রতি প্রযোজ্য। কাজেই আমরা বলিব যে, মুসলিম জান্নাতে যাইবেই যাইবে, সে মুজরিমই হউক আর অমুজরিমই হউক। তারপর আমরা বলিব, দুই মুসলিম যদি আর সব দিক দিয়া একই রকম হয় এবং আমলের দিক দিয়া এক জন মুজরিম ও অপর জন অমুজরিম হয় তাহা হইলে জান্নাতে অমুজরিমের মর্যাদা নিশ্চিতভাবে মুজরিমের মর্যাদার চেয়ে উচ্চ হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : 'আল্ মুজরিমীন' এর মূল অর্থ অপরাধীগণ' গ্রহণ করা হইলে এই সব প্রশ্ন দেখা দেয়। কিন্তু ইহার তাৎপর্য যদি আল্-ওালীদ ও আবুজাহ্‌ল প্রমুখ মুশরিকদিগকে ধরা হয় তাহা হইলে এই প্রকার কোন প্রশ্নই উঠে না। আর এই প্রকার তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্পূর্ণ আরবী ভাষা-সম্মত। কেননা আরবী ভাষার একটি নিয়ম এই যে, বহু বচনের সহিত 'ال' যোগ করা হইলে উহা দ্বারা ,পূর্বোল্লিখিতদের, বুঝানো হইয়া থাকে। কাজেই 'আল্ মুজরিমীন' এর তাৎপর্য পূর্বোক্ত মুশরিকদের ধরিয়া উহার অর্থ 'মুশরিকীন' করা মোটেই অসঙ্গত নহে।

তৃতীয় প্রশ্ন : মুসলিম ও মুজরিম যখন প্রতিদান ব্যাপারে একরূপ নয় তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষে কাফিরকে জান্নাতে ও মুসলিমকে জাহান্নামে দেওয়া জায়িয' এইরূপ কথা সুন্নীগণ কিভাবে বলিতে পারে?

জওাব : সুন্নীগণ এই আকীদা রাখে যে, আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে মুসলিমদেরে যে প্রতিদান দিবেন তাহা তিনি তাঁহার দয়া ও ইহসান হিসাবে দিবেন। ঐ প্রতিদান মুসলিমদের প্রাপ্য হক ও অধিকার হিসাবে দেওয়া হইবে না। এই আকীদার পরিপ্রেক্ষিতে সুন্নীদের পক্ষে ঐ প্রকার উক্তি করা অসঙ্গত হয় না।

৩৬—৪১ আয়াতগুলির তাৎপর্য এই যে, কাফির মুশরিকেরা আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার নিকট উচ্চ মর্যাদা পাইবে বলিয়া যে দাবী করে তাহা সম্পূর্ণ অলীক ও ভিত্তিহীন। উহার মূলে না আছে যুক্তি না আছে কোন প্রমাণ। এই সম্পর্কে তাহাদের লিখিত বা মৌখিক কোনই সাক্ষীসাবুদ নাই। আল্লাহের পক্ষ হইতে আগত কোন কিতাবে এই মর্মে লিখিত কোন প্রমানও নাই এবং মৌখিক ভাবে তাহাদের সহিত এইরূপ কোন চুক্তিও আল্লাহ তা'আলা করেন নাই। এমন কি, আখিরাতে তাহদিগকে ঐ উচ্চ মর্যাদা দিবার জন্য সুপারিশ করিবারও

www.ahlehadeethbd.org

৪০। [হে রাসূল,] তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর তাহাদের মধ্যে কে রহিয়াছে এই ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত যিম্মাদার ?

৪১। আছে কি তাহাদের অংশীগণ ? [যদি থাকে,] তবে তাহারা আসুক তাহাদের অংশীগণ সহ তাহারা যদি সত্যবাদী হয়।

৪২। ঐ দিনে যে দিন পায়ের নলা উন্মোচন করা হইবে এবং সিজদা করিবার জন্য তাহাদিগকে (অর্থাৎ ঐ মুজরিমদিগকে) আহ্বান করা হইবে, কিন্তু তাহারা (সিজদা করিতে) সক্ষম হইবে না।

٤٠ - سلهم ايهم بذلك زعيم •

٤١ - ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم ان كانوا صدقين •

٤٢ । يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون •

কেহ নাই। তাহারা যদি মনে করে যে, তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহের অংশী বলিয়া মান্য করে তাহারা তাহাদিগকে আল্লাহের নিকট হইতে উচ্চ মর্যাদা দান করাইবে তবে তাহারা তাহাদের সেই কল্পিত অংশীদিগকে কিয়ামতে উপস্থিত করিয়া দেখিবে যে, তাহাদের এই ধারণা অলীক ও ভিত্তিহীন।

ام لهم شركاء : আছে কি তাহাদের অংশীগণ ? এই 'অংশীগণ' বলিতে কাফির মুশরিকরা যাহাদিগকে আল্লাহের অংশী বলিয়া মান্য করে তাহাদিগকেও বুঝাইতে পারে। আবার 'তাহাদের মতের সমর্থনকারীদিগকেও বুঝাইতে পারে। তখন তাৎপর্য এই হইবে যে, কাফির মুশরিকদের এই ধারণা ও এই দাবী পৃথিবীর কোন বুদ্ধিমান লোকই সমর্থন করে না। কাজেই ইহা অলীক ও ভ্রান্ত হইতে বাধ্য।

৪২। يوم : ঐ দিনে যে দিন। এই কালবাচক বিশেষ্য শব্দটিকে কোন্ ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত ধরিতে হইবে, সে সম্পর্কে তিনটি বিশিষ্ট মত পাওয়া যায়। (এক) পূর্ব আয়াতের 'তাহারা তাহাদের অংশীদিগকে লইয়া আসুক' এর সহিত সংযুক্ত ধরা হয় অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসে ঐ মুজরিমেরা তাহাদের অংশীদিগকে লইয়া আসিয়া দেখুক তাহাদের ধারণা কতদূর সত্য।

(দুই) 'উয্‌কুর' (اذكر) : 'স্মরণ কর' এই উহ্য ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত। অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসের এই ঘটনাটি স্মরণ কর যখন……হইবে।

(তিন) 'এই এই ঘটিবে' এই উহ্য বাক্যের সহিত সংযুক্ত। অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহ ব্যাপারগুলি এক কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় বলিয়া উহা উহ্য রাখা হইয়াছে। তখন বাক্যটি দাঁড়াইবে এইরূপ : যে দিন পায়ের নলা উন্মোচন করা হইবে সেই দিন ইহা, উহা, তাহা প্রভৃতি ঘটিবে।

يكشف عن ساق : পায়ের নলা উন্মোচন করা হইবে। কাহার 'পায়ের নলা' ? তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই বলিয়া এ সম্পর্কে কয়েকটি মতের উদ্ভব হয়।

(এক) 'পায়ের নলা' বলিয়া আল্লাহ তা'আলার পায়ের নলা বুঝানো হইয়াছে। সাহীহ আল্-বুখারী হাদীস গ্রন্থের ৭৩১ পৃষ্ঠায় এই অংশটির তাফসীরে বলা হইয়াছে,

সাহাবী আবু সা'ঈদ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আমাদের রাব্ব তাঁহার 'সাক' উন্মোচন করিলে প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও মুমিনা স্ত্রীলোক তাঁহাকে সিজদা করিবে। আর পৃথিবীতে যাহারা লোক দেখানো

www.ahlehadeethbd.org

এবং লোককে শুনাইবার উদ্দেশ্যে সিজদা করিত তাহারা আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা করিবার জন্য উদ্যত হইলে তাহাদের পিঠ তক্তার মত সটান হইবে বলিয়া তাহারা সিজদা করিতে পারিবে না। [এই হাদীসটি সাহীহ আল-বুখারীর ১১০৭ পৃষ্ঠায় এবং সাহীহ মুসলিম ১। ১০২—১০৩ পৃষ্ঠাসমূহে আবূ সাঈদ খুদরী রাঃ-র যবানী রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের একটি সুদীর্ঘ হাদীসের অংশ রূপেও উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই সাহীহ হাদীসের ব্যাখ্যা অনুসরণ করিয়া মুহাদ্দিসগণ এবং প্রাথমিক যুগসমূহের ইমামগণ এই 'সাক' এর তাৎপর্য আল্লাহ তা'আলার 'সাক' বলিয়া গ্রহণ করেন। ইহাই হইতেছে 'আহলুস্-সুন্নাত অল্-জামা'-আতের' আকীদা। তাঁহারা এই প্রসঙ্গে বলেন যে, কুরআন মজীদে যেমন আল্লাহ তা'আলার وجه (মুখমণ্ডল), يد (হাত ও نفس (অন্তর) আছে বলিয়া স্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায়, সেইরূপ সাহীহ হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলার رجل বা قدم (পা) এবং ساق (পায়ের নলা) রহিয়াছে। এইগুলি সম্পর্কে প্রাথমিক ইসলামী যুগের ইমামগণ বলেন যে, এইগুলি নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তা'আলার রহিয়াছে, কিন্তু উহার আকার প্রকার আমাদের অজ্ঞাত। যেমন, ليس كمثله شيء "তাঁহার সদৃশ কোন কিছুই নাই।"

পরবর্তী যুগের আলিমগণ যাঁহারা 'মুতাআখ্খিরূন' নামে পরিচিত তাঁহারা কালের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া ইসলামের প্রাথমিক যুগত্রয়ের আকীদায় কিছু সংস্কার করিয়া লোকদের সম্মুখে পেশ করার প্রয়াস পান। তাঁহারা এইগুলিকে রূপক অর্থে গ্রহণ করিয়া বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার وجه (মুখমণ্ডল) বলিয়া তাঁহার 'সন্তোষ', نفس (অন্তর) বলিয়া 'গোপন রহস্য' এবং يد (হাত) বলিয়া তাঁহার 'সাহায্য' বুঝিতে হইবে। সেইরূপ এই আয়াতে তাঁহার ساق (পায়ের নলা) বলিয়া তাঁহার تجلى (তাজাল্লী) বা নূরের প্রকাশ বুঝিতে হইবে।

সুন্নীদের প্রাথমিক যুগের অর্থাৎ সালাফ সালিহূনের এবং পরবর্তী যুগের অর্থাৎ মুতাআখ্খিরূনের মত বলা হইল।

(দুই, তিন ও চারি) 'সাক' বলিয়া জাহান্নামের সাক, অথবা 'আরশের সাক অথবা কোন ভয়াবহ ফিরিশ্তার সাক বুঝানো হইয়াছে।

(পাঁচ) ইহার মূল অর্থ গ্রহণ না করিয়া ইহার ভাবার্থ ধরিয়া বলা হয় যে, 'য়ুকশাফু 'আন্ সাক' এর তাৎপর্য হইতেছে, 'প্রকৃত ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়িবে'।

(ছয়) ভাবার্থ ধরিয়া মু'তাযিলা সম্প্রদায় ইহার তাৎপর্য এই বলে যে, 'যখন কঠোর বিপদ আসিবে'। এই অর্থে ইহার প্রকাশ পৃথিবীতেও হইতে পারে। মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতে এই আয়াতে বর্ণিত ব্যাপারের অভিব্যক্তি বাদর যুদ্ধে ঘটে।

প্রথম মত ছাড়া বাকী মতগুলির পরিপ্রেক্ষিতে 'সিজদা করিবার জন্য আহ্বান' ও 'সিজদা করিতে অক্ষমতা' এই দুইটি ব্যাপারের কোন সুষ্ঠু সমাধান পাওয়া যায় না। কাজেই প্রথম মতটিই আমাদের মতে গ্রহণযোগ্য।

৪৩। يدعون الى السجود : সিজদা করিবার জন্য তাহাদিগকে আহ্বান করা হইবে। আখিরাত ও কিয়ামাত তো কর্মস্থল নয়। কর্মস্থল হইতেছে একমাত্র পৃথিবী। কাজেই প্রথম মত অনুযায়ী প্রশ্ন উঠে যে, আখিরাতে এই সিজদার জন্য আহ্বানের তাৎপর্য কি? ইহার জওাব পরবর্তী আয়াতটিতে পাওয়া যায়। । অর্থাৎ পৃথিবীতে মুজরিমদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যখন সুস্থ ছিল এবং সিজদা করিবার ক্ষমতা যখন তাহাদের ছিল তখন তাহারা সিজদা করে নাই। কিয়ামত দিবসে তাহাদিগকে সিজদা করিতে ও পিঠ নোয়াইতে অক্ষম করিয়া তাহাদিগকে সিজদা করিবার জন্য আহ্বান করার পশ্চাতে এই রহস্য থাকিবে যে, তখন তাহারা সিজদা করিতে অক্ষম হওয়ার ফলে তাহাদের নৈরাশ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ তাহাদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৪৩। خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ط وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ۝

৪৪। فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ط سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝

৪৩। (যখন সিজদা করিবার জন্য তাহাদিগকে আহ্বান করা হইবে) তখন তাহাদের অবস্থা এইরূপ হইবে যে, তাহাদের দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বল থাকিবে এবং অপমান-লাঞ্ছনা তাহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে। অথচ পৃথিবীতে তাহারা সুস্থ-শরীর থাকা অবস্থায় সিজদা করিবার জন্য তাহাদিগকে আহ্বান করা হইত। (কিন্তু তাহারা সিজদা করিতে সক্ষম হইয়াও সিজদা করিত না)

৪৪। অতএব [হে রসূল] যে ব্যক্তি এই বাণীকে মিথ্যা জ্ঞান করে তাহাকে ও আমাকে ছাড়িয়া দাও। শীঘ্রই আমরা তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে এমনভাবে টানিয়া আনিয়া ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিব যে, তাহারা উহা জানিতেও পারিবে না।

নৈরাশ্যের বৃদ্ধিই এই আহ্বানের উদ্দেশ্য হইবে। আদেশ পালন উদ্দেশ্য হইবে না।

৪৪। فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ : অতএব [হে রাসূল] যে ব্যক্তি এই বাণীকে মিথ্যা জ্ঞান করে; অর্থাৎ এই কুরআনকে আল্লাহ তা'আলার কালাম বলিয়া বিশ্বাস না করে তাহাকে এবং আমাকে ছাড়িয়া দাও। ইহার তাৎপর্য এই যে হে রাসূল, তুমি তাহার জন্য মোটেই শঙ্কিত ও চিন্তিত হইও না। তাহাকে শায়েস্তা করার ভার আমি নিজেই গ্রহণ করিলাম।

তারপর, আল্লাহ তা'আলা ঐ প্রকার লোককে শায়েস্তা ও জব্দ করার জন্য কোন্ ব্যবস্থা ও কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবেন তাহা তিনি তাঁহার রাসূলকে জানাইয়া দেন, ইহার পরেই ... سَنَسْتَدْرِجُهُمْ বলিয়া। س (সা)এর অর্থ শীঘ্রই, আর 'নাস্তাদ্রিজু' ক্রিয়াটি হইতে 'ইস্তিদ্রাজ' পরিভাষাটি গ্রহণ করা হইয়াছে। ইস্তিদ্রাজ শব্দটি درج (دَرَجَةٌ) হইতে ইস্তিফ'আল পরিমাপে গঠিত বলিয়া উহার অর্থ দাঁড়ায় 'ধাপে ধাপে উচ্চে আরোহণের প্রতি আহ্বান জানান'। আর পরিভাষা হিসাবে ইস্তিদ্রাজ বলা হয় "প্রশ্রয় দিয়া ক্রমে ক্রমে উন্নতি দানের পরে অবশেষে হঠাৎ তাহার ধ্বংস সাধন করা।" ইহার একটি উদাহরণ হইতেছে বঁড়শীযোগে বড় বড় রুই কাতলা শিকার করা। শিকারী প্রথম দিকে ডোরে যারপরনাই ঢিল দিতে থাকে। বঁড়শী-বিদ্ধ মাছটি তখন অত্যন্ত আনন্দের সহিত বিচরণ করিতে থাকে। এই ভাবে খেলাইতে খেলাইতে অবশেষে শিকারী এক হেঁচকা টানে মাছটিকে তীরে তুলিয়া ফেলিয়া মাছের সকল আনন্দের অবসান ঘটায়। কাফিরদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার ইস্তিদ্রাজের অভিব্যক্তি এই ভাবে হইয়া থাকে যে, কাফির যতই আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করিতে থাকে ততই তিনি তাহাকে ধনে জনে মানে মর্যাদায় বাড়াইতে থাকেন। অবশেষে এক সময়ে তিনি তাহাকে হঠাৎ ধ্বংস করিয়া ফেলেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৪৫ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ۝

৪৫। এবং আমি তাহাদিগকে ঢিল দিয়া চলিয়াছি। ইহা নিশ্চিত যে, আমার কৌশল সুদৃঢ়।

৪৫। كَيْدِي مَتِينٌ : আমার কৌশল সুদৃঢ়। كَيْد (কাইদ), مَكْر (মাক্‌র্) শব্দগুলির অর্থ হইতেছে 'ফন্দী' অর্থাৎ বাহতঃ যাহা দেখান হয় কার্যতঃ তাহার বিপরীত কর্ম সাধন। ইহাকে সাধারণের ভাষায় 'ধোকাবাজি' বলা হয়। ইহা নীতি-নৈতিকতার পরিপন্থী—কাজেই দোষাবহ। তাই প্রশ্ন উঠে, আল্লাহ তা'আলা ইহার সহিত নিজেকে জড়িত করেন কেমন করিয়া। ইহার কয়েকটি জওাব দেওয়া হয়। তন্মধ্যে একটি জওয়াব এই যে, আল্লাহ তা'আলা ধোকা দেওয়া হইতে মুক্ত ও পাক। কিন্তু তাঁহার শাস্তি দান বাহ্যতঃ ও আপাত দৃষ্টিতে ধোকার মত দেখায় বলিয়া তিনি নিজের বেলাতেও ঐ শব্দ প্রয়োগ করেন। মানুষকে ক্রমশঃ সমৃদ্ধি বৃদ্ধিদানের ফলে যে মানুষ আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতায় ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিয়া নিজের জন্য যে খাদ খনন করিতে থাকে তাহাতেই সে ডুবিয়া মরে—ইহাই হইতেছে তাহার প্রকৃত অবস্থা। কিন্তু বাহ্যতঃ দেখা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কাহারো সুখ সমৃদ্ধি ক্রমাগত বৃদ্ধি করিতে থাকেন তখন সে স্বাভাবিক ভাবেই আশা করিতে থাকে যে, তাহার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার দানের বিরতি ঘটিবে না; কিন্তু সে যখন হঠাৎ ইহার ব্যতিক্রম দেখে তখন তাহার আশা ভঙ্গ হওয়ার দরুন উহা-তাহার ধারণায় ধোকাবাযীর পর্যায়ে পড়ে। তাই আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের প্রতি তাঁহার শাস্তিকে 'কাইদ', 'মাক্‌র্' প্রভৃতি শব্দযোগে প্রকাশ করেন।

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্-শামা য়লের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবু য়ুসুফ দেওবন্দী ॥

(١٠٦-١) حدثنا محمد بن بشار انا وهب بن جرير انبانا ابى عن قتادة عن انس قال كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة ٠

(١٠٧-٢) حدثنا محمد بن بشار انا معاذ بن هشام ثنى ابى عن قتادة عن سعيد بن ابى الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة ٠

(১০৬—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্নু বশ্শার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান ওহাব ইব্নু জারীর, তিনি বলেন আমাদিগকে লিখিত হাদীস দিয়া উহা বর্ণনা করিবার অনুমতি দেন আমার পিতা, তিনি রিওায়াত করেন কাতাদাহ হইতে, তিনি আনাস হইতে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের তরবারীর হাতলের মাথার গাঁটটি চাঁদির ছিল।

(১০৭—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্নু বাশ্শার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান মু'আয ইব্নু হিশাম, তিনি বলেন আমাকে হাদীস শোনান আমার পিতা, তিনি রিওায়াত করেন কাতাদাহ হইতে, তিনি সা'ঈদ ইব্নু আবুল-হাসান হইতে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের তরবারীর বাঁটের মাথার গাঁটটি চাদির তৈয়ারী ছিল।

(১০৬—১) ও (১০৭—২)—হাদীস দুইটিই ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন—তুহ্ফা : ৩।২৭। তাহা ছাড়া উভয় হাদীসই আবু দাউদ : ১।৩৫৫ এবং আন্-নাসা'ঈ : ২।৩০১ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

كان ও كانت—হাদীস দুইটির মতন একই ; কেবলমাত্র প্রথমটিতে যেখানে كان আছে, দ্বিতীয়টিতে সেখানে كانت রহিয়াছে। قبيعة শব্দটি মুআন্নাস বলিয়া كانت ঠিকই হয়। كان সম্পর্কে এই কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় যে, 'সাইফ' মুযাক্কারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া كان বলা অসঙ্গত হয় না।

দ্বিতীয় হাদীসটির সানাদে যে সা'ঈদ ইব্নু আবুল হাসান রহিয়াছেন তিনি হইতেছেন হাসান বাসরীর ভাই এবং তাবি'ঈদের মধ্যে মধ্যযুগীয়। হাদীসটির সানাদে সাহাবীর উল্লেখ না থাকায় ইহা 'মুরসাল'। এই ত্রুটির পূরণ হইয়া যায় প্রথম হাদীসটির দ্বারা। ফলে ইহা প্রামাণ্যে পরিণত হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(১০৮—৩) حدثنا ابو جعفر محمد بن صدران البصري انا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعيد عن جده لامه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة - قال طالب فسألت عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة •

(১০৮—৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূ জা'ফার মুহম্মদ ইব্‌নু সুদ্‌রান অল্‌-বাসরী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান তালিব ইব্‌নু হুজাইর, তিনি রিওায়াত করেন হূদ হইতে আর এই হূদ হইতেছেন 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু সা'ঈদের পুত্র, তিনি রিওায়াত করেন তাঁহার মাতামহ হইতে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মাক্‌কা-বিজয় দিবসে যে সময় মাক্‌কায় প্রবেশ করেন তখন তাঁহার [হাতের] তরবারিটিতে সোনা ও চাঁদি লাগানো ছিল। সানাদে উল্লিখিত তালিব নামক বর্ণনাকারী বলেন আমি আমার শাইখ হূদকে ঐ চাঁদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, তরবারিটির বাঁটের উপরের দিকের গাঁটটি চাঁদির ছিল।

(১০৮—৩)—এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন—তুহফা : ৩।২৭।

عن جده لامه : তাঁহার নানা হইতে। ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থে (তুহফা : ৩।২৭) বলেন যে, হূদের নানার নাম ছিল **مزيدة العصري** এই নামের উচ্চারণ সম্পর্কে দুইটি মত পাওয়া যায়। ইমাম আসকালানী আত্‌-তাকরীব গ্রন্থের বরাত দিয়া বলেন উহার উচ্চারণ 'মাযীদাহ'। কিন্তু ইমাম জাযারী বলেন, "ইহার উচ্চারণ মায্‌য়াদাহ এবং জুমহূর (অধিকাংশ) মুহাদ্দিসের মধ্যে ইহাই মাশহূর। মিশ্‌কাত গ্রন্থের শেষে মিশ্‌কাত গ্রন্থকারের যে ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল গ্রন্থটি সন্নিবিষ্ট করা হয় তাহাতেও 'মায্‌য়াদাহ' উচ্চারণই গ্রহণ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে,

مزيدة بفتح الميم وسكون الزاي وفتح الياء •

وعلى سيفه ذهب وفضة : তাঁহার তরবারিতে সোনা ও চাঁদি ছিল। ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থে এই হাদীসটি বর্ণনা করিবার পরে বলেন, "ইহা গারীব হাদীস" অর্থাৎ এই সানাদের এক স্তরে মাত্র একজন রাবীই এই হাদীসটি রিওায়াত করেন। ইমাম যাহাবী এই 'গারীব' এর ব্যাখ্যা করেন এই বলিয়া "এই সানাদের 'হূদ' হইতে 'তালিব' ছাড়া অপর কেহ এই হাদীস বর্ণনা করে নাই।

তারপর এই হাদীস ছাড়া অপর কোনও হাদীসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের তরবারিতে সোনা ছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই হাদীসে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রাবী 'তালিব' তাঁহার শাইখকে সোনা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই করেন নাই ; প্রশ্ন করেন চাঁদি সম্পর্কে। সম্ভবতঃ সোনার বিবরণকে মোটেই আমল দেওয়া প্রয়োজন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বোধ করেন নাই। 'তালিব' বাস্তবিকই সালিহ ও নেককার লোক ছিলেন। কিন্তু হাফিয আবুল্ হাসান আল্ কাত্তান বলেন, "হাদীস বর্ণনার তিনি আমার মতে 'যা'ঈফ'।

উসূলুল্ হাদীসের নিয়ম অনুসারে যা'ঈফ রাভী যদি সাহীহ হাদীসের বিরোধী কোন হাদীস রিওয়ায়াত করেন তবে যা'ঈফ রাভীর হাদীসটিকে 'মুন্কার' বলা হয় এবং উহা প্রমাণে ব্যবহার করা চলে না। কাজেই তুরপুশ্তি বলেন, "এই হাদীসটি প্রমাণে ব্যবহার করা চলে না; কেননা ইহার সানাদ প্রামাণ্য নহে।" ইস্তি'আব গ্রন্থকার এই হাদীসটি সম্পর্কে বলেন, "ইহার সানাদ কাভী (শক্তিশালী) নহে।"

অধিকন্তু সাহীহ বুখারীর একটি হাদীসে ইহার বিপরীত কথা বলা হইয়াছে। হাদীসটি এই:

সাহাবী আবূ উমামাহ রাযিয়াল্লাহু অ'নহু সাহাবীদের তরবারি সম্পর্কে বলেন, এমন এক দল লোক বহু দেশ জয় করিল যাহাদের তরবারিগুলির অলংকার সোনাও ছিল না, চাঁদিও ছিল না। তাহাদের তরবারিগুলির অলংকার ছিল 'আলাবী' অর্থাৎ উটের ঘাড়ের শক্ত তন্তু চিরিয়া তৈয়ারী তন্তু, অথবা গলিত সীসা বা লোহা—সাহীহ বুখারী: ৪০৭ পৃষ্ঠা।

সাহীহ বুখারীর এই হাদীসটি সুনান ইব্নু মাজাহ গ্রন্থের 'অস্ত্র' অধ্যায়ে (পৃঃ ২০৭) অতিরিক্ত বিবরণ সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। অতিরিক্ত বিবরণটি এইরূপ: সুলাইমান ইব্নু হাবীব বলেন, আমরা একদা আবূ উমামার নিকট যাই। অনন্তর তিনি আমাদের তরবারিগুলিতে চাঁদির কিছু অলংকার দেখেন। তাহাতে তিনি রাগান্বিত হন এবং বলেন, এমন একদল লোক.... ।

উল্লিখিত সাহীহ হাদীসটিতে বলা হয় যে, সাহাবীদের তরবারিতে চাঁদিও লাগানো হইত না। অথচ এই অধ্যায়ের প্রথম দুইটি হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের তরবারীর বাঁটের ফলার দিকের অংশে চাঁদি ছিল। এই দুই হাদীসের সমন্বয়ের উপায় কি? জওয়াবে বলা হয় যে, আবূ উমামার বিবরণে সাহাবীদের তরবারীর কথা বলা হইয়াছে; রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের তরবারীর কথা বলা হয় নাই। কাজেই এই দুই হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।

সোনা লাগানো তরবারি সম্পর্কিত এই হাদীসটিকে 'মুন্কার', 'যা'ঈফ' গণ্য করিয়া পূর্বে জওয়াব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই হাদীসটিকে যদি সাহীহ ধরা হয়, [কেননা তালিব ইব্নু হুজাইরকে কাত্তান যা'ঈফ বলিলেও ইমাম বুখারী তাঁহার 'আল্-আদাবুল্ মুফ্রাদ' কিতাবে তালিবের বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করিয়াছেন।] তাহা হইলে উহার জওয়াব এই দেওয়া হয় যে, এই হাদীসে যে সোণার কথা বলা হইয়াছে তাহা আদতে গিল্‌টি সোণা ছিল। উহা আগুনে গলাইলে একটুও সোণা পাওয়া যাইত না। আবার গিল্‌টি করার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠানো হইলে বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নিজে গিল্‌টি করেন নাই, গিল্‌টি করার নির্দেশও দেন নাই। বরং ঐ তরবারিটি ঐ ভাবে প্রস্তুত অবস্থাতেই তাঁহার হস্তগত হয়।

যুদ্ধের অস্ত্রাদির অলংকার ও সাজ সম্পর্কে ইমাম 'আস্কালানী বলেন, তরবারি ও যুদ্ধের অন্যান্য অস্ত্রাদি সোণা চাঁদি ছাড়া অপর বস্তু দ্বারা অলংকৃত করাই উত্তম (اولى); আর সামান্য চাঁদি দ্বারা কোন অংশ অলংকৃত করা জায়িয। কিন্তু সোণা লাগানো কোনক্রমেই জায়িয নয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(১০৯—৪) حدثنا محمد بن شجاع البغدادى انا ابو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفى على سيف سمرة بن جندب وزعم سمرة انه صنع سيفه على سيف رسول الله صلي الله عليه وسلم وكان حنفيا ٠

(১১০—৫) حدثنا عقبة بن مكرم البصرى ثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الاسناد نحوه ٠

(১০৯—৪) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্‌নু শুজা'আ আল্‌-বাগদাদী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান আবু উবাইদাহ আল্‌-হাদ্দাদ, তিনি রিওায়াত করেন 'উসমান ইব্‌নু সা'দ হইতে, তিনি ইব্‌নু সীরীন হইতে, তিনি বলেন "আমি আমার তরবারিটি সামুরাহ ইব্‌নু জুনদুবের তরবারীর মত করিয়া গড়াইয়াছিলাম; আর সামুরাহ বলেন যে, তিনি তাঁহার ঐ তরবারিটি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মত করিয়া গড়াইয়াছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি অসাল্লামের ঐ তরবারিটি ছিল বানু হানীফা গোত্রীয়।

(১১০—৫) আমাদিগকে হাদীস শোনান 'উক্‌বাহ ইব্‌নু মুকার্‌রাম আল্‌-বাসরী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্‌নু বাকর, তিনি রিওায়াত করেন উস্‌মান ইব্‌নু সা'দ হইতে পূর্বের হাদীসটির সানাদ যোগে ঐ হাদীসের মর্মের অনুরূপ হাদীস।

(১০৯—৪) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন—তুহফা: ৩।২৫ পৃষ্ঠা।

وكان حنفيا : ঐ তরবারিটি ছিল বানূ হানীফা গোত্রীয়। অর্থাৎ ঐ তরবারিটি য়ামামাহ প্রদেশের বানূ হানীফা গোত্রের মিস্ত্রীর তৈয়্যারী ছিল; অথবা বানূ হানীফা গোত্রের লোকেরা যে প্রকার তরবারি ব্যবহার করিত, উহা ঐ প্যাটার্ণের ছিল।

www.ahlehadeethbd.org

باب ماجاء فى صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم

[পঞ্চদশ অধ্যায়]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের লৌহবর্মের বিবরণ সম্বলিত হাদীস সমূহ *

(١١١—١) حدثنا ابو سعيد عبد الله بن سعيد الاشج انا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد درعان فنهض الى الصخرة فلم يستطع فاقعد طلحة تحته فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوجب طلحة ٠

(১১১—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূ সা'ঈদ 'আবদুল্লাহ ইব্নু সা'ঈদ আল্-আশাজ্জ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান য়ূনুস ইব্নু বুকাইর, তিনি রিওয়ায়াত করেন মুহাম্মাদ ইব্নু ইস্হাক হইতে, তিনি য়াহ্য়া ইব্নু 'আব্বাদ ইব্নু আবদুল্লাহ ইব্নুয যুবাইর হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে, তিনি উহার দাদা আবদুল্লাহ ইব্নুয্-যুবাইর হইতে, তিনি আয্যুবাইর ইব্নুল্ 'আওওাম হইতে তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধ দিবসে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিধানে দুইটি লৌহবর্ম ছিল। অনন্তর তিনি পাহাড়ে উঠিতে গেলেন, কিন্তু উঠিতে সক্ষম হইলেন না। তখন তিনি তাল্হাকে তাঁহার নীচে বসাইলেন। অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পাহাড়টির উপর উঠিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহ অসাল্লামকে বলিতে শুনি, তাল্হা অপরিহার্য করিল"।

* রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাতটি লৌহবর্ম ছিল বলিয়া জানা যায়। বর্মগুলির নাম ছিল এই— (১) যাতুল্-ফুযূল। বর্মটি অত্যধিক লম্বা ছিল বলিয়া উহার ঐ নাম দেওয়া হয়। (২) আল্-বাত্রা'। বর্মটি ঝুলে খাট ছিল বলিয়া উহার ঐ নাম হয়। (৩) আস্-সুগ্দীয়াহ্। বলা হয় যে, হযরত দাউদ আলাইহিস্ সলাতু অস্-সালাম ঐ লৌহবর্মটি পরিধান করিয়া জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (৪) ফিয্যাহ্। (৫) ফিশাহ। (৬) যাতুল্-হাওাশী। (৭) খারনাক।

(১১১—১) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার অল্-জামি' গ্রন্থেও সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন—তুহ্ফা: ৩। ২৭।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(১১২—২) حدثنا ابن ابى عمر ثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم احد درعان قد ظاهر بينهما ۰

(১১২—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান ইব্নু আবী 'উমার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান সুফ্য়ান ইব্নু 'উয়াইনাহ্, তিনি রিওয়ায়াত করেন য়াযীদ ইব্নু খুসাইফ হ্ হইতে, তিনি আস্-সায়িব ইব্নু য়াযীদ হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, উহুদ যুদ্ধের দিনে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি-অসাল্লামের গায়ে দুইটি লৌহবর্ম ছিল; ঐ দুইটির একটিকে অপরটির উপরে পরিধান করিয়াছিলেন।

فنهض ....فلم يستطع : তিনি পাহাড়ে উঠিতে গেলেন কিন্তু উঠিতে পারিলেন না। উহুদ যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে মুসলিমগণ যখন পর্যুদস্ত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়েন, রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মাথায় আঘাত পান ও তাঁহার একটি দাঁতের প্রান্তভাগ ভাঙ্গিয়া যায় এবং মুশরিকেরা তাঁহার নিহত হওয়ার কথা উচ্চ স্বরে ঘোষণা করিতে থাকে তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই উদ্দেশ্যে পাহাড়ে উঠিতে যান যে, মুসলিমগণ যে যেখানে আছে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইবে এবং তাহারা জানিতে পারিবে যে, তিনি জীবিত আছেন। তাঁহার পাহাড়ে উঠিতে সক্ষম না হওয়ার মূল কারণ ছিল কতকটা যখমের কারণে রক্তক্ষরণের ফলে দুর্বলতা এবং কতকটা দুইটি লৌহবর্মের বোঝ অনন্তর তিনি তাল্হা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ঐ পাহাড়ের পাশে বসান এবং তাঁহাকে সিঁড়ির ধাপরূপে ব্যবহার করিয়া পাহাড়টির উপরে উঠিয়া দাঁড়ান।

اوجب طلحة : তাল্হা অপরিহার্য করিল। বাক্যটির ব্যাখ্যা এই, তালহা এমন কাজ করিল যাহার দ্বারা সে নিজের জন্য জান্নাত অপরিহার্য করিয়া লইল। উহুদ যুদ্ধে তাল্হা সে সব কাজ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটি কাজের উল্লেখ এই হাদীসে রহিয়াছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে পাহাড়ে উঠিতে সাহায্য করিয়া ছত্রভঙ্গ মুসলিমদিগকে একত্র সমবেত করিবার উপায় করিয়া দিল। তাহা ছাড়া, তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে শত্রুদের আঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্য নিজের শরীর পাতিয়া দিতে দিতে তাঁহার শরীরে আশিটারও বেশী যখম লাগিয়াছিল এবং তাঁহার একটি হাত অবশ হইয়া পড়িয়াছিল।

(১১২—২) এই হাদীসটি সুনান আবুদাউদ ১।৩৫৬ এবং সুনান ইব্নু মাজাহ ২০৭ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

عن السائب بن يزيد : আস্-সায়িব ইব্নু য়াযীদ হইতে। আস্-সায়িব ইব্নু য়াযী হিজরী ২য় সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং সাত বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার সহিত বিদায় হজ্জে উপস্থিত ছিলেন। কাজেই তিনি সাহাবী বটে, কিন্তু তিনি উহুদ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া এই হাদীসটি 'সাহাবীর মুরসাল' হাদীস অর্থাৎ তিনি অপর কোন সাহাবী হইতে এই হাদীস শোনেন। কিন্তু যে সাহাবীর নিকট হইতে তিনি এই হাদীস শোনেন তাহার উল্লেখ এখানে নাই। যাহা হউক হাদীসটির সানাদ সুনান আবুদাউদে এইভাবে রহিয়াছে,

عن السائب بن يزيد عن رجل سماه

"আস্-সায়িব ইব্নু য়াযীদ হইতে, তিনি রিওয়ায়াত করেন একজন লোক হইতে যাহার নাম তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন।" অর্থাৎ আস্-সায়িব ঐ সাহাবীর নাম বলিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার শিষ্যদের কোন স্তরে কোন শিষ্য ঐ নাম ভুলিয়া গিয়া সানাদটি আবুদাউদে যে ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে সেই ভাবে বর্ণনা করিতে থাকেন।

درعان قد ظاهر بينهما : দুইটি লৌহবর্ম—একটির উপরে অপরটি পরিধান করিয়াছিলেন। লৌহবর্ম কখন কখন দুই খণ্ডে প্রস্তুত হইত। এক খণ্ড কোটের মত গলা হইতে কোমর পর্যন্ত বিলম্বিত হইত; এবং

www.ahlehadeethbd.org

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ مِغْفَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[ষষ্ঠদশ অধ্যায়]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের লৌহ শিরস্ত্রানের বিবরণ সম্বলিত হাদীস সমূহ

(১১৩—১) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ فَقِيلَ لَهُ هَذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ ‌•

(১১৩—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান কুতাইবাহ ইব্‌নু সা'ঈদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান মালিক ইব্‌নু আনাস, তিনি রিওয়ায়াত করেন ইব্‌নু শিহাব হইতে, তিনি আনাস ইব্‌নু মালিক হইতে রিওয়ায়াত করেন. ইহা নিশ্চিত যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম লৌহ-শিরস্ত্রান পরিহিত অবস্থায় মাক্কায় দাখিল হইয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহাকে বলা হইল, "এই ইব্‌নু খাতাল কা'বা-গৃহের গিলাফ ধরিয়া রহিয়াছে।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "তোমরা উহাকে কতল করো।"

অপরটি কোমর হইতে পা পর্যন্ত বিলম্বিত হইত। দুইটি লৌহবর্ম বলিতে যেহেতু ঐ ধরণের দুই খণ্ড বুঝায় কাজেই 'একটির উপরে অপরটি পরিয়াছিলেন' বলিয়া উহা অস্বীকার করা হয়। বস্তুতঃ, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার যাতুল্ ফুযূল নামক দীর্ঘতম লৌহবর্ম ও ফিয্‌যাহ নামক লৌহবর্ম এই দুইটির একটি প্রথমে পরিয়া তাহার উপরে অপরটি পরিধান করিয়াছিলেন।

(১১৩—১) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন—তুহ্‌ফা: ৩—২৮। তাহা ছাড়া ইহা সুনান ইব্‌নু মাজাহ: ২০৭ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

মাক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কয়েক জন পুরুষ ও কয়েক জন স্ত্রীলোক ছাড়া সকলের জন্যই নিরাপত্তা ঘোষণা করেন। যে সব পুরুষ ও স্ত্রীলোককে তিনি নিরাপত্তা দান করেন নাই বরং তাহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য মুসলিমদিগকে নির্দেশ দেন এইরূপ আটজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের নাম এবং তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকে কাহাকে হত্যা করা হয় এবং কাহাকে কাহাকে পরে ক্ষমা করা হয় তাহার বিবরণ সাহীহ বুখারী: ৬১৪ পৃষ্ঠার হাশিয়াতে দেওয়া হইয়াছে। যে কয়েকজন এইরূপ পুরুষ লোককে হত্যা করা হয় তাহাদের মধ্যে ইব্‌নু খাতাল একজন। তাহার নাম ছিল আব্দুল্লাহ ও তাহার পিতার নাম খাতাল। এই আব্দুল্লাহ ইব্‌নু খাতালকে যে সব অপরাধের জন্য হত্যা করার আদেশ দেওয়া হয় তাহা এই, (ক) সে পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, তারপর সে ইসলাম পরিত্যাগ করিয়াছিল। (খ) সে একজন লোককে অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়াছিল। (গ) সে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দোষ কীর্তন ও নিন্দা প্রচারের জন্য দুইজন গায়িকা রাখিয়াছিল এবং তাহাদের দ্বারা সে তাঁহার নিন্দাবাদ গাওয়াইত। এই সব অপরাধের জন্য রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাহার খুন হালাল বলিয়া ঘোষণা করেন।

www.ahlehadeethbd.org

(١١٤-٢) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(১১৪—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান 'ঈসা ইব্নু অহ্মাদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুল্লাহ ইব্নু ওাহাব, তিনি বলেন আমাকে হাদীস শোনান মালিক ইব্নু আনাস, তিনি রিওায়াত করেন ইব্নু শিহাব হইতে, তিনি আনাস ইব্নু ম্যালিক হইতে রিওায়াত করেন, ইহা নিশ্চিত যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মাক্কা-বিজয় বর্ষে মাথায় লৌহ-শিরস্ত্রাণ...

فَقِيلَ لَهُ : অনন্তর তাঁহাকে বলা হইল। পরবর্তী হাদীসটিতে বলা হইয়াছে 'একজন লোক বলিল'। এই লোকটি ছিলেন সা'ঈদ ইবনু হুরাইস।

مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ : কা'বাগৃহের গিলাফের পর্দা ধরিয়া রহিয়াছে। ইসলাম আগমনের বহু পূর্ব হইতেই আরবের কাফির মুশরিকেরা কা'বা গৃহের প্রতি চরম সম্মান প্রদর্শন করিত। কা'বাগৃহের গিলাফ কেহ ধরিয়া থাকিলে তাহাকে কেহই কোনও আঘাত করিত না। এই কারণে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ইবনু খাতালকে হত্যা করার আদেশ পালনে মুসলিমদের দ্বিধা-সঙ্কোচ আসে। তাই তাহারা দ্বিতীয় আদেশের জন্য ঐ ব্যাপার তাঁহাকে জানায়। অনন্তর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইবনু খাতালকে ঐ অবস্থাতেই কতল করার আদেশ দিলে সাহাবীগণ তাহাকে ধরিয়া যাম্যাম কুপ ও মাকাম ইবরাহীমের মাঝের স্থানে টানিয়া আনিয়া তাহাকে সেখানে হত্যা করেন।

ইবনু খাতালের হত্যাকারী কে ছিল?—সে সম্পর্কে তিন জনের নাম পাওয়া যায়। উহার মধ্যে এইভাবে সমন্বয় করা হয় যে, প্রশ্নকারী সা'ঈদ ইবনু হুরাইস রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জওাব শোনামাত্র তিনি ও 'আম্মার ইবনু য়াসির ঐ দিকে ধাবিত হন। 'আম্মার পিছনে পড়িয়া থাকেন এবং সা'ঈদ সেখানে গিয়া উপস্থিত হন। সা'ঈদ সেখানে পৌছিয়া দেখেন যে, ইতিমধ্যে আবু বারযাহ ইবনু খাতালকে এক কোপ বসাইয়া দিয়াছেন। সা'ঈদ ঐ হত্যায় যোগদান করেন এবং 'আম্মার পৌছিবার পূর্বেই হত্যা পর্ব শেষ হইয়া যায়।

এ সম্পর্কে একটি প্রশ্ন উঠে যে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বয়ং বলিয়াছেন যে, মাক্কার হারাম সীমার মধ্য কোন প্রাণী হত্যা করা চলিবে না। এমত অবস্থায় ইবনু খাতালকে হারামের মধ্যে হত্যা করা হইল কি প্রকারে। ইহার নিরাপদ জওয়াব এই যে, মাক্কা আক্রমণ করা কাহারও জন্য কখনও যেমন বৈধ ছিল না-এবং পরেও কাহারও জন্য কখনও বৈধ হইবে না সেইরূপ হারামের মধ্যে কাহারও জন্য কখনও প্রাণী হত্যা বৈধ করা হয় নাই এবং কখনও হইবে না। আবার মাক্কা আক্রমণ যেমন কিছুক্ষণের জন্য রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পক্ষে হালাল করা হইয়াছিল সেইরূপ কিছু সময়ের জন্য হারামের মধ্যে প্রাণী হত্যা করা তাঁহার পক্ষে হালাল করা হইয়াছিল।

(১১৪—২) এই হাদীসটি সাহীহ বুখারীর ২৪৯, ৪২৭ ও ৬১৪ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

এই হাদীস হইতে জানা যায় যে, হজ্জের উদ্দেশ্যে যে স্থান হইতে ইহরাম করিবার বিধান হাদীসে দেওয়া হইয়াছে, সেই স্থানে ইহরাম না করিয়া এমন কি বিনা ইহ্রামেও মক্কায় দাখিল হওয়া জায়িয ও বৈধ। কিন্তু একটি 'বঙ্গানুবাদ শামায়েলে তিরমিযী' কিতাবে বলা হইয়াছে, "বোখারী শরীফ ইত্যাদি হাদীছের কিতাবে পরিস্কার বর্ণিত আছে যে, হযরত (দঃ) মক্কা বিজয়ের দিন এর্শাদ ফরমাইয়াছেন যে আজিকার দিনের জন্য এহ্রাম ব্যতীত প্রবেশ করা আমার পক্ষে হালাল। আর কোন সময় কাহারও জন্য নহে।"

(৫২১-এর পাতায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

॥ মুহাম্মদ আবদুর রহমান ॥

ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

(শেষ কিস্তি)

অর্থ কি সব অনর্থের মূল ? হাঁ, অনেকে একথাই বলে থাকেন। কিন্তু ডক্টর শহীদুল্লাহ এ কথা মানেন না। তাঁর মতে ধর্ম যেমন প্রয়োজন, জ্ঞানার্জন এবং অর্থোপার্জনও তেমনি প্রয়োজন। একথাটাই তিনি কুরআনের একটি আয়াত এনে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। তার কথা হচ্ছে—

"মুসলমানের জীবনে ধর্ম খুব বড় কথা, জ্ঞানোপার্জ্জনও খুব বড় কথা। সেই রকম বড় কথাই অর্থোপার্জন। এ কথা ভুলে গিয়ে আজ আমরা ফকিরের সংখ্যা বৃদ্ধি করছি। ইসলামের চোখে অর্থোপার্জন এমনই দরকার যে জুমার দিন নামাযের পরে মসজিদে বসে থাকার হুকুম নেই। হুকুম হচ্ছে —

"যখন তোমরা নামায শেষ কর, দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড় এবং আল্লার মেহেরবানী ঢোঁড়।" এ মেহেরবানী হালাল রোজগার।

"অন্য সমস্যার সমাধান চাই। বঁচলে ত তবে ধর্মকর্ম ; অমরা বাঁচতে চাই, কুকুর বিড়ালের মত বাঁচতে চাই না, মানুষের মত বাঁচতে চাই। কিন্তু অর্থের পিছনে আজিকার দিনে যেমন অনেক লোক উন্মত্ত হয়ে ছুটে চলেছে এজন্য হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, ধর্মের বিধান বেপরোয়া ভাবে ভাঙছে ধর্মপ্রাণ শহীদুল্লাহ কি তা সমর্থন করতে পারেন ? তিনি বলেন,

"……একদল হালকা ভাবুক বলছে, "হিন্দুরা সুদ খেয়ে বড় লোক হয়েছে আর সুদ না খেয়ে সুদ দিয়েই মুসলমানদের সর্বনাশ হ'ল।" এরা হয়ত পরে বলবেন ইউরোপ আমেরিকা মদ ও শূকর মাংস খেয়ে কত উন্নত হয়ে উঠেছে, আমাদের ওগুলো চাই। গণিকালয়, শৌণ্ডিকালয় এগুলি অন্য জাতির এক রকম একচেটে। অর্থের জন্য কি আমাদের সমাজেও এগুলি চালাতে হবে ? অর্থ চাই সত্যই ; কিন্তু ধর্মকে বাদ দিয়ে অর্থ কেন, সমস্ত দুনিয়াও কোন মুসলমান চাইতে পারে না।"

ডক্টর শহীদুল্লাহ ছিলেন চির আশাবাদী। নৈরাশ্য কোনদিন তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নাই। যুবকদের অন্তরকে তিনি কুরআনের বাণী এবং ইসলামের ঐতিহাসিক নযীর দ্বারা সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন এই ভাবে :

"নিরাশ হবার কিছুই নেই। একদিন চারিদিকে বেড়া শত্রুর মধ্যে মদীনার একদল মুসলমানদের কারও কারও মনে এই প্রশ্ন উঠেছিল, তারা কি কখনও রুমী ও ঈরানী সাম্রাজ্যের স্থানে দুনিয়ায় ইসলামী ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, তারা কি কখনও ইহুদী খ্রীষ্টান মজুস ও হিন্দুদের বিদ্বান ও দার্শনিকগণের সম্মুখে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করতে পারবে, তারা কি কখনও নির্ভয় নিরাপদে দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে পারবে। তখন তারা ছিলেন নিরক্ষর, বিদ্যাহীন, অর্থহীন, অস্ত্রহীন মুষ্টিমেয় মুসলমান। আল্লাহ আ'আলা তাঁদিগকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন—

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا ٠

'আল্লাহ অঙ্গীকার করেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা সত্যবিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল হবে, তাদিগকে নিশ্চয় নিশ্চয়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তিনি পৃথিবীতে রাজা করবেন, যেমন তাদের আগের লোকদের জন্য তিনি রাজা করেছিলেন, তিনি তাদের জন্য যে ধর্ম মনোনীত করেছেন নিশ্চয় নিশ্চয় তিনি তা তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন এবং তিনি ভয়ের পরে নিশ্চয় নিশ্চয় তাদিগকে নির্ভয় ক'রে দিবেন।"

ইতিহাস সাক্ষী আছে আল্লাহ কিরূপে তাঁর অঙ্গীকারকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এ অঙ্গীকার এখনও আমাদের জন্যও আছে।

ডক্টর শহীদুল্লার এ আশার বাণী আজকের দিনের ছাত্র ও যুবকদের বিশেষভাবে স্মরণীয়। খোদাদাদ আজাদ পাকিস্তানে আদর্শ নাগরিক গঠনের প্রয়োজনীয়তা তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেন। এই ব্যাপারে শিক্ষকদের কর্তব্য এবং শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন, বিশেষ করে শিক্ষায় জাতীয় আদর্শ এবং ধর্মশিক্ষা দানের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি পূরামাত্রায় সজাগ ছিলেন। তিনি এ সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করেছেন এবং তাঁর চিন্তার বীজ বিভিন্ন ভাষণে ও রচনায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। ১৯৪৯ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারীখে ত্রিপুরা জিলা শিক্ষক সমিতির ১৩শ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে তাঁর প্রদত্ত ভাষণ থেকে নিম্নে সংশ্লিষ্ট অংশ উধৃত হচ্ছে :

"শিক্ষকেরা চিরদিনই জাতির গঠন কর্তা। কিন্তু আজকার দিনে আমাদের উপর এক অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যভার ন্যস্ত হয়েছে, সেটি পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নাগরিক গঠন।.....

"খোদাদাদ আযাদ পাকিস্তানের সুনাগরিক গঠন করতে হ'লে, সর্ব প্রথম কর্তব্য হল ছাত্রদের মনে স্বাধীনতার ভাব সৃষ্টি করা। এটা একটা নিষ্ঠুর সত্য যে, দেশ আযাদ, কিন্তু অনেকের পক্ষে মন গোলাম। আমি তাকেই স্বাধীন মন বলি, যা সব রকমের কুসংস্কার-বর্জিত, যা সকল দীনতা হীনতা থেকে মুক্ত বা দেশের মঙ্গল চিন্তায় সদা ব্যাপৃত, বা দেশের ভাই বোনদের সেবায় উল্লসিত, ছেলেদের এই স্বাধীন মন সৃষ্টি করতে হলে, সর্বাগ্রে শিক্ষকদের নিজ মনকে স্বাধীন করতে হবে। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আজকাল ছাত্র সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যাচ্ছে, তার কারণ হচ্ছে তাদের মনে এসেছে স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহা; কিন্তু স্বাধীনতা কোন্ দিকে না জেনে তারা ছুটে চলেছে বিভ্রান্ত হয়ে বিপরীত দিকে। তাদের আগে আগে দৌড়ে দেখাতে হবে স্বাধীনতা ওদিকে নয়, এদিকে যেদিকে আমরা চলেছি।

"আমরা এতদিন ছাত্রদের মস্তিষ্কের খোরাক দিয়েছি। এখন তাদের দেহ ও আত্মার দিকেও আমাদেব মনোযোগ দিতে হবে। সেজন্যে আমাদের যেমন কর্তব্য আছে, শিক্ষা বিভাগেরও তেমনি আশু কর্তব্য হচ্ছে সামরিক ড্রিল এবং ধর্ম ও নীতি-শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা। আমাদের মনে রাখতে হবে "for what is a man profited, if he shall gain the whole world & lose his own soul (কি লাভ হ'ল সেই ব্যক্তির যে সমস্ত দুনিয়া লাভ করল আর তা লাভ করতে গিয়ে তার আত্মাকে হারিয়ে ফেলল ?) এই গরুগম্ভীর বিষয়টি একজন ইংরেজ লেখক সরল করে বলেছেন, "if you teach your children three R's (Reading, Writing, Arithmetic), but leave the fourth R (Religion), then they will be the fifth R (Rascal)"

(অর্থাৎ যদি তুমি তোমার ছেলে মেয়েদেরকে তিনটি R (পড়া, লেখা, অঙ্ক) শিক্ষা দাও, কিন্তু তৃতীয় R (ধর্ম) বাদ দাও, তবে তোমার সেই ছেলেমেয়েরা ৫ম R এ (পাজি-বদমাইশ এ) পরিণত হতে বাধ্য)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অপর এক ভাষণে শিক্ষা-পদ্ধতির উপর জাতি গঠনের নির্ভরশীলতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "কিন্তু সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক এবং সর্ববিষয়ে উন্নতি নির্ভর করে দেশের শিক্ষা পদ্ধতির উপর। মরহুম কায়দ-ই-আযম পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষা সম্মেলনে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন এই বলিয়া—

'Future of our state will & must greatly depend upon the type of education we give to our children & the way we bring them up as future citizens of Pakistan, অর্থাৎ আমাদের রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ অবশ্যই নির্ভর করিবে—আমরা কি ধরণের শিক্ষা আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে দেই এবং তাদেরকে কিভাবে ভবিষ্যৎ নাগরিকরূপে গড়ে তুলি তারই উপর।

পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারার রূপায়ণ সম্পর্কে ডক্টর শহীদুল্লার মনোভাব তাঁর একটি ভাষণ থেকে আমরা পেতে পারি। ১৯৫৩ সালের ১০ই অক্টোবর সিলহেট সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সাহিত্য বিভাগের সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন,

"আমরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারার রূপ দেখিতে চাই। বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্যের অভাব নাই। কিন্তু অভাব ইসলামী সাহিত্যের। ক্ষোভের বিষয় আমরা অবিভক্ত বাংলা দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াও পূর্ণাঙ্গ মুসলিম সাহিত্য গড়িতে পারি নাই। আজ আযাদ পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের সেই অভাব পূর্ণ করিতেই হইবে। মুসলিম সাহিত্য বলিতে কি বুঝি, তা আমি আমার দুইটি (একটি উপরে উধৃত হইয়াছে, অপ টি নিম্নে উধৃত হইল) পুরাতন অভিভাষণ হইতে উধৃত করিয়া বুঝাইতেছি।

"সাহিত্য জাতির মনোভাবের ছাপ বয়। জাতির ভাবধারা তার কালচারের সৃষ্টি। কাজেই এক বিশেষ কৃষ্টিসম্পন্ন জাতির বা সম্প্রদায়ের সাহিত্য এক বিশেষ রূপ ধারণ করে। আমরা বাঙ্গালী যেমন সত্য, তার থেকে বেশী সত্য আমরা মুসলমান, আমাদের একটা বিশেষ কৃষ্টি আছে। যদি বাংলা সাহিত্যে আমাদের সেই কৃষ্টির ছাপ না থাকে, তবে সে সাহিত্য আমাদের কাছে বিজাতীয় সাহিত্যের মতই ঠেকবে। লেখক মুসলমান হলেই তার লেখা সাহিত্য মুসলমান সাহিত্য হতে পারে না যদি না তাতে মুসলমানিত্ব থাকে। মুসলমান কবিদের রচিত বৈষ্ণব পদাবলী অনেক স্থলে উপাদেয় হ'লেও সেগুলিকে মুসলমান সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা চলেনা।"

ডক্টর শহীদুল্লাহ ওয়ায নসীহত বহু করেছেন, বক্তৃতা আর রেডিও ভাষণও বহু দিয়েছেন কিন্তু এর ভিতরেই তার কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, পাণ্ডিত্যের পরিচয়বহ বহু গ্রন্থ এবং গবেষণাসমৃদ্ধ অনেক প্রবন্ধও তিনি রচনা করে গিয়েছেন। তবে অনেকের মনে এ দুঃখ বরাবরই ছিল যে, তিনি যদি রসনার পরিবর্তে তার লেখনীকে বেশী চালনা করতেন, তা হলে জাতি তাঁর দ্বারা অনেক বেশী উপকৃত হ'ত এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অধিক সমৃদ্ধ হয়ে উঠত। এই অভিযোগকে একেবারে অস্বীকার করা না গেলেও তিনি তাঁর বহুমুখী কর্মতৎপরতার মাঝেও বহু বই পুস্তক এবং অসংখ্য প্রবন্ধ লিখে গিয়েছেন। আমরা 'শহীদুল্লাহ সম্বর্ধনা' গ্রন্থ থেকে তার প্রকাশিত পুস্তকের একটি তালিকা এবং বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধরাজির সংখ্যা প্রকাশ করছি।

www.ahlehadeethbd.org

ডক্টর শহীদুল্লার গ্রন্থরাজি

১। Les Chants Mystiques de Kanna at de Saraha প্রকাশক: Adrien Maisonneue, Paris, 1928.

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য অনুমোদিত ফরাসী ভাষায় রচিত গবেষণা গ্রন্থ।

২। Les Sons du Bengalie, Paris, 1929, ফরাসী ভাষায় রচিত বাংলা ভাষার ধ্বনি তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা প্রবন্ধ।

৩। **ভাষা ও সাহিত্য**। ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক ১৬টি প্রবন্ধের সমষ্টি ১ম সং: ১৩৩৮ (১৯৩১), ১২৫ পৃ:

৪। **দীওয়ান-ই-হাফিজ**। ১ম সং: ১৯৩৮, ২য় সং: ১৯৫৯, পৃ: ১০০। কবি হাফিজের পরিচিতিসহ ৬০টি গযলের অনুবাদ।

৫। **বাঙ্গালা ব্যাকরণ**। ১ম সং: ১৩৪২, ১৩শ সং: ১৩৬২, পৃ: ৪৪২, প্রকৃত বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ প্রথম ব্যাকরণ।

৬। **শিক্ওআহ ও জওআব-ই-শিকওআহ** (নালিশ ও নালিশের জওআব) ১ম সং: ১৯৪২, পরিবর্তিত নূতন সংস্করণ, ১৯৬৪, পৃ: ১০২।

ইকবালের বিখ্যাত কবিতার মূল ছন্দে পদ্যানুবাদ

৭। **রকমারী**। ১ম সং: ১৯৩২, ৩য় সং: ১৯৫০, পৃ: ১০৭, ১৩টি গল্পের সমষ্টি, অনূদিত এবং স্বলিখিত।

৮। **অমিয়বাণী শতক**। ১ম প্রকাশ ১৩৪৮ (১৯৪১) ৫ম সং: ১৩৬২ পৃ: ৩৬, রসূলুল্লার (দ:) ১০০টি হাদীসের আরবী মূলসহ অনুবাদ।

৯। **রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম**। ১৯৪২, ৯৮ পৃ:। মূল ছন্দে ১৫১টি রুবাইয়ের অনুবাদ, ওমর খয়্যামের জীবনী ও চরিত্রসহ।

১০। **ইকবাল**। ১ম সং: ১৯৪৫, নব সং: ১৯৬৪, পৃ: ১৪৪, ইকবালের জীবনী ও কাব্যালোচনা।

১১। **মহাবাণী**। সূরা ফাতেহা এবং কুরআনের শেষ দশ সূরার অনুবাদ ও ভাষ্য। দ্বিঃ সং:, ১৯৪৬, পৃ: ৪০।

১২। **রহমত নামা** ১৯৪৮, কুরআন ও হাদীসের উপদেশাবলীর অনুবাদ

১৩। **আমাদের সমস্যা**: ১৯৪৯, পৃ ৮৪। ভাষা, সাহিত্য ও লিপি সম্বন্ধীয় ১০ প্রবন্ধের সমষ্টি।

১৪। **পদ্মাবতী**। ১ম সং: ১৯৫০, পৃ: ৪০+১৮৬ বিস্তারিত ভূমিকা সহ আলাওতের পদ্মাবতীর সংস্করণ।

১৫। **পদ্মাবতী শতক**, ১৯৫৭, ২২+৬২+১০, বিভিন্ন পুঁথির ১০০ পদের পাঠ নির্ণয় ও বাংলা পদ্যানুবাদ।

১৬। **প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী**, ১৯৫২, ১৬ পৃ:, রসূলুল্লার আবির্ভাব সম্পর্কীয় ভবিষ্যদ্বাণী।

১৭। **বাংলা সাহিত্যের কথা** ১ম খ:, ১৯৫৩, ১৭৪ পৃ: নূতন সং: ২০০ পৃ: প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত ১৬টি প্রবন্ধ।

১৮। **বাংলা সাহিত্যের কথা**। ২য় খ: ৫৩৩ পৃ:, মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য বিষয়ক বহু প্রবন্ধ।

১৯। **হজ্জের ও রওযা পাকের যিয়ারতের দো'আ দরূদ**, ১৯৫৭, ৬৪ পৃ:।

২০। **বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত** ১ম সং: ১৯৫৯, ২য় সং: ১৯৬২, ২০২ পৃ: বাংলা ভাষার ইতিহাস।

২১। **শেষ নবীর সন্ধানে** ১৯৬১, পৃ:...রসূলুল্লাহ (দ:) সম্পর্কিত কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ।

২২। **মুহর্রম শরীফ** ১৯৬২, পৃ:...?

২৩। **রোযা, ঈদ ও ফিতরা** ১৯৬৩, পৃ:...?

২৪। **আরব কাব্য** ১৩৭০, পৃ: ৮০, কসীদতুল বুর্দা ও বানাত সুআদ আরবী কাব্যদ্বয়ের মূল গদ্যানুবাদ।

২৫। **ইসলাম প্রসঙ্গ**, ১৯৬৩, পৃ: ১৪৩, ইসলাম সম্পর্কীয় ২০টি প্রবন্ধের সমাবেশ এবং কসীদায় গওসিয়ার কাব্যানুবাদ।

২৬। ছোটদের রসূলুল্লাহ, ১৯৬২, পৃ: ৮৬।

উর্দু পুস্তক

বাংলা আদব কী তারীখ: ১৯৫৭, ১ম খণ্ড, প্রাচীন ও মধ্যযুগ মূল বাংলা গ্রন্থের অনুবাদ।

English Books

1. Essays on Islam, 1945, P. 118
2. Hundred saying of the Holy Prophet, 1945, P.....(with Arabic texts)
3. Traditional Culture in East Pakistan, 1963, P. P 191, co-author Prof A. Hai
4. Buddhist Mystic songs F 1960, Revised Edition, 1966, P. 182

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ডক্টর শহীদুল্লাহ তাঁহার প্রথম ও মধ্য জীবনে অনেক পাঠ্য পুস্তকও রচনা এবং সম্পাদনা করেন। উক্ত পাঠ্য পুস্তকের মোট সংখ্যা ৩৪। ইহার অধিকাংশই বিভিন্ন শ্রেণীর সাহিত্য পাঠ। এই সব পাঠ্য পুস্তকে মুসলমান ছাত্রদের চরিত্র গঠন, ইসলামী আদর্শে অনুপ্রেরণা দান এবং মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে পরিচিতির সুযোগ তিনি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।

ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। মুসলিম পরিচালিত এমন কোন নামকরা পত্রিকা নাই যাহাতে তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। হিন্দুদের পরিচালিত অনেক সাহিত্য পত্রিকাতেও তাঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধ সাদরে গৃহীত এবং প্রকাশিত হইয়াছে। শহীদুল্লাহ সম্বর্ধনা গ্রন্থে তাঁহার প্রকাশিত প্রবন্ধরাজি এবং যে যে পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে সন তারিখ সহ উহাদের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে বিষয়ানুসারে প্রবন্ধাবলির সংখ্যা উল্লেখ করিতেছি।

বিষয়		প্রবন্ধের সংখ্যা
১। ভাষা তত্ত্ব ও লিপি সংস্কার সম্পর্কে		৩০ টি
২। সাহিত্য—	,,	১৪ টি
৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস	,,	৫০ টি
৪। ইসলাম ধর্ম তত্ত্ব বিষয়ক		৩৭ ,,
৫। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি	,,	৯ ,,
৬। খৃষ্ট ধর্ম—	,,	১ ,,
৭। তুলনামূলক ধর্ম তত্ত্ব	,,	১ ,,
৮। পুস্তক পরিচিতি ও পুস্তক সমালোচনা		৯ ,,
৯। বিবিধ বিষয়ক		৩১ ,,
		১৮২ ,,

বলা বাহুল্য তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস অধুনা দুষ্প্রাপ্য অনেক পত্র-পত্রিকায় তাঁহার আরও বহু প্রবন্ধ রহিয়া গিয়াছে। এমন কি সহজলভ্য কোন কোন পত্র-পত্রিকাতেও তাঁহার লিখিত আরও প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া যাইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত তাঁহার একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যাইতে পারে যাহা শহীদুল্লাহ সম্বর্ধনা গ্রন্থে উল্লেখিত তালিকায় বাদ পড়িয়া গিয়াছে। গবেষণামূলক উক্ত প্রবন্ধটির নাম "সিলহেটের পীর হযরত শাহ জালাল।" উহা প্রকাশিত হয় তর্জুমানুল হাদীসের দ্বিতীয় বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যায় (যিল হিজ্জাহ—১৩৭০ হিঃ, ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩৫৮ বাং)।

ডক্টর শহীদুল্লাহ সমাজ-কল্যাণ ও সাহিত্য সেবার প্রেরণায় পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বও মাঝে মাঝে নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন। মওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ এবং মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সম্পাদিত প্রখ্যাত ধর্মীয় সাহিত্য পত্র 'আল-ইসলামের' তিনি বেশ কিছু দিন সহকারী সম্পাদক ছিলেন। অতঃপর মুসলমানদেরকে সাহিত্য চর্চায় প্রোৎসাহিত করার জন্য যখন 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' প্রকাশিত হয় তিনি উহার যুগ্ম-সম্পাদক পদে নিয়োজিত হন। তিনি 'অঙ্কুর' নামে শিশু ও কিশোরদের উপযোগী একটি সুরুচিসম্পন্ন মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। ঢাকা হইতে তিনি The Peace নামে প্রথমে ত্রৈমাসিক পরে মাসিক আকারে একটি ধর্মপ্রধান উচ্চাঙ্গের ইংরেজী পত্রিকা বাহির করেন। বগুড়ায় অবস্থানকালে তাঁহার সম্পাদনায় 'তকবীর' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকাও কিছুদিন প্রকাশিত হয়।

এইভাবে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং সাময়িক পত্র পত্রিকার অঙ্গনে মহাপণ্ডিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সুসাহিত্যিক, ভাষণতাত্ত্বিক এবং ইসলামী জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁহার বিদ্যাবত্তার অমর স্বাক্ষর অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার অনূদিত কুরআন মজীদের বিভিন্ন সূরার বাংলা অনুবাদ 'দিলরুবা', 'মাহে নাও' প্রভৃতি মাসিকে মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়। তাঁহার নিজের মুখেই শুনিয়াছি কুরআন মজীদের বঙ্গানুবাদ তিনি সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং লাহোরের তাজ কোম্পানী এক চুক্তিমতে উহা মুদ্রণের দায়িত্বও গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে কোন কারণেই হোক উহা প্রকাশিত হয় নাই—বর্তমানে উহা কি অবস্থায় আছে তাহা আমাদের জানা নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বন্ধুবর জনাব সফীয়ুল্লাহ সাহেব হয়ত এ সম্বন্ধে অবহিত রহিয়াছেন। তাজরিদুল বুখারীর অংশ বিশেষও তিনি তর্জমা করিয়াছিলেন উহা বাংলা একাডেমী কর্তৃক ১ম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিতব্য এবং ডক্টর সাহেব কর্তৃক সম্পাদিত ইসলামী বিশ্বকোষের জন্যও তিনি নিজে কতিপয় প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। কবে সেই বহু আকাঙ্খিত বিশ্বকোষ দিনের আলো দেখিতে পাইবে তাহা আমাদের জানা নাই।

ডক্টর শহীদুল্লার চরিত্র, আচরণ, অনুরাগ ও প্রবণতা, তাঁহার পারিবারিব জীবন, দান-দক্ষিণা অতিথিপরায়ণতা ও উদারতা, এই লেখকের সহিত তাঁহার ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক এবং তাঁহার স্নেহ-সিঞ্চিত প্রীতিস্নাত সাহচর্যের মাধুর্যমণ্ডিত স্মৃতি প্রভৃতি অনেক বিষয়ই এ প্রবন্ধে অকথিত রহিয়া গেল। আল্লাহ তওফিক দিলে বারান্তরে উহার আলোচনার প্রয়াস পাইব।

শেষ কথা, ডক্টর শহীদুল্লাহ ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রায় এক শতাব্দীর জাগ্রত ইতিহাস এবং মুসলিম সমাজ চেতনার জীবন্ত প্রতীক। বাংলা ভাষার ছাত্র ও সাহিত্যসেবীগণ এবং মুসলিম সমাজ, বিশেষ করিয়া অগণিত মুসলিম ছাত্রমণ্ডলী তাঁহার নিকট নানাভাবে অপরিশোধ্য ঋণে ও অশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

আমরা আল্লার নিকট তাঁহার বিদেহী আত্মার চির শান্তি একান্ত মনে কামনা করি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(৫২০ এর পাতার পর)

دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر - قال فلما نزعه جاءه رجل فقال

ابن خطل متعلق بأستار الكعبة - فقال اقتلوه •

قال ابن شهاب وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ

محرما •

পরিহিত অবস্থায় ম'ক্কায় দাখিল হন। বর্ণনাকারী বলেন, অনন্তর তিনি যখন উহা খুলিয়া রাখেন তখন একজন লোক তাঁহর নিকট আসিয়া বলিল, "ইব্নু খাত্তাল কা'বার গিলাফের পর্দা ধরিয়া রহিয়াছে।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "তোমরা উহাকে হত্যা কর।"

ইব্নু শিহাব বলেন আমার নিকট এই হাদীস পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অস ল্লাম ঐ দিব'স ইহ্রামকারী অবস্থায় ছিলেন না।

সাহীহ বুখারীই হউক অথবা হাদীসের অপর কোন কিতাবই হউক যে পর্যন্ত অধ্যায় অথবা পৃষ্ঠার উল্লেখ না করা হয় কোন হাদীস বাহির করিয়া দেখা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যিনি নিজের দাবী সমর্থনে কোন হাদীসের কথা বলেন তাঁহার কর্তব্য হইতেছে অধ্যায়, পৃষ্ঠা ইত্যাদির খবর দেওয়া। দুঃখের বিষয় আজকাল কি উর্দু, কি বাংলা, কি ইংরেজী সকল ভাষাতেই লেখকেরা 'হাদীসে আছে' বলিয়া অনেক ক্ষেত্রেই পাঠকদিগকে ধোকা দিয়া থাকেন। যাহা হউক, উক্ত বঙ্গানুবাদকারী হযরত বুখারী ইত্যাদির বরাতে যে হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আমরা সাহীহ বুখারীতে খুঁজিয়া পাইলাম না; বরং উহার বিপরীতই পাইলাম। সাহীহ বুখারীর ২৪৯ পৃষ্ঠায় আব্ওয়াবুল্ 'উম্রাহ্ মধ্যে এই মর্মে একটি অধ্যায় পাইলাম—

باب دخول الحرم ومكة بغير احرام ودخل ابن عمر حلالا وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاهلال لمن اراد الحج والعمرة -

"হারামে ও মাক্কাতে বিনা ইহরাম অবস্থায় প্রবেশ করিবার অধ্যায়। ইব্নু 'উমার ইহরাম না করিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। আর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যাহাদিগকে ইহরাম করিয়া প্রবেশ করিতে আদেশ করিয়াছেন তাহারা হইতেছে কেবল মাত্র ঐ সব লোক যাহারা হজ্জ বা 'উমরাহ করিবার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে। কাষ্ঠ আহরণকারী ইত্যাদির জন্য এই বিধান দেওয়া হয় নাই।"

এই কথা শিরোনামাতে বলিয়া ইমাম বুখারী ইব্নু 'আব্বাসের যবানী একটি হাদীস বর্ণনা করেন। ঐ হাদীসটিতে বলা হইয়াছে যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইহরামের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করেন ঐ লোকের জন্য যে হজ্জ অথবা উমরাহ করার ইরাদা করে (من اراد الحج والعمرة)

দ্বিতীয়তঃ, উক্ত বঙ্গানুবাদকারীর উধৃত হাদীসটিতে বলা হইয়াছে, "আজিকার দিনের জন্য এহরাম ব্যতীত প্রবেশ করা আমার পক্ষে হালাল।" ইহাতে বলা হয়, 'আমার পক্ষে হালাল'। তবে সাহাবীগণ বিনা ইহরামে প্রবেশ করিয়াছিলেন কি করিয়া? যদি 'আমাদের পক্ষে হালাল' বলা হইত তাহা হইলে উহা মানাইত।

www.ahlehadeethbd.org

।। মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী ।।

ইব্‌নে রুশ্‌দ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খৃষ্টানগণ স্পেনের অধিকাংশ স্থান জয় করিয়া লইয়াছিল। এমতাবস্থায় তাহাদিগের প্রতিকূলাচরণের জন্য ধর্মের সাহায্যই একমাত্র শাণিত কৃপাণ ছিল। মনসুর এই অস্ত্রের কল্যাণেই খৃষ্টানগণের উপরে অসামান্য গৌরবমণ্ডিত বিজয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সকল অবস্থা পরম্পরায় এই অনিবার্য ফল প্রসূত হইয়াছিল যে, দরবার ও শাসনের গতি একমাত্র ধর্ম-শাস্ত্রবিশারদগণের হস্তেই নিপতিত ছিল। তাঁহাদিগের প্রভাব, ক্ষমতা ও কল্পনা সমগ্র দেশে প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় ইবনে রুশ্‌দ দর্শনালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এরিষ্টোটলকে স্বীয় ইমাম (গুরু) রূপে বরণ করিয়া তাঁহার যাবতীয় গ্রন্থের সংস্করণ ও সঙ্কলন করেন; ঐ সকলের ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অনেকগুলি মতের যাহা অধিকাংশ মুসলমানদিগের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল, প্রকাশ্যরূপে সমর্থন করেন। এই সকলের মধ্যে অন্যতম সিদ্ধান্ত এই যে, আকাশ মণ্ডল কদিম (১) এবং তাহা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সৃষ্ট নহে। আল্লাহ তাআলা কেবলমাত্র তাহার গতিবিধির স্রষ্টা। ইবনে রুশ্‌দ কেবলমাত্র দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থ প্রণয়ন ও সম্পাদন এবং দার্শনিক মতের প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই বরং তিনি ইহাও দাবী করিয়াছিলেন যে, ইসলামের ধর্ম বিশ্বাস সংক্রান্ত মতগুলির বিশেষণ এরিষ্টোটলের মতের অনুকূল। শুধু কি ইহাই? তিনি ইহা অপেক্ষা আর একটী ভীষণতর কার্য করেন যে, আশাএরাদিগের (২) ধর্ম মতের কঠোর প্রতিবাদ করেন এবং সপ্রমাণ করেন যে, আশাএরা ধর্ম-বিশ্বাস যুক্তি ও ধর্ম উভয়ের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। এই স্থানে ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, একেশ্বরবাদীগণ স্বয়ং আসহাব ছিলেন; এবং তাঁহারা ইহাকে রাজধর্মে পরিণত করিয়াছিলেন। এই সকলের উপরে ইবনে রুশ্‌দ "তোহ্‌ফাতুল ফালাছেফা" নামক ইমাম গাজ্জালীর একটী সুপরিচিত গ্রন্থের খণ্ডন করিয়া সোহাগ প্রদান করেন। এই পুস্তকে তিনি ইমাম গাজ্জালীর প্রতি অধিকাংশ স্থলে অসম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইমাম সাহেব একেশ্বরবাদীগণের শ্রেষ্ঠতম গুরু ছিলেন تـنـران تـيـر ছিলেন, কারণ তদীয় শিষ্য মোহাম্মদ বিন তুমারত একেশ্বরবাদীগণের গুরু (امام) ও সাম্রাজ্যের স্থাপক ছিলেন।

ইবনে রুশ্‌দের উপরে দর্শনশাস্ত্রের প্রভাব এতদূর বর্ধিত হইয়াছিল যে, অধিকাংশ সময়ে তাঁহার রসনা হইতে এরূপবাক্য নিঃসৃত হইত যাহা সাধারণ ধর্মমতের বিরোধী বলিয়া প্রতিপন্ন। আবু মোহাম্মদ আবদুল কবির হইতে আনসারী বর্ণনা করিয়াছেন, "একবার জ্যোতির্বিদগণ এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, এই বৎসরে ভয়ানক ঝড় ও ঘূর্ণিবাত্যায় অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। সাধারণের মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী হইতে এরূপ ফল উৎপাদিত হইয়াছিল যে, তাহারা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভূগর্ভে আবাসগৃহ নির্মাণ করিয়াছিল। এমন কি স্বয়ং শাসনকর্তৃপক্ষদিগকেও এই বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হইয়াছিল। দরবারের গৃহে একটি মহতী সম্মিলনী আহূত করিয়া খ্যাতনামা পণ্ডিত মণ্ডলীকে পরামর্শের জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল। ইবনে রুশ্‌দ ও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। যখন দরবার হইতে সকলে প্রত্যাগত হইলেন, আমি ইবনে রুশ্‌দকে বলিলাম, যদি এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়, তাহা হইলে সৃষ্টি যুগের পর ইহাই হইবে দ্বিতীয় ঝড়। কারণ আদ বংশীয়দিগের পরে আর কোন ঝড় নাই। ইবনে রুশ্‌দ হঠাৎ চটিয়া উঠিলেন এবং উত্তর প্রদান করিলেন, "আল্লার শপথ! আ'দ (عاد) বংশীয়দিগের অস্তিত্বেরই প্রমাণ নাই।" এরূপ অশ্রুতপূর্ব উত্তর শ্রবণ করিয়া সমস্ত লোক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।"

ইবনে রুশদের এ সকল ব্যবহার যদি কেবলমাত্র তাঁহার ব্যক্তি পর্যন্তে সীমাবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে কিছুমাত্র গণ্ডগোলের আশঙ্কা ছিল না। তিনি সর্ব প্রধান বিচারপতি ছিলেন, ফকিহ (৪) ছিলেন, উপরন্তু চিকিৎসক ছিলেন। এ সকল সম্বন্ধ নিবন্ধন তাঁহার মত ও মতাবলম্বীগণ সমগ্র দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল। এ সকল ব্যাপারের পরিণাম ফলস্বরূপ সমগ্র দেশে এক ভয়ঙ্কর অশান্তি-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। ইবনে রুশ্‌দের বিপক্ষ দলের পক্ষে ইহা অপেক্ষ সুবর্ণ সুযোগ আর কি ছিল? তাঁহারা এই অগ্নিকুণ্ডে উপযুক্ত ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন। পরিশেষে অবস্থা এরূপ ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইল যে, যদি মনসুর প্রকাশ্যরূপে ইব্‌নে রুশদের প্রতিরোধ না করিতেন, তাহা হইলে সমগ্র প্রজা সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিত। অবশেষে মনসুর ইবনে রুশদ ও তদীয় শিষ্যমণ্ডলীকে প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত করিতে আদেশ করেন; কর্ডোভার জামে মসজিদে এক বিরাট সভা আহূত হয়। ইবনে রুশদ একজন অপরাধীর মত সভামণ্ডপে নীত হন। এই সভায় দেশের সমস্ত গণ্যমান্য বিদ্বান ও আইনজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন। সর্ব প্রথমে কাজী আবদুল্লাহ বিন-মার্‌ওয়ান গুরু গম্ভীর ভাষায় বক্তৃতা করেন; তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম এই যে:—প্রত্যেক বস্তুতে ভাল ও মন্দ উভয় গুণ বর্তমান থাকে, এরূপ অবস্থায় বস্তুর উপকারিতা ও অপকারিতার মীমাংসা উপকার ও অপকারের আধিক্য ও প্রাবল্যানুযায়ী স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। অর্থাৎ যদি আলোচ্য বস্তুতে উপকার অপেক্ষা অপকারের আধিক্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বস্তুতঃ ঐ জিনিষটী অপকারী; পক্ষান্তরে অপকারের মাত্রা অপেক্ষাকৃত অল্প প্রমাণিত হইলে উল্লিখিত বস্তুটী প্রকৃতপক্ষে উপকারী বলিয়া কথিত হইবে।" কাজী আবু আবদুল্লহর পরে জামে মসজিদের ইমাম আবু আলী বিন হাজ্জাজ দণ্ডায়মান হইলেন, আর ঘোষণা করিলেন ইবনে রুশদ নাস্তিক ও বিধর্মী (ملحد) হইয়া গিয়াছেন (?)।

সব হইল, তথাপি ইসলামের স্বাধীনতা ও উদারতার অন্ততঃ এতটুকু প্রভাব বর্তমান ছিল যে, ইউরোপের ইন্‌কুইজিশন (Inquisition) সভার ন্যায় আদেশ করা হইল না যে, অপরাধীকে জীবন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করিতে হইবে; বরং কেবল এই শাস্তি প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হওয়া গেল যে, তাঁহাকে কোন ভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হউক। তাঁহার বিরোধী হিংসুকগণ এ বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করে যে, "ইবনে রুশ্‌দের বংশের কোন নির্ধারণ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নাই; কারণ স্পেনে এ সময়ে যতগুলি বংশ বর্তমান আছে তন্মধ্যে একটির সহিতও ইব্‌ন রুশ্‌দের কোন সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা কিছু জানা যায়, তাহাতে তিনি (ইব্‌নে রুশ্‌দ) যে ইস্রাইল বংশীয় কেবলমাত্র তাহাই প্রমাণিত হয়।" কাজেই স্থিরীকৃত হইল যে, তাঁহাকে লুসিনা গ্রামে (৫) বহিষ্করণ করা হউক। কারণ ইহা খাঁটি বনী ইস্রাইলদিগের পল্লী ছিল, অন্য কোন বংশের বাস উক্ত গ্রামে ছিল না।

মনসুরের নীতি

মনসুরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাধারণকে শান্ত করা। কাজেই মনসুর একটি ঘোষণা পত্র লিখিয়া সমগ্র দেশে প্রকাশ করিলেন। ইহাতে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও নাস্তিকদিগের কঠোর শাসন সম্বন্ধে অতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা ছিল।

নিম্নলিখিত ভাষায় ঘোষণাপত্রের সূচনা করা হইয়াছিল :

قد كان فى سالف الدهر قوم خاضوا فى بحور الاوهام واقدامهم عن علوم يشفوف عليهم فى الافهام حيث لا داعى يدعوا الى الحى القيوم ولا حاكم يفصل بين المشكوك فيه والمعلوم فتخلدوا فى العالم سخاما لها من خلق مسودة المعانى والاوراق بعدها من الشريعة بعد المشرقين وتباينها تباين الثقلين يوهمون ان العقل سيزانها والحق برهانها - وهم ليتشعبون فى القضية الواحدة فرقا ويسيرون فيها شواكل وطرقا...الخ

ভাবার্থ এই যে, প্রাচীনকালে কতিপয় লোক কেবলমাত্র সন্দেহ ও সঙ্কোচের অনুবর্তী ছিলেন, কিন্তু তথাপি সর্বসাধারণ তাঁহাদের গুণগ্রাহী হইয়া পড়েন। এ সকল লোকেরা স্ব স্ব কল্পনানুযায়ী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ সকল গ্রন্থের মর্মে আর প্রকৃত ধর্মগ্রন্থের মর্মে এতদূর ব্যবধান যেরূপ পূর্ব ও পশ্চিমে। আমাদিগের সময়েও কতিপয় লোক ঐ সকল নাস্তিকদিগের অনুসরণ করে, ও তাহাদের মতানুযায়ী গ্রন্থাদি প্রণয়ন করে; এ সকল গ্রন্থ যদিও প্রকাশ্যে কোরআন মজীদের শ্লোক সমূহে সজ্জিত, কিন্তু ইহাদিগের নিম্নে নাস্তিকতা ও নিরিশ্বরবাদিতা বিরাজমান। যখন আমি এ সকল ব্যাপার অবগত হইলাম, তখনই তাহাদিগকে দরবারমণ্ডপ হইতে বহিষ্কার পূর্বক আদেশ প্রদান করিলাম যে, ইহাদের প্রণীত গ্রন্থাবলী যেখানে পাওয়া যায় ভস্মীভূত করা হউক।

সাধারণের মধ্যে বিরাগ ও অসন্তোষের যে তীব্র সমীরণ প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার নিরাকরণার্থে কেবলমাত্র এই উপায়টি যথেষ্ট ছিল না। কাজেই মনসুর একটি বিশেষ বিভাগ এই উদ্দেশ্যে গঠন করেন যে, দর্শন ও ন্যায় শাস্ত্রের পুস্তকাবলী প্রত্যেক স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হউক।

মনসুর এইসব করিলেন সত্য; কিন্তু তিনি স্বয়ং দার্শনিক ও দর্শনানুরাগী ছিলেন, কাজেই দর্শন শাস্ত্রের এরূপ ধ্বংস ও সর্বস্বান্তি তাঁহার সহ্য হইবে কিরূপে? তিনি পরিশেষে এই উপায় অবলম্বন করিলেন যে, হাফিয আবুবকর বিন জোহরকে এই বিভাগের অধ্যক্ষ বা উর্ধতন কর্মচারী রূপে নিযুক্ত করিলেন। এই ব্যক্তি স্বয়ং একজন খ্যাতনামা দার্শনিক ও দর্শনগতপ্রাণ ছিলেন।

www.ahlehadeethbd.org

আল্লামা ইব্‌নে আবী আছবীআ আবুবকর বিন জোহর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, ইহাতে মনসুরের উদ্দেশ্য ছিল যে, আবুবকর বিন জোহরের নিকট দর্শন ও ন্যায় শাস্ত্রের যে সকল পুস্তক নীত হইবে তৎসমস্ত ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা পাইবে। ইব্‌নে জোহর সমস্ত পুস্তক ব্যবসায়ীর নিকট আদেশ প্রেরণ করেন যে, তাহাদের নিকট দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের যে সকল পুস্তক আছে তৎসমস্তই যেন অবিলম্বে তাঁহার নিকট প্রেরিত হয়। আর যে সকল ব্যক্তি দর্শন শাস্ত্রের সেবায় নিযুক্ত দেখা যাইবে তাহাদিগকে যেন শাস্তি প্রদান করা হয়। ইব্‌নে জোহরের আদেশ প্রকৃতপক্ষে মনসুরেরই আদেশ ছিল, সুতরাং তাহা প্রতিপালিত হইয়াছিল, কিন্তু ইব্‌নে জোহর ঐ সকল সংগৃহীত পুস্তকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, সুবিজ্ঞ পাঠক নিজেই তাহার মীমাংসা করিতে পারেন।(৬)

قاصد رقیب بوده و من غافل از فریب
بیدرد صد هائے خود اندر میانه ساخت

সর্বসাধারণ এই হেঁয়ালী বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু এসবোলিয়াতে এক মহাপুরুষ বাস করিতেন, তিনি ইব্‌নে জোহরের পুরাতন শত্রু ও হিংসুক ছিলেন। তিনি এই মর্মে একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত করেন যে, ইব্‌নে জোহর স্বয়ং দর্শনশাস্ত্রের উৎসাহী ও পৃষ্ঠপোষক, তাঁহার নিজের বাড়ীতে এই শাস্ত্রের সহস্র সহস্র পুস্তক বর্তমান আছে যাহা দিবারাত্রি তাঁহার আলোচনাধীন থাকে। তিনি আবেদনপত্রে অনেক লোকের স্বাক্ষর করাইয়া মনসুরের সমীপে প্রেরণ করেন। এই পত্রিকা পাঠ করিয়া মনসুর আদেশ করেন যে, লেখক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হউক। তিনি ধৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন ও স্বাক্ষরকারীগণ প্রাণভয়ে সকলেই সরিয়া পড়িল। মনসুর বলিয়াছিলেন যে, যদি সমস্ত হিস্পানিয়া একত্রিত হইয়া ইব্‌নে জোহরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে, তথাপি ইব্‌নে জোহরের সম্বন্ধে আমি কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করিতে পারিনা।(৭)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শেষ জীবন ও মৃত্যু

ইব্‌নে রুশ্‌দ্ যখন দেশ হইতে বিতাড়িত হন, তখন তাঁহার সঙ্গে আরও কতিপয় স্বনামধন্য পণ্ডিতকেও নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। এ সকল মনীষিগণের মধ্যে আবু জাফার জাহাবী, আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ বিন ইব্রাহীম, কাযী বাজারা, আবুররবীউল কাফিফ, আবুল আব্বাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে ইব্‌নে রুশ্‌দের এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে, তিনি যেখানে গমন করিতেন, বিড়ম্বিত ও অবমানিত হইতেন। তিনি স্বয়ং একস্থানে লিখিয়াছেন, "সর্বাপেক্ষা অধিক মনঃকষ্ট একবার আমাকে এইরূপে সহ্য করিতে হইয়াছিল যে, একদা আমি আর আমার পুত্র আবদুল্লাহ কর্ডাভার জামে মসজিদে আসরের নামায পড়িতে গমন করি, কিন্তু পড়িতে পারি নাই। কতকগুলি পথিক হাঙ্গামা করিয়া আমাদের উভয়কে মসজিদ প্রাঙ্গণ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়।"

তাজুদ্দীন বর্ণনা করেন, "আমি যখন স্পেনে গমন করি, ইব্‌নে রুশ্‌দের সহিত দেখা করিতে যাই, কিন্তু জানিতে পারি যে, তিনি সুলতানের কোপ-দৃষ্টিতে নিপতিত, কেহ তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারে না।"

ইব্‌নে রুশ্‌দের নিগ্রহ ও লাঞ্ছনায় সর্বসাধারণ অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করে। কবিগণ শ্লেষব্যঞ্জক

কবিতা রচনা করেন। এ সকল কবিতা পাঠ করিতে যদি পাঠকের ঔৎসুক্য থাকে নওয়াব এমদাদুলমুল্‌ক্ সম্পাদিত প্রোফেসার রেনানের (Ranan) ইব্‌নে রুশ্‌দ্‌-জীবনী দেখিতে পারেন।

রাহুমুক্তি

মনসুর যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কেবল একটি কৌশলমাত্র ছিল, আর কৌশল জাল বিস্তারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আশু অশান্তি-বহ্নিকে নির্বাপিত করা। যখন সেই আশঙ্কা কাটিয়া গেল মনসুর পুনরায় ইব্‌নে রুশ্‌দ্‌কে বরণ করিয়া লইতে মনস্থ করিলেন। মনসুরের সন্তোষকল্পে অথবা সত্য প্রকাশার্থে এশবোলিয়ার কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করিলেন যে, ইব্‌নে রুশ্‌দ্‌ যে অপরাধে অপরাধী তাহা সর্বৈব মিথ্যা ও কল্পিত অপবাদ মাত্র। ফলে হিজরী ৫৯৫ অব্দে ইব্‌নে রুশ্‌দের অদৃষ্টশশী রাহু-মুক্ত হইল, অর্থাৎ মনসুর পুনরায় তাঁহাকে মরক্কোতে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

صبح ہوئی ذوق سحر شام کو

ইব্‌নে রুশ্‌দের ভাগ্য প্রসন্ন হইল বটে কিন্তু তাহা অসময়ে, তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হওয়ার অনতিকাল পূর্বে তিনি সম্পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং বিপদযুগের জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিতে না ভুলিতেই নিদারুণ কালের করাল গ্রাসে পতিত হইলেন।

মৃত্যু

মরক্কো পৌঁছিয়া ইব্‌নে রুশ্‌দ্‌ শয্যাশায়ী হইলেন, বুধবার দিবাগত রাত্রি হিজরী ৫৯৫ অব্দে (১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দ) সফর চান্দ্র মাসে অনন্তধামে গমন করিলেন। শহরের বাহিরে জাবাছিয়া নামক স্থানে তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত হয়; কিন্তু একমাস পরেই সেই সমাধি খনন করিয়া নষ্ট অবশিষ্ট অংশ কর্ডোভায় নীত হয় এবং তাঁহার পিতৃ পিতামহের সমাধি ভবনে অর্থাৎ 'ইব্‌নে আব্বাস মাক্‌বারায়' সমাধিস্থ করা হয়। মৃত্যুকালে ইব্‌নে রুশ্‌দের বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। এই ঘটনার এক মাস পরে মনসুরও পরলোক গমন করেন।

সন্তান-সন্ততি

ইব্‌নে রুশ্‌দ্‌ একাধিক সন্তান রাখিয়া যান, তন্মধ্যে একজন চিকিৎসা শাস্ত্রে খ্যাতি অর্জন করেন। অবশিষ্ট ফেকাশাস্ত্রে মনোযোগ প্রদান করিয়া অবশেষে কাযী পদে বরিত হন।

চরিত্র চিত্র

ইব্‌নে রুশ্‌দের স্বভাব-চরিত্রও দর্শন ভাবাপন্ন ছিল, তিনি অতিশয় নম্র ও বিনয়ী ছিলেন, দীর্ঘ-কাল বিচারকের কার্যে ও রাজাধিকরণে নিযুক্ত থাকিলেও স্বীয় অর্থ সম্পদ হইতে ব্যক্তিগতভাবে কোন ফল ভোগ করেন নাই। যাহা কিছু তিনি প্রাপ্ত হইতেন, স্বদেশ ও দেশবাসীর কল্যাণার্থে ব্যয় করিতেন। দরবারের নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা লাভ করিয়া তিনি যে সম্পদ প্রাপ্ত হন, তাহা সমস্তই সর্বসাধারণের অভীষ্ট সিদ্ধি ও উপকার সাধনে ব্যয় করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার(৮) ক্ষমা ও ধৈর্য্যগুণ এরূপ ছিল যে, একবার একজন লোক তাঁহার প্রতি প্রকাশ্য সাধারণ সভায় অপভাষা প্রয়োগ করে; তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে এই বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন যে, ঐ ব্যক্তির কল্যাণে তিনি স্বয়ং ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা পরীক্ষার সুযোগ পাইলেন। অধিকন্তু কথিত ব্যক্তিকে তাহার অশ্লীলতার প্রতিফল স্বরূপ কিছু অর্থ পুরস্কার প্রদান করিলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ দিলেন, ঐরূপ ব্যবহার যেন অন্যের সহিত কখনও না করে, কারণ সকলের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিমাণ সমান নহে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তিনি অসাধারণ দয়াশীল ছিলেন, দীর্ঘকাল যাবত কাযী পদে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু কখনও কাহাকেও মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন নাই। কিন্তু যখন একেবারে উপায়ান্তর দেখিতেন না, তখন বিচারাসন হইতে সরিয়া গিয়া অন্য ব্যক্তিকে স্বীয় পদে নিযুক্ত করিতেন।

তিনি জ্ঞানচর্চা ও গ্রন্থ পাঠে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ইবনুল আবাদ বলেন যে, ইব্‌নে রুশদের সমস্ত জীবনে কেবল দুইটী মাত্র রজনী এরূপ অতিবাহিত হইয়াছিল, যাহাতে তিনি গ্রন্থ পাঠে বিরত ছিলেন। প্রথম তাঁহার বিবাহ-রজনী, দ্বিতীয়তঃ যে রাত্রিতে তাঁহার পিতা পরলোক গমন করিয়াছিলেন।

তিনি দানশীলতায়ও অতুলনীয় ছিলেন, তাঁহার করুণাধারা শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সকলের উপর প্রবাহিত হইত। তিনি প্রায় বলিতেন, যদি কেবল মিত্রগণকেই সাহায্য করিলাম তাহা হইলে আমি মাত্র আমার বাঞ্ছিত কর্তব্যটুকু পালন করিলাম, কিন্তু বিপক্ষ ও শত্রুগণের সহিত সদ্ব্যবহার করাই যে প্রকৃত দয়া ও মহত্বের পরিচায়ক তাহা সম্পন্ন হইবে কিরূপে ?

জন্মভূমির প্রতি তাঁহার অপরিমিত অনুরাগ ছিল। প্লেটো সাধারণতন্ত্র বিষয়ে যে পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে গ্রীসের বিশেষ প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন, "পৃথিবীর সমস্ত লোকাপেক্ষা গ্রীসবাসীগণ জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত স্বাভাবিক রূপে অধিক অনুপ্রাণিত।" ইব্‌নে রুশ্‌দ্‌ এই পুস্তকের ব্যাখ্যা গ্রন্থে স্বদেশ অর্থাৎ স্পেনকেও গ্রীসের সহযোগী বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। স্বনামধন্য পণ্ডিত গ্যালেন (Galen) বলিতেন, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে গ্রীসের জলবায়ু সর্বোত্তম। ইবনে রুশ্‌দ্‌ স্বীয় গ্রন্থ "কিতাবুল কুল্লিয়াতে" ইহার বিপরীত দাবী করিয়াছেন যে, এই গৌরবের অধিকারী কর্ডোভা নগরী। একবার মনসূরের দরবারে ইবনে রুশ্‌দ্‌ ও ইব্‌নে জোহরের মধ্যে এইরূপ তর্ক হয় যে, এশবোলিয়া ও কর্ডোভা উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠতর ; ইব্‌নে জোহর স্বীয় জন্মভূমি এশবোলিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতেছিলেন, ইব্‌নে রুশ্‌দ্‌ বলিলেন, "এশবোলিয়ার কোন পণ্ডিতের মৃত্যু হইলে যদি তাঁহার পুস্তকালয় বিক্রয় করা আবশ্যক হয় তাহা হইলে বিক্রয়ার্থে তাঁহার পুস্তক সমূহ কর্ডোভায় প্রেরণ করিতে হয় ; কারণ এই সকল দ্রব্য এশবোলিয়ায় কেহ ফিরিয়াও দেখে না, পক্ষান্তরে কর্ডোভার কোন গায়কের মৃত্যু হইলে তাহার যন্ত্রাদি এশবোলিয়ায় প্রেরিত হইয়া বিক্রিত হয়। এই ব্যাপার হইতে উভয় স্থানের শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই উপলব্ধ হইবে। —: সমাপ্ত :—

[কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সৌজন্যে আল ইসলাম : ৫ম ভাগ ৭ম সংখ্যা হইতে সঙ্কলিত]

টীকা :

(১) দেখুন ফুট নোট—আল এছলাখ ৫ম-ভাগ ৬৮ পৃষ্ঠা।

(২) আশ্‌আরী মতের ইমামের প্রকৃত নাম আলী বিন ইসমাঈল। তিনি ২৭০ হিজরী অব্দে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন, আর ৩৩০ হিজরী অব্দে বাগ্‌দাদে পরলোক গমন করেন। ••• ••• এই মতের প্রধান ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণের নাম ইমাম হাসান, ইমাম মোহাম্মদ গাজ্জালী ও ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (মুকদ্দমা ইব্‌নে খলদুন)

(৩) تاريخ طبرى جلد (١) صفحه ١١٥—١١٠

(৪) ধর্ম বিধানানুযায়ী যাঁহারা আইন প্রস্তুত করেন।

(৫) কর্ডোভার নিকটস্থ একটী পল্লী ; ইহাতে কেবলমাত্র ইহুদীগণ বাস করিত।

(৬) ابن ابى اصيبعه ذكر حفيد ابو بكر ابن ذهر

(৭) ابن ابى اصيبعه

(৮) ابن الابار

www.ahlehadeethbd.org

॥ শাইখ আবদুর রহীম এম এ, বি-এল, বি-টি ॥

আরবী সংখ্যা লিখন

মুষ্টিমেয় কয়েক জন মুহাক্কিক আলিম ছাড়া প্রায় সকলেই মনে করেন যে, আরবী, ফারসী ও উর্দু বই পুস্তকের পৃষ্ঠাসমূহের সংখ্যা ক্রম বুঝাইবার জন্য যে সঙ্কেতগুলি ব্যবহার করা হয়—যথা ١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦, ٧, ٨, ٩—তাহার মূল উৎপত্তি হইয়াছিল আরবে ও আরবী ভাষায়। সম্প্রতি পূর্ব-পাকিস্তানী বাংলা ভাষার প্রফেসর এবং পি, এইচ, ডি শিক্ষাবিদগণ আর পশ্চিম পাকিস্তানী উর্দু ভাষার প্রফেসর এবং পি, এইচ, ডি শিক্ষাবিদগণও ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত একটি সভাতে সংখ্যা-সঙ্কেত গুলিকে আরব উদ্ভূত (of Arabic origin) বলিয়াছেন। আমরা যতদূর জানি আরবেরা কোন কালেই কোন সংখ্যা সঙ্কেত উদ্ভাবন করেন নাই। প্রাচীনকালে আরবেরা সংখ্যাগুলি কেবলমাত্র কথায় লিখিতেন। তারপর আরবদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে সংখ্যা-সঙ্কেত প্রচলিত হয় তাহা ছিল 'জুমাল' বা 'জুম্মাল' সংখ্যা সঙ্কেত। ঐ 'জুমাল' মতে সংখ্যা সূচিত হইত অক্ষর যোগে—রোমান সংখ্যা সঙ্কেতেরই মত। যথা, রোমান পদ্ধতিতে যেমন I, V, X, L, C, D ও M দ্বারা যথাক্রমে ১, ৫, ১০, ৫০, ১০০, ৫০০ ও ১০০০ বুঝায় সেইরূপ জুম্মাল পদ্ধতি সংখ্যা-সঙ্কেত হইতেছে নিম্নরূপ—

ا (আলিফ)=১, ب=২, ج=৩, د=৪, ه=৫, و=৬, ز=৭, ح=৮, ط=৯, ي=১০, ك=২০, ل=৩০, م=৪০, ن=৫০, س=৬০, ع=৭০, ف=৮০, ص=৯০, ق=১০০, ر=২০০, ش=৩০০, ت=৪০০, ث=৫০০, خ=৬০০, ذ=৭০০, ض=৮০০, ظ=৯০০, غ=১০০০।

বলা বাহুল্য এই 'জুম্মাল' সংখ্যা সঙ্কেত অ দৌ আরবীয় ছিল না। ইহা আরবের বাহির হইতে আরবী ভাষায় আমদানী করা হইয়াছিল। (দেখুন তাফসীর বাইযাওী: 'আলিফ-লাম-মীম' এর ব্যাখ্যা। আরও দেখুন Encyclopaedia of Islam: 'আবজাদ' অধ্যায়।)

পাটীগণিত বিজ্ঞান (Arithmatic) আরবেরা গ্রহণ করেন ভারতীয়দের নিকট হইতে। তারপর, ভারতীয় সংখ্যা-সঙ্কেতগুলির মধ্য হইতে কেবল মাত্র ভারতীয় শূন্য (٠) সঙ্কেতটি নিজ অর্থ সহ আরবী সংখ্যা বিজ্ঞানে বহাল তবীয়াতে বজায় থাকে। কিন্তু ১ হইতে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলির 'সুরাত' ও 'শাকলে' পরিবর্তন সঙ্ঘটিত হয়। কিন্তু এই পরিবর্তন কি ভাবে ঘটে তাহা ঐতিহাসিক নিশ্চয়তার সহিত বলা অসম্ভব। এমনও হইতে পারে যে, ঐ সংখ্যাগুলির আকৃতি পারস্যবাসীগণ পরিবর্তন করেন এবং উহার পরে ঐ আকৃতি আরবে রপ্তানী হয় এবং ইহাও হইতে পারে যে, সংখ্যাগুলির ভারতীয় আকার হুবহু আরবে রপ্তানী হয় এবং তাহার পর আরববাসীগণ উহাদের আকার পরিবর্তন করে। Encyclopedia of Islam গ্রন্থে 'আদাদ' অধ্যায়ে বলা হয়—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"The Arabs rather took them from Hindoos, who were the teachers of the Arabs in Arithmetic."

... .

"The manner in which the change happened can hardly be established with historical certainty."

ফারসী ভাষা পূর্বকালে ভারতীয় ভাষার ন্যায় বাম ধার হইতে লিখা হইত। আরব মুসলিম কর্তৃক পারস্য জয়ের বহু পরে আরবী ভাষা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া ফারসী ভাষা ডান দিক হইতে লিখিবার ব্যবস্থা করা হয়।

এখানে আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে সংখ্যা-সঙ্কেতগুলি এখন আরবী ভাষায় প্রচলিত রহিয়াছে তাহার 'একক' 'দশক' 'শতক' প্রভৃতি ক্রমগুলি ভারতীয় সংখ্যা সঙ্কেতের মত বাম দিক হইতেই লেখা হয়। যথা ১২৭ লিখিবার সময়ে 'শতক' সকলের বামে, তাহার ডানে 'দশক' এবং দশকের ডাইনে একক লিখিত হইয়া উহার আকার হয় ١٢٧ ; আরবেরা সংখ্যা-সঙ্কেতগুলি পূর্বদেশ হইতে গ্রহণ করিয়াছে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ও স্মারক ইহাই।

ভারত হইতে আরবে আমদানীকৃত সংখ্যা-সঙ্কেতের পরিবর্তন সম্পর্কে যে দুইটি বিকল্প সম্ভাবনার উল্লেখ করা হইল এবং Encyclopedia of Islam গ্রন্থের প্রবন্ধ-লেখক যে সম্বন্ধে কোন মীমাংসা দেন নাই সে সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ভারতীয় সংখ্যা-সঙ্কেতগুলি পারস্যে নূতনরূপ ধারণ করিয়া উহা ঐ নূতনরূপে আরবে রপ্তানী হইয়াছিল। ভারতীয় সংখ্যা সঙ্কেতগুলি ভারত হইতে রপ্তানী হইয়া সোজাসুজী আরবে গিয়া পৌঁছে নাই। কারণ, সংখ্যা সঙ্কেতের রূপগুলি যদি আরবেরা নিজেরা পরিবর্তন করিত তাহা হইলে এইরূপ অনুমান করা মোটেই অসঙ্গত হইবে না যে, আরবেরা উহার একক-দশক শতকের ক্রমও নিশ্চয় বদলাইয়া ফেলিত। কাজেই এই কথা বলা সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত হইবে যে, আরবেরা সংখ্যাগুলির পারস্য দেশীয় পরিবর্তিত ও রূপ পারস্য-দেশীয় একক-দশকীয় ক্রম উভয়ই পারস্য দেশ হইতে আমদানী করিয়াছিল।

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦, ٧, ٨, ٩ অঙ্কগুলিকে কোন ক্রমেই 'আরবে উদ্ভূত', 'of Arabic origin' বলা যথার্থ হয় না। এইগুলিকে 'আরবী সাহিত্যে প্রচলিত' সংখ্যা সঙ্কেত বলাই যথার্থ হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

এ, এফ, এম, আবদুল হক ফরিদী
[পূর্বপাকিস্তানের ভূতপূর্ব শিক্ষা ডিরেক্টর]

সমন্বয়ী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

নির্দিষ্ট ছাঁচে একটি জাতির দৃষ্টিভঙ্গী, মনোবৃত্তি ও মূল্যবোধ এবং তাদের সংহতি গড়ে তোলার জন্য সব চাইতে অধিক শক্তিশালী উপকরণ হচ্ছে শিক্ষা। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস এর এক জ্বলন্ত সাক্ষী। আরবের যে বিবদমান গোষ্ঠীসমূহ যুগের পর যুগ নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ ক'রে শক্তি ক্ষয় করে আসছিল, তারাই রসূলুল্লাহ (দঃ) এর প্রদত্ত ইসলামী শিক্ষার বদৌলতে অত্যল্পকালের মধ্যে একটি শক্তিধর জাতিতে পরিণত হ'ল। ইসলামের পতাকাতলে সমবেত ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আরব জাতি তদানীন্তন পরিচিত জগতের এক বিরাট অংশে তাদের বিজয় নিশান উড়াতে সক্ষম হয়েছিল।

নিকট অতীতে হিটলার এবং মুসোলনী শিক্ষার শক্তিকে কাজে লাগিয়েই জার্মানী ও ইটালীর অধিবাসীগণকে একটি সুসংহত জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হন। এইভাবে গড়ে-উঠা শক্তিই গণতান্ত্রিক জগতের জন্য এক ভয়াবহ ত্রাসরূপে দেখা দেয়। বর্তমানে রাশিয়া এবং চীনের কম্যুনিষ্ট সরকার তাদের আদর্শ, জীবন দর্শন ও সংস্কৃতিকে দেশের প্রতিটি মানুষের অন্তরে অঙ্কিত ও গ্রথিত করার জন্য ঐ একই শিক্ষা শক্তিকে ব্যবহার করে চলেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং বলতে গেলে প্রতিটি সভ্য ও শক্তিশালী দেশই তাদের নাগরিক-বৃন্দের হৃদয়ে স্ব স্ব জাতির চিন্তাধারা আদর্শ ও সংস্কৃতির বীজ ঢুকিয়ে দেন তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে। এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট : জাতীয় সংহতির নিশ্চয়তা বিধান। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা পাকিস্তানে এই ব্যাপারে এখন পর্যন্ত মোটেই অগ্রসর হতে পারি নাই, যদিও আমরা নিজেদের রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্ররূপে অভিহিত করি এবং ইসলামের সনাতন শিক্ষা দ্বারা আমাদের অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত বলে আমরা দাবী করে থাকি।

পাক সরকারের নব ঘোষিত শিক্ষানীতির প্রস্তাবনায় সমন্বয়ধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ন্যায়-সঙ্গত ভাবেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয় সংহতির নিশ্চয়তাবিধান এবং উভয় অঞ্চলের জন্য "ইসলামের আদর্শ-ভিত্তিক একটি সাধারণ তামদ্দুনিক মূলবোধ শিক্ষা প্রদান।" নূতন শিক্ষানীতির এটাই হচ্ছে প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য "মাদ্রাসা সমূহকে সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে সুসমঞ্জস করে তোলা এবং সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে আদর্শিক চাহিদার অধিকতর কাছাকাছি নিয়ে আসার প্রস্তাবই নয়া শিক্ষা নীতিতে পেশ করা হয়েছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আধুনিক এবং প্রাচীন পদ্ধতির শিক্ষা

আমরা সবাই জানি আমাদের দেশে দু' ধরনের শিক্ষাধারা চালু রয়েছে। এগুলোকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়, যথা আধুনিক শিক্ষ ও প্রাচীন-পন্থী শিক্ষা অথবা সাধারণ শিক্ষা এবং ধর্মীয় শিক্ষা কিম্বা ইংরেজী শিক্ষা এবং ইসলামী শিক্ষা। এই দু' ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের মাঝে প্রীতির ভাব দুর্লক্ষ্য। তারা পরস্পরের প্রতি শুধু সন্দিগ্ধই নন, একে অপরকে কৃপা এবং উপেক্ষার চোখেই দেখে থাকেন। ইংরেজী শিক্ষিতেরা কর্মজীবনে ক্ষমতা ও মর্যাদার পদে সমাসীন হন এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যরত থেকে প্রচুর আয় উপার্জন করে থাকেন। তারা মাদ্‌রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত মৌলবী সাহেবদের নির্বোধ, আধুনিক জগত সম্পর্কে অজ্ঞ এবং মেলামেশার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত মনে ক'রে অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকেন। তারা মনে করেন যে এদের প্রয়োজন শুধু জন্ম, বিবাহ মৃত্যু প্রভৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য। অপরপক্ষে ইসলামী ধারায় শিক্ষাপ্রাপ্ত আলেমগণ ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদেরকে নাস্তিক, অধার্মিক এবং সন্দিগ্ধ-হৃদয় বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। কারণ তাদের মতে এরা আল্লাহ, তাঁর প্রেরিত রসূল, ইসলাম এবং ইসলামী তমদ্দুন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, অনৈসলামিক জীবন পদ্ধতির প্রতিই তাদের অনুরাগ ও প্রবণতা, পাশ্চাত্যের অথবা অমুসলিমদের অনুকরণে তারা আগ্রহ-ব্যাকুল আর ইসলামী জীবন বিধানের প্রতি বীত-শ্রদ্ধ। অবশ্য এর মধ্যে আছে কিছু ব্যতিক্রম। তা ছাড়া পারস্পরিক অবজ্ঞায় তারতম্যও লক্ষ্য যোগ্য। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, পাকিস্তানী নাগরিকদের ভিতর উপর্যুক্ত দু' খাতে প্রবাহিত ধারার পার্থক্যে সেতুবন্ধন রচনার কোন সচেতন প্রয়াস গ্রহণ করা হয় নাই। ফলে পার্থক্যের সীমানা বাড়ছে বই মোটেই কমছে না।

দুই পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয়ের পথে যে সব বাধা প্রবল বিঘ্নরূপে দাঁড়িয়ে আছে তার কতকগুলোর উপর নয়া শিক্ষা প্রস্তাবনায় আলোক-পাত করা হয়েছে; যেমন ধর্মীয় বাধ, ভাষাগত বাঁধ, বিশেষ সুযোগ সুবিধার বাধা। প্রকৃত অবস্থার যথার্থ স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, "পরিস্থিতি খুবই সঙীন এবং এই অবস্থা যদি অব্যাহত রাখা হয় তা হলে পরিণাম হবে খুবই অবাঞ্ছনীয়।" সুতরাং এই পরিণতি পরিহারের জন্যই নয়া শিক্ষানীতিতে একীভূত (unified) শিক্ষ পদ্ধতির সুপারিশ স্থাপন করা হয়েছে আর এটাই হচ্ছে নয়া শিক্ষা-নীতির অন্যতম শক্তিস্তম্ভ।

সমন্বয়ের তাৎপর্য

আমাদের মধ্যে যারা যে-বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা পেয়েছি সাধারণতঃ আমাদের প্রত্যেকেরই সেই শিক্ষ পদ্ধতির প্রতি একটা আকর্ষণ রয়েছে। আমাদের এই আকর্ষণের পশ্চাতে যুক্তিটা হচ্ছে এই: যে পদ্ধতিতে আমি শিক্ষালাভ করেছি তা যদি আমার মত যোগ্য, গুরুত্বশীল ও উল্লেখযোগ্য লোক উৎপাদন করতে সক্ষম হয়ে থাকে তবে আমরা কেন দুঃখে এই পদ্ধতির পরিবর্তে অন্য পদ্ধতি প্রবর্তন করতে যাব? এই যুক্তি অনুসারেই সাধারণতঃ মাদ্‌রাসা-পাশ আলেমগণ তাদের সন্তানদেরকে মাদ্‌রাসা-শিক্ষা দেবার চেষ্টাই ক'রে থাকেন। অনুরূপভাবে একজন ইংরেজী শিক্ষিত লোক তার সন্তানদেরকে ইংরেজী স্কুলেই পাঠিয়ে থাকেন। কাজেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আমরা যে কেও সমন্বয়ের কথা বলি না কেন আমাদের মনের কোণে বাসা বেধে থাকে একটা রক্ষণশীল বৃত্তি। আমাদের নিজেদের পদ্ধতিতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরিবর্তন আনয়নে আমাদের হৃদয়-মন মোটেই প্রস্তুত নয়, অথচ আমরা চাই যে, অপরপক্ষ তাদের পদ্ধতির ত্রুটী স্বীকার ক'রে আমাদের পদ্ধতির সাথে তার আত্মবিলোপ ঘটাক। যারা মাদ্‌রাসায় শিক্ষা লাভ করেছেন তাদের শিক্ষা সমন্বয়ের ধারনা হচ্ছে : দেশের সব স্কুল কলেজগুলো মাদ্‌রাসায় পরিণত হবে যাতে ক'রে সব ছাত্রছাত্রী ইসলামী শিক্ষা লাভে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পাবে। অনুরূপভাবে একজন ইংরেজী শিক্ষিত লোক 'সমন্বয়' বলতে এই বুঝে যে, দেশে যত মাদ্‌রাসা আছে সবগুলো স্কুল আর কলেজে পরিণত হবে। আর এ কাজ সমাধা হলেই মান্ধাতার আমলের বস্তাপচা জ্ঞানাহরণের পণ্ডশ্রম এবং তজ্জনিত সময়ের অপচয় থেকে আমাদের ছেলেরা মুক্তি লাভ করবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গীই হচ্ছে সমন্বিত ও একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থার কঠিনতম বাধা ও প্রবলতম অন্তরায়। অথচ এই শিক্ষাব্যবস্থাই হচ্ছে পাকিস্তানের আদর্শ এবং তার কৃষ্টির উৎকর্ষতা বিধানে বিশেষ সহায়ক। শুধু তাই নয়, এই শিক্ষা ব্যবস্থাই আমাদেরকে বিজ্ঞান, কারিগরী দক্ষতা, প্রতিরক্ষা, শিল্প এবং ব্যবসা বাণিজ্যে আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ দ্রুত উন্নতিশীল এবং ভীষণ প্রতিযোগী পৃথিবীর সমপর্যায়ে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সামর্থ যোগাতে পারবে।

সংরক্ষণ এবং নব উদ্ভাবন

মানুষের প্রকৃতিতে দুটো প্রকাশ্যতঃ বিপরীতমুখী প্রবণতা লক্ষ্যযোগ্য—একটি রক্ষণশীল, অপরটি সৃজনশীল। প্রথমটির আধার হচ্ছে স্মৃতি, দ্বিতীয়টির উৎস হচ্ছে সৃষ্টির বেদনা বা আবিষ্কারের অনুপ্রেরণা। একদিকে আমাদের পূর্ব পুরুষরা ভুল-ভ্রান্তির যাচাই বাছাই, পর্যবেক্ষণ, ধ্যান অনুধ্যান পরীক্ষা-নীরিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যা শিক্ষা করেছিলেন আমরা তার সমস্তই সংরক্ষণ করতে চাই, অপরদিকে আমরা সেগুলোকে পুনঃ আমাদের উত্তরসুরীদের জন্য রেখে যেতে চাই। এ ছাড়া মানব সভ্যতা এবং সংস্কৃতিতে কোন উন্নতি ও সমৃদ্ধি মোটেই সম্ভব নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ কোন্ বস্তু বা বিষয় আমরা সংরক্ষণ করব এবং কোন্‌টিকে স্থায়িত্বের ছাপ দিয়ে পরবর্তীদের জন্য প্রেরণ করব ? এখানেই যাচাই বাছাই এর প্রয়োজন দেখা দেয়। শুধু সেই সব ঐতিহ্য অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানরাজিই সংরক্ষণ এবং ভাবী কালের জন্য প্রেরণযোগ্য—সর্ব মানবতার জন্য যার কল্যাণধর্মিতা সপ্রমাণিত।

আমাদের পূর্বপুরুষদের নিকট থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানবিজ্ঞান এবং শিল্প সংস্কৃতি শুধু সংরক্ষণ এবং ভাবী বংশধরদের জন্য প্রেরণ করেই আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারিনা, আমরা তাতে আমাদের অবদানও কিছু যোগ করে দিতে চাই। আমরা অতীতজ্ঞানের দিগন্তকে প্রসারিত এবং উন্নত করে এই পৃথিবীকে আমরা যে অবস্থায় পেয়েছি, তার চেয়ে কিছুটা অধিক সমৃদ্ধ, অধিক শ্রীমণ্ডিত করে পরবর্তীদের জন্য রেখে যেতে চাই। আমাদের সৃষ্টিশীল এবং উদ্ভাবনী প্রতিভার অনুশীলনের মাধ্যমেই আমরা এ কাজ সম্পাদনের চেষ্টা ক'রে থাকি। প্রত্যেক যুগের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব যুগে বিশেষ ঝুঁকি নিয়েই মানবীয় তৎপরতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পড়ে। তাদের চেষ্টা ও সাধনা জ্ঞানের অগ্রগতি, কৃষ্টির মার্জিত বিকাশ এবং মানব অভিজ্ঞতার দিগন্ত বিস্তৃতির মাঝে রূপলাভ ক'রে সার্থক হয়ে উঠে। এই যাচাই বাছাই এবং গ্রহণ বর্জন ও অগ্রপ্রেরণ প্রক্রিয়ায় কতক পুরাতন ভাবধারা এবং বাতিল মতামত বিবর্জিত হয়ে যায়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সংরক্ষণ ও নব-উদ্ভাবনের এই যুগপৎ প্রক্রিয়াই মানব জাতির অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত ক'রে তোলে। আমরা এ দুটোর একটাকেও অস্বীকার করতে পারি না—করলে তা হবে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বাভাবিক অগ্রগতিকে স্তব্ধ করার এবং সঙ্কটে নিক্ষেপ করারই শামিল।

এখন এই নীতিকে পাকিস্তানের শিক্ষার উপর প্রয়োগ ক'রে আমি দৃপ্ত কণ্ঠে বলতে চাই : প্রচলিত আরবী শিক্ষা প্রধানতঃ আমাদের প্রকৃতির রক্ষণশীল দিক এবং আধুনিক শিক্ষা সৃষ্টিশীল দিকটির প্রতিনিধিত্ব করে বলে মনে করা যেতে পারে। আমার এই ঘোষণার বিরুদ্ধে যে প্রবল আপত্তি উঠবে —সে সম্পর্কে আমি সচেতন। বিষয়টি নিশ্চিতভাবে আলোচনা সাপেক্ষ। একদিকে আমরা আমাদের অতীতকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করতে পারি না। আমরা মুসলিম আমাদের একটি মহিমময় অতীত আছে—সেই অতীতকে আমাদের শুধু জানলেই চলবে না, সেজন্য ন্যায়সঙ্গত ভাবে আমাদের গর্ববোধও করতে হবে। অপরদিকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে আমাদেরকে সমীকৃত করে নিতে হবে, নব নব জিনিষ আবিষ্কারে আমাদের সাহস দেখাতে হবে, নব নব ভাবধারা পরীক্ষা করার ন্যায় যোগ্যতা আমাদের লাভ করতে হবে এবং পরিবর্তনশীল জগতের নূতন সমাজ গঠনে আমাদের অবদান পেশ করতে হবে। এখানেই দেখা দিবে নূতন এবং পুরাতনের সংযোজনের এবং প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা।

ইংরেজ শাসকগণ যখন পাক-ভারত উপমহাদেশের সরকারী ভাষাকে পারসী থেকে ইংরেজীতে রূপান্তর ঘটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন পর্যন্ত— আজিকার দিনে প্রাচীন শিক্ষা প্রণালীরূপে পরিচিত শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ শিক্ষার সব রকম সুবিধা, সম্মান এবং অর্থনৈতিক উপকার ভোগ করে আসছিলেন। তাঁরা প্রাদেশিক শাসনকর্তা, মন্ত্রী, সেনাপতি, বিচারপতি, ম্যাজিস্ট্রেট, প্রশাসক প্রভৃতি উচ্চ পর্যায়ের সব রকম পদে সমাসীন হতেন। তাছাড়া জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তারাই নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন। ইংরেজ শাসনামলের পরবর্তী পর্যায়ে যারা ইংরেজী অধ্যয়ন করলেন তারা উপরোক্ত প্রত্যেক স্থলে প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্তদের স্থান দখল করে ফেললেন। ফলে প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্তদের আর্থিক অবস্থা ক্রমেই মন্দ থেকে মন্দতর হ'তে হ'তে শোচনীয়তম পর্যায়ে এসে পৌঁছে গেল।

মুসলিম সমাজের জনসাধারণ এবং বুদ্ধিজীবীদের এক বৃহৎ অংশ তাদের নিজস্ব কৃষ্টিকে অস্বীকার করার কার্য্য মোটেই পছন্দ করতে পারেন নাই। তাঁরা এই আশাই পোষণ করে আসছিলেন যে, ইংরেজরা এই উপমহাদেশ থেকে বিতাড়িত হবেন এবং মুসলমানরা তাদের হৃত সম্মান এবং সুবিধাজনক অবস্থা ফিরে পাবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আজাদী সংগ্রামের প্রাথমিক নেতৃবৃন্দ—মওলানা সৈয়েদ আহমদ ব্রেলভী, আল্লামা ইসমাঈল শহীদ, তিতুমীর প্রভৃতি প্রাচীন পদ্ধতির শিক্ষাই লাভ করেছিলেন।

আমরা সবাই জানি যে, শাসন কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য ইংরেজরা এদেশে বিশ্বস্ত কেরাণী এবং অধঃস্তন কর্মচারী তৈয়ার করার তাকীদেই ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন করেছিলেন। এই শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য পুরাপুরিই সিদ্ধ হয়েছিল। নব শিক্ষা ব্যবস্থার ফলশ্রুতিরূপে যারা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

একটা কিছু পাশ করে বের হয়ে আসলেন তারা এ দেশের অধিবাসী হয়েও চিন্তা-ভাবনায়, ধ্যান-ধারনায়, নীতি-আদর্শে এবং রুচি অভিরুচিতে পুরাদস্তুর ইংরেজ বনে গিয়েছিলেন। তারা সব সময় এবং সর্ব বিষয়ে প্রভু জাতির অনুকরণ করতে চেষ্টা করতেন। খাদ্য, পোষাক, জীবনযাত্রা প্রণালী সব ব্যাপারেই তারা রাজ-প্রভুর অনুকরণ করতে প্রয়াস পেতেন। যারা নিজস্ব সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং ধর্মের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখলেন তারা অন্যদের নিকট অবজ্ঞা ও উপেক্ষার পাত্ররূপে বিবেচিত হ'তে লাগলেন।

আমরা যে বিঘোষিত উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের দাবী জানিয়েছিলাম এবং যে দাবীর বদৌলতেই পাকিস্তান অর্জন করেছিলাম সে ছিল এই যে, আমরা একটা স্বাধীন পরিবেশে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে আমাদের জীবন গ'ড়ে তুলব, আজাদ পাকিস্তানে আমাদের সমাজ ও ব্যক্তিজীবন কুরআন ও সুন্নার নীতি অনুসারে ব্যবস্থিত করতে সক্ষম হব। কিন্তু উক্ত উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করার জন্য আমরা এ পর্যন্ত বলতে গেলে কিছুই করি নাই। ইসলামী আদর্শ রূপায়ণের কথা আপাততঃ ছেড়ে দিয়ে যদি প্রশাসনিক প্রশ্নে আসি তা হলে দেখা যাবে যে, সেখানে বিদেশী ও ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে আমাদের নিজস্ব রাষ্ট্র ভাষার প্রবর্তন পর্যন্ত করি নাই।

প্রশাসন দফতরগুলোতে ইংরেজী ভাষা বহাল রাখার ফলে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরাই ক্ষমতা, সম্মান এবং আর্থিক কল্যাণ লাভের সমস্ত সুবিধাএকচেটিয়া ভাবে ভোগ করে আসছে। এই সুবিধা ভোগীরা জাতীয় ভাষার প্রতি মৌখিক দরদ প্রকাশ ক'রে সরকারী দফতরগুলোতে বাংলা এবং উর্দু ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুরতিক্রম্য বাধার কথা উল্লেখ করে থাকেন। শিক্ষার অঙ্গনে এরাই ইসলাম এবং ইসলামী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঠেকিয়ে রেখে ইংরেজ-প্রবর্তিত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাকে ইসলামী রাষ্ট্র—পাকিস্তানে অনন্তকাল বহাল রাখতে চান।

অপরপক্ষে প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত আলেম সাহেবান সেই শুভ দিবসের স্বপ্ন দেখে আসছেন যেদিন সরকারের সকল বিভাগে সকল দফতরে ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের স্থলে নিজেরা বহাল হয়ে এককভাবে দেশ শাসন করার সুযোগ লাভ করবেন।

আমরা সবাই কিন্তু এই চরম সত্যটি ভুলে যাই যে, সার্বভৌম পাকিস্তানে কোন বিশেষ শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার ও সুবিধা ভোগের স্থান নেই। এ দেশ নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীর নয়, এ দেশ সকলের, এতে সকলেরই সমান অধিকার। আধুনিক অথবা প্রাচীন যে শিক্ষাই পেয়ে থাক, প্রত্যেক শিক্ষিত নাগরিকের এ দেশের শাসন-প্রশাসন, প্রতিরক্ষা আর শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আজাদীর সুফল আহরণ ও সুবিধা ভোগের ন্যায্য অধিকার ও যথাযোগ্য অংশ থাকা প্রয়োজন এবং একান্ত বাঞ্ছনীয়। সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের যে বিপুল দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে তাতে করে কর্ম-প্রাপ্তির সুযোগ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। প্রাচীন পদ্ধতির শিক্ষাগার হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা এইসব চাকুরী-বাকুরীতে তাদের ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত হবার কোন কারণ নেই। অফিস আদালতের ভাষারূপে ইংরেজীর উচ্ছেদ ঘটানোর পর উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সরকারী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দফতরে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এবং কলকারখানায় কাজ করতে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার কথা নয়।

ভাষা সমস্যা

আনন্দের বিষয় যে, পাকিস্তানের বর্তমান সরকার তাদের নয়া শিক্ষা-নীতির প্রস্তাবনায় ভাষা সম্পর্কে তিনটি সুবিবেচিত সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন। সিদ্ধান্তগুলো সুদূর প্রসারী গুরুত্বের দাবীদার। সেগুলো এই :

১। পূর্বপাকিস্তানে বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দুকে শিক্ষার সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহার।

২। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলা শিক্ষাদান বাধ্যতামূলক করণ।

৩। ১৯৭৪ খৃঃ হ'তে প্রদেশদ্বয়ের সরকারী অফিস আদালতে (পূর্ব পাকিস্তানে) বাংলা এবং (পঃ পাকিস্তানে) উর্দুর প্রচলন আর কেন্দ্রে ১৯৭৫ সাল থেকে উভয়ের প্রচলন।

শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলা ও উর্দুর ব্যবহার যে একান্তভাবে বাঞ্ছনীয় সে সম্পর্কে শিক্ষাবিদগণের মধ্যে সাধারণ ঐক্যমত বিরাজমান, যদিও কতকলোক এই দুই ভাষার উপযুক্ত মানের বই পুস্তকের অভাবের কারণে এর সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে থাকেন। কিন্তু আমরা যদি প্রথমেই মান-সম্পন্ন বই এর প্রকাশের অপেক্ষায় বসে থাকি তা হলে আমরা কোন দিনই বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হ'ব না। আমাদের এখনই যাত্রা শুরু করতে হবে, বই উৎপাদন পরে পরেই হবে। তা ছাড়া উচ্চতর স্তরের শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়কে ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি ভাষার উচ্চ মানের পাঠ্য এবং নির্দেশমূলক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা অধ্যয়ন করতে হবে। অধ্যাপকগণের বাংলা এবং উর্দু ভাষায় ভাষণদান এবং ছাত্রদের অনুলিখন সম্ভব না হওয়ার কোনই কারণ নেই। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকগণের মধ্যে যারা ইংরেজীতে ভাষণদানেই এতদিন অভ্যস্ত ছিলেন তারা সূচনায় বাংলা বা উর্দুতে ভাষণ দিতে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হবেন। কিন্তু চিরদিনই এ অসুবিধ থাকবে না। অধিকন্তু তাঁদের বক্তৃতায় ভাষার সৌন্দর্যের দিকে খুব বেশী মনোযোগ দেবার দরকার নেই, তাঁদের চেষ্টা কেন্দ্রীভূত করতে হবে বক্তব্য বিষয়টিকে ঠিক ঠিকভাবে পেশ করার এবং গুণগত উৎকর্ষতা দিকে। তাঁদের নিজেদের জাতীয় ভাষার খাতিরে প্রারম্ভে যে অতিরিক্ত শ্রমস্বীকার এবং অসুবিধায় ভোগতে হবে তার জন্য তাঁদের কিছু মনে করা উচিত হবেনা। শিক্ষার মাধ্যম পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান কল্পে সরকারকে অবশ্য ঘোষণা করতে হবে যে, চাকুরি নিয়োগের জন্য ব্যবস্থিত প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষাগুলোতে নির্দিষ্ট সময় থেকে বাংলা এবং উর্দু হবে পরীক্ষার মাধ্যম।

বিভিন্ন স্তরের ফাইন্যাল পরীক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা বাংলা অথবা উর্দুতে উত্তর লিখবে—এটাই আকাঙ্খিত। অবশ্য অন্তর্বর্তীকালে কিছু দিনের জন্য ইংরেজীকে ঐচ্ছিক মাধ্যমরূপে রাখা যেতে পারে। অন্য ভাষায় লিখিত বই থেকে তথ্য ও তত্ত্ব আহরণ করে সেগুলোকে নিজের মাতৃভাষায় প্রকাশ করা মোটেই কোন দুরূহ ব্যাপার নয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উর্দু এবং বাংলার বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান

পূর্বপাকিস্তানে উর্দু এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলা ভাষা ৫ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের সিদ্ধান্তটি ক, মনে হয়, মিশ্র মনোভাবসহ গ্রহণ করা হয়েছে। কেও কেও বলছেন নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের উপর বিভিন্ন ভাষার বোঝা খুব ভারী হয়ে উঠবে। অপরেরা বলেন, ৫ বৎসরের শিক্ষণ উক্ত ভাষায় ছাত্রদের কার্যকরী জ্ঞানদান করতে মোটেই সক্ষম হবে না। আবার কেও কেও মনে করেন সংশ্লিষ্ট ভাষা শিক্ষাদানের জন্য যে বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের প্রয়োজন হবে দুই প্রদেশের যে কোনটিতে তা সংগ্রহ করা অসম্ভব হবে।

ভাষার প্রশ্ন খুব অসুবিধার সৃষ্টি করবে বলে আমি মনে করি না। এমন বহু সংখ্যক শব্দ রয়েছে যা বাংলা এবং উর্দু দুই ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে ক'রে শব্দের বোঝা অনেকটা হালকা হবে। এ ছাড়া আমি মনে করি ব্যাকরণ এবং রচনার চাইতে কথোপকথন ও লিখিত বস্তুর ভাবোদ্ধারের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা বাঞ্ছনীয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ৫ বছর পর্যন্ত উর্দু অথবা বাংলা শিক্ষা দানের ফলে শিক্ষার্থীরা উক্ত ভাষায় ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবে। শিক্ষকের প্রশ্নে একথা বলা যায় পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু শিক্ষকের কোনই অভাব হবে না। ইসলামিয়াতের (যা এখন দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবশ্যপাঠ্য) শিক্ষক প্রতিটি স্কুলেই উর্দু পড়াতে সক্ষম হবেন। এ ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে আলিম এবং কাযিল পাশ ব্যক্তির সংখ্যা প্রচুর, তারাও উর্দু পড়াতে সক্ষম হবেন। পশ্চিম পাকিস্তানে অবশ্য বাংলা শিক্ষা দান ব্যাপারে প্রথম দিকে কিছুটা অসুবিধা দেখা দেবে। তবে শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বাংলা শিক্ষাদানের জন্য জরুরী ভিত্তিতে বিশেষ কোর্সের আয়োজন করলে সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে আসবে। এ ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় শিক্ষা বাহিনীর নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে যারা উর্দু সম্পর্কে খানিকটা জ্ঞান রাখবেন তাদের কতককে এই কাজের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের অধীনে ন্যস্ত করা যেতে পারে। তাদের অনেকেই যে পশ্চিম পাকিস্তানে কাজ করার এই সুযোগ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করবেন এ সম্পর্কে আমি সুনিশ্চিত।

আমার মনে হয় পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলা শিক্ষাদানের সিদ্ধান্তটি জাতীয় ঐক্য এবং সংহতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত প্রস্তাবে আজাদী লাভের অব্যবহিত পর পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শিক্ষ বিভাগ এই প্রদেশের প্রাইমারী স্কুলসমূহে উর্দুকে একটি অবশ্যপাঠ্য বিষয়রূপে নির্ধারণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পশ্চিম পাকিস্তানের স্কুলগুলোতে বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই। ফলে কয়েক বৎসর পর এখানকার শিক্ষা বিভাগের সিদ্ধান্ত বাধ্য হয়ে পাল্টাতে হয়। আমি আশা করি, এবার উভয় সরকার নূতন সিদ্ধান্তটিকে পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করবেন।

সরকারী দফতরসমূহে জাতীয় ভাষার ব্যবহার

সরকারী দফতরসমূহে বাংলা এবং উর্দু ব্যবহারের সিদ্ধান্তটিই সর্বাধিক কঠিন এবং চূড়ান্ত পরীক্ষাসাপেক্ষ। ভাষা সংক্রান্ত অন্যান্য সিদ্ধান্তের সাফল্য এই সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নের উপর নির্ভর-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শীল যে পর্যন্ত সরকার তাদের অফিস আদালতে এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা সমূহে জাতীয় ভাষার ব্যবহার শুরু না করবেন, সে পর্যন্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলো জাতীয় ভাষার মাধ্যমে গ্রাজুয়েট তৈয়ার করতে নিস্পৃহই থেকে যাবে। উক্ত গ্রাজুয়েটদের ত্বরিত চাকুরী লাভের অনিশ্চয়তাই হবে এই অনীহার জন্য দায়ী। ঐ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু শিখার এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলা শিখার উৎসাহ-উদ্দীপনাও স্তিমিত হয়ে আসবে।

আমরা যদি সত্য সত্যই এই সিদ্ধান্তটির বাস্তবায়ন ঐকান্তিক ভাবে কামনা করি, তবে ১৯৭৪ অথবা ১৯৭৫ সালের নির্ধারিত লক্ষ্য সময় পর্যন্ত অপেক্ষা না ক'রে আমরা কতিপয় জরুরী পদক্ষেপ অনতিবিলম্বেই গ্রহণ করতে পারি।

—আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

প্রখ্যাত ইসলাম-বিশেষজ্ঞ ও সমাজতত্ত্ববিদ

মরহুম আল্লামা সৈয়্যেদ সুলায়মান নদভীর দক্ষ হস্তে রচিত

এবং

আরাফাত সম্পাদক মৌলবী মুহাঃ আবদুর রহমানের সিদ্ধ হস্তে

উর্দু হইতে অনূদিত

অর্থনৈতিক সমস্যায় ভারাক্রান্ত ও চিন্তাবিভ্রাটে পেরেশান

সর্বশ্রেণীর সুধী, ছাত্র ও জনবৃন্দের খেদমতে—

সময়ের শ্রেষ্ঠ উপহার

সোশিয়ালিজ্‌ম

ও

ইসলাম

(খুলনা যশোর জিলা আহলে-হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত)

মূল্য : পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

অধিক প্রচারের সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিশেষ কনসেশন :

একত্রে	১০ খানা	৫'০০ স্থলে	৪'০০
,,	২৫ খানা	১২'৫০ ,,	৯'০০
,,	৫০ খানা	২৫'০০ ,,	১৬'০০
,,	১০০ খানা	৫০'০০ ,,	৩০'০০

ডাক খরচ স্বতন্ত্র। ভিপিতে লইতে হইলে অন্ততঃ সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হয়।

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউজ, ৮৬, কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

এবং

খুলনা-যশোর জিলা জমঈয়তে আহলে হাদীস দফতর, পাথরঘাটা, পোঃ ঝাউডাঙ্গা, জিঃ খুলনা

www.ahlehadeethbd.org

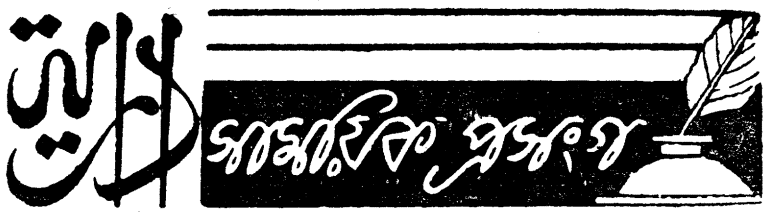

بسم الله الرحمن الرحيم

সেকুলার শিক্ষা নীতি

একদল পূর্ব পাকিস্তানী তথাকথিত মুসলিম—সেকুলার শিক্ষানীতি নামে এক প্রকার শিক্ষানীতি পাকিস্তানে প্রবর্তনের জন্য যোর সুপারিশ করিয়া চলিয়াছেন। শুধু সুপারিশই নয়, বরং যোর যবরদস্তি উহার প্রচলনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিতও করিতেছেন। সেকুলার পন্থীদের এই শিক্ষানীতির বাস্তব রূপ উদ্ঘাটন করিয়া ইসলামপন্থী মনীষিগণ সেকুলার শিক্ষানীতির অপকারিতা, অসঙ্গতি ও অসারতা নানাভাবে প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইতেছেন। সেকুলারপন্থীরা তাঁহাদের সেকুলার শিক্ষানীতির তরজমা করেন 'ধর্মনিরপেক্ষ' শিক্ষানীতি। কিন্তু সত্যই কি ঐ শিক্ষানীতি ধর্মনিরপেক্ষ? এই পৃথিবীতে ধর্মনিরপেক্ষ কোন নীতির বাস্তব অস্তিত্ব কি কোথাও বিদ্যমান আছে। বরং ধর্মনিরপেক্ষ কোনও নীতির বাস্তব অস্তিত্ব কি এই পৃথিবীতে থাকা সম্ভব? আমাদের মতে কোনও দেশের বা কোনও জাতির কোনও নীতিই ধর্মনিরপেক্ষ নয়—ধর্মনিরপেক্ষ হইতে পারে না। পৃথিবীতে যত নীতিই প্রচলিত রহিয়াছে তাহা হয় কোন না কোন ধর্মনীতি সম্মত হইবে অথবা হইবে কোন বিশেষ ধর্ম অথবা সর্বধর্মবিরোধী। ধর্মনিরপেক্ষ নীতি বলিয়া যে নীতিকে বুঝানো হয় তাহা ধর্মের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে বলিয়া উহাকে প্রকৃতপক্ষে 'ধর্মবর্জিত' নীতি বলাই যথাযথ হয়। সেকুলারপন্থীগণ 'সেকুলার' নামে যাহা বুঝাইতে চান তাহার অর্থ 'ধর্মনিরপেক্ষ' করিয়া জনসাধারণকে ধোকা দিবার চেষ্টা করেন। বস্তুতঃ ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সর্বধর্মবিরোধিতা একই কথা।

ইসলামী মতে পৃথিবীর যাবতীয় মানুষ ধর্মের দিক দিয়া মূলতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত: মুমিন ও কাফির। যে মুমিন সে কাফির নয় এবং যে কাফির সে মুমিন নয়। যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মকে মানিয়া চলিবে সে হইবে মুমিন আর যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মকে মানিবে না সে হইবে কাফির। এমত অবস্থায় যে ব্যক্তি নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ বলিয়া দাবী করে সে কার্যতঃ ইসলামকে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করে না বলিয়া সে মুমিন হইতে পারে না। সে ইসলামদ্রোহীর পর্যায়ভুক্ত হইবে। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ বলিয়া দাবী করে সে কার্যতঃ প্রচলিত সকল ধর্মেরই বিরোধিতা করে বলিয়া সে মোটেই 'ধর্মনিরপেক্ষ নয়'। সে হইতেছে খাঁটি ধর্মবিরোধী। কাজেই তাহার ধর্মনিরপেক্ষতার দাবী একেবারে ভিত্তিহীন। তৃতীয়তঃ ঐ ব্যক্তি যে নীতি অনুসরণ করিবে তাহাই তাহার ধর্মের স্থান অধিকার করিবে। ফলে যে ব্যক্তি কোন ধর্মনীতির ধার ধারে না, তাহার ধর্মই হইতেছে ধর্মদ্রোহিতা—ধর্মনিরপেক্ষতা তাহার ধর্ম নয়। তাহার ধর্মনিরপেক্ষতার দাবী একটা ভাঁওতা ছাড়া আর কিছু নয়। ধর্মনিরপেক্ষতার দাবীদারেরা প্রচলিত সকল ধর্মের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবী করেন বলিয়া তাহারা 'ধর্মবিচ্যুত' বা 'ধর্মবিচ্ছিন্ন' আখ্যায় বিভূষিত হইতে পারেন—'ধর্মনিরপেক্ষ' আখ্যা গ্রহণ করিতে পারেন না।

আমাদের এই দাবীর সমর্থনে আমরা দুইটি "সেকুলার" রাষ্ট্রের উল্লেখ করিতেছি। ভারত রাষ্ট্রটি দাবী করে যে, উহা সেকুলার রাষ্ট্র। কার্যতঃ উহা যে মোটেই ধর্মনিরপেক্ষ নয় তাহারজন্য বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হয় না। ঐ রাষ্ট্রে মুসলিম নিধন ও মুসলিম দলন যে ভাবে রাজত্ব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে তাহাতে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ঐ রাষ্ট্রটি 'ইসলাম ধর্মবিরোধী রাষ্ট্র' বা 'হিন্দু ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র'। উহা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র মোটেই নয়। তারপর রাশিয়া, চীন প্রভৃতি কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিকে সেকুলার রাষ্ট্র বলিয়া দাবী করা হয়। যে সব রাষ্ট্রে শুধু ইসলাম ধর্মেরই নয়, বরং পৃথিবীতে যত ধর্ম প্রচলিত রহিয়াছে সবেরই মুণ্ডপাত করা হয় কাজেই সেই সব রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া আর অমাবস্যার মধ্য রাত্রিকে দিবা দ্বিপ্রহর বলা একই কথা। বস্তুতঃ ঐ রাষ্ট্রগুলি হইতেছে 'সর্বধর্মবিরোধী'। ঐগুলিকে ধর্মনিরপেক্ষ বলা নিছক প্রচারণা মাত্র।

ফলকথা 'সেকুলার' এর অনুবাদ যিনি যাহাই করুন না কেন, উহার তাৎপর্য নিশ্চিতভাবে **'ধর্মবিরোধী'**।

অল্-মাস্‌জিদুল্-আক্‌সা

মাসজিদের জন্য স্থান নির্বাচন ও মাসজিদ নির্মাণের কাল হিসাবে মাসজিদুল্ আকসা হইতেছে দ্বিতীয় এবং ইসলামে মর্যাদা হিসাবে উহার স্থান হইতেছে তৃতীয়। আদাম আলাইহিস্ সলাতু অস্‌সালাম পৃথিবীতে আগমন করিয়া সর্বপ্রথম যে মাসজিদ নির্মাণ করেন তাহা হইতেছে মাক্‌কার কা'বাগৃহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সমগ্র মানবমণ্ডলীর (ইবাদতের) জন্য যে গৃহ সর্বপ্রথম স্থাপিত হইয়াছিল তাহা হইতেছে মাক্‌কায় অবস্থিত গৃহটি।" (সূরা আলু-'ইম্‌রান : ৯৬)। কা'বাগৃহ নির্মাণের চল্লিশ বৎসর পরে আদাম আলাইহিস্ সালাতু অস্‌সালাম বাইতুল্ মাক্‌দিসে একটি মাসজিদ নির্মাণ করেন। তাই প্রথম প্রতিষ্ঠা হিসাবে মাসজিদুল্ আক্‌সা হইতেছে পৃথিবীর দ্বিতীয় মাসজিদ। উভয় মাসজিদই আদাম আঃ সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া এই মাসজিদ দুইটি যাবতীয় আদম সন্তান তথা সমগ্র মানবমণ্ডলীর সম্মান পাইবার হকদার। কোন মানুষই ঐ মাসজিদ দুইটির অসম্মান করিতে পারে না। আদি পিতার প্রতিষ্ঠিত মাসজিদ বলিয়া উহার কোন একটির অসম্মান করা মনুষ্যত্ববিরোধী ঘোর অন্যায় কর্ম হইবে।

তারপর নূহ আলাইহিস্‌সলাতু অস্‌সালামের যুগে পৃথিবী-ব্যাপী যে মহাপ্লাবন হয় তাহাতে উভয় মাসজিদই নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়—বাকী থাকে শুধু কা'বাগৃহের মূল ভিটা।

নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্‌সালামের আমলের মহা-প্লাবনের পর কা'বাগৃহের আদি ভিতের উপরে কা'বাগৃহ পুনর্নির্মাণ করেন ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালাতু অস্‌সালাম নিজ পুত্র ইসমা'ঈল আলাইহিস্ সলাতু অস্‌সালামের সহযোগে। অনন্তর ইসমাঈল আঃ মাক্‌কার স্থায়ী বাশিন্দা হইয়া পড়েন। সেই সময় হইতে তিনি ও তাঁহার অনুসারীগণ কা'বাগৃহকে তাঁহাদের ইবাদাতগৃহরূপে ব্যবহার করিতে থাকেন। অবশেষে তাঁহার বংশধর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অস্‌সাল্লাম এর যামানায় উহা মুসলিমদের চিরস্থায়ী কিব্‌লা হওয়ার মর্যাদা লাভ করে।

ওদিকে বাইতুল মাকদিসের মাসজিদটি নূহ আঃ এর যমানার মহাপ্লাবনে নিশ্চিহ্ন হওয়ার পরে বহু কাল ধরিয়া উহার পুনর্নির্মান হয় নাই। ইব্‌রাহীম আঃ এর দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন ইসহাক আঃ। এই ইসহাক আঃ এর এক পুত্রের নাম ছিল য়া'কূব আঃ। এই য়া'কূব আঃ এর অপর নাম ছিল ইসরাঈল। তাই য়া'কূব আঃ এর বংশধরেরা বানূ ইসরাঈল—সংক্ষেপে ইসরাঈলী নামে পরিচিত হয়। এই ইসরাঈল আঃ তাঁহার সকল পুত্রসহ মিসরের স্থায়ী বাশিন্দা হন। অনন্তর তাঁহার বংশধরেরা মিসরে অবস্থান কালে তাঁহাদের মধ্যে মূসা আলাইহিস্ সালাতু অসসালাম রাসূল হন। তিনি আল্লাহ তা'আলার অসীম অনুগ্রহে ইসরাঈলীদিগকে মিসর হইতে বাহির করিয়া আনিতে সমর্থ হন। ইহার কিছুকাল পরে তাহারা বাইতুল মাকদিস নগরে প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য লাভ করে। মূসা আঃ এর এই অনুসারীরা তাহাদের পূর্বপুরুষ ও য়া'কূব আঃ এর পুত্র 'য়াহূদা' এর নাম অনুসারে নিজেদেরে য়াহূদী আখ্যা দেয়। বর্তমানে 'য়াহূদী' ও 'ইসরাঈলী' একই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। এই মূসা আঃ এর বহু কাল পরে সুলাইমান আলাইহিস সলাতু অস্‌সালাম বাইতুল মাকদিসে একটি মাসজিদ নির্মাণ করেন। এইভাবে বাইতুল মাকদিস নগর য়াহূদীদের তীর্থ স্থানে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরিণত হয়। আবার এই বাইতুল মাকদিস নগরে 'ঈসা আলাইহিস্ সালাতু অসসালাম জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া ইহা খৃষ্টানদেরও তীর্থভূমি বটে। তারপর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মাক্কা হইতে হিজরাত করিয়া মাদীনা আগমনের পরে তিনি ও মুসলিমগণ বাইতুল মাকদিসকে কিবলাহ করিয়া ঐ দিকে মুখ করিয়া ১৬। ১৭ মাস নামায সম্পন্ন করেন। ফলে উহা মুসলিমদের দ্বিতীয় ও অস্থায়ী কিবলাহ হওয়ায় উহা মুসলিমদেরও সম্মানের স্থান হয়। পরে হযরত 'উমার রাঃ. বাইতুল মাকদিস নগর অধিকার করিলে সখানে মুসলিমদের একটি মাসজিদ নির্মাণ করা হয়। এই ভাবে বাইতুল মাকদিস নগরটি য়াহুদী, খৃষ্টান ও মুসলিম তিন ধর্মাবলম্বীদের সম্মানের পাত্র হইয়াছে এবং এই তিন ধর্মের যে কোন ধর্মের অনুসারীর পক্ষে উহার অবমাননা ও অসম্মান করা নিশ্চিতভাবে গুরুতর পাপ ও অমার্জনীয় অপরাধ হইবে।

বাইতুল মাকদিস হইতেছে ইসরাঈলী সকল নাবীর স্থায়ী কিবলাহ আর মুসলিমদের এক সময়ের অস্থায়ী কিবলাহ। কাজেই বাইতুল মাকদিস মুসলিমদের নিকট যত সম্মানিত, য়াহুদীদের জন্য উহা তদপেক্ষা অনেক বেশী সম্মানিত। এমত অবস্থায় য়াহুদীগণ 'আল্‌মাসজিদুল আকসা' এর অসম্মান করিয়া বাইতুল মাকদিসের যে অমর্যাদা করিয়াছে তাহাতে তাহারা প্রকৃত পক্ষে তাহাদের নিজ ধর্মের প্রতিই চরম আঘাত হানিয়া অমার্জনীয় অপরাধ করিয়াছে। বস্তুতঃ, মানুষ হিংসায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য না হইলে এই ধরনের অপকর্ম করিতে পারে না। আর য়াহুদীদের কথা। তাহারা চিরকালই হিংসার বশবর্তী হইয়া অপকর্ম করিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠার আশা করা একটা অতি অসম্ভব দুরাশা। যে জাতি তাহাদের নিজ রাসূল মূসা আঃ কে নানা ভাবে জ্বালাতন করিয়াছে; যে জাতি তাহাদের নিজ জাতি ইসরাঈলীদের মধ্য হইতে আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত বহু নাবীকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই; যে জাতি তাহাদেরই সাধু ব্যক্তি ইব্নু জুরাইজকে ব্যভিচারের তুহ্‌মাত লাগাইতে ইতস্ততঃ করে নাই, সে জাতির পক্ষে কোন পবিত্র স্থানের মর্যাদা নষ্ট করা মশা-মাছি মারার সমানও নহে।

এই প্রসংগে সাহীহ বুখারী হইতে একটি হাদীস উদ্ধৃত করিতেছি।

সাহীহ বুখারী, আলা মাতুন্-নুবুওত অধ্যায়ে (পৃষ্ঠা ৫০৭) অন্যতম ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে: আবদুল্লাহ ইব নু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি:

"[হে মুসলিমগণ, এক সময়ে] য়াহুদী জাতি তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে, অনন্তর তোমাদিগকে তাহাদের উপর গালিব ও ক্ষমতাশালী করা হইবে। ঐ যুদ্ধে [মুসলিমকে সম্বোধন করিয়া] পাথর বলিবে: ওহে মুসলিম, এই যে একজন য়াহুদী আমার পশ্চাতে রহিয়াছে; তুমি উহাকে হত্যা কর।"

আপনারা হয়ত মনে করিতেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বয়ং তাঁহার সাহাবীগণসহ য়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন তবে ইহা ভবিষ্যদ্বাণী হইল কি করিয়া? তবে শুনুন। এই হাদীসটিতে বলা হইয়াছে যে, য়াহুদী জাতি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবে। ইতিপূর্বে য়াহুদীরা জাতি হিসাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয় নাই। এমন কি তাহাদের কোন গোত্রও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান চালায় নাই। য়াহুদীদের সঙ্গে ইতিপূর্বে মুসলিমদের যত যুদ্ধ হইয়াছে সে সব যুদ্ধে মুসলিমগণই য়াহুদীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়াছে। কিন্তু এই হাদীসে বলা হইয়াছে যে, এমন এক সময় আসিবে যখন য়াহুদীগণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবে।

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে য়াহুদীরা একটি জাতিরূপে গঠিত হইয়াছে এবং বাইতুল মাকদিসস্থ মুসলিমদের মাসজিদে আগুন লাগাইয়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বসিয়াছে। তাই ইহা বলা অসঙ্গত হইবে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

না যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উল্লিখিত বাণীটি এখন বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ইহা সমগ্র মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে য়াহুদীদের অভিযান। কাজেই পৃথিবীর সকল মুসলিমের এখন ধর্মীয় কর্তব্য হইতেছে, এক যোগে য়াহুদীদের বিরুদ্ধে জিহাদে প্রবৃত্ত হওয়া। ইন্‌শা আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বাণীর বাকী অংশও আল্লাহ তা'আলা বাস্তবে পরিণত করিবেন।

ক্ষমতার অভিশাপ ও আমাদের কর্তব্য

মানুষ ব্যক্তিগত ভাবেই হউক আর দলগত ভাবেই হউক শক্তিশালী হইয়া উঠিলেই স্বাভাবিক ভাবেই তাহার ও সেই দলের পশুপ্রবৃত্তি প্রখর হইয়া উঠে এবং ঐ ব্যক্তি ও ঐ দল অপর লোকের ও অপর দলের অধিকার হরণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে। আর তাহার অথবা তাহার দলের মনুষ্যত্ব বৃত্তি তাহাকেও তাহার দলকে উক্ত অপকর্ম করিতে বাধা দিতে থাকে। মানুষের মধ্যে এই পশুত্ব ও মনুষ্যত্বের দ্বন্দ্ব অবিরাম গতিতে চলিতে থাকে। ইহাকেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম প্রকাশ করেন এই ভাবে—

ইব্‌নু মাস্‌'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ

"তোমাদের প্রত্যেকেরই সঙ্গে তাহার একজন জিন্ সহচর ও তাহার একজন ফিরিশতা সহচর নিযুক্ত রাখা হইয়াছে।"—মুসলিম (মিশকাত : ১৮ পৃষ্ঠা)।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরও বলেন :

"আদাম সন্তানের অন্তরে শয়তানেরও প্রবেশাধিকার রহিয়াছে এবং ফিরিশতারও প্রবেশ অধিকার রহিয়াছে। শয়তানের প্রবেশ মন্দ কাজ সম্পাদনে উৎসাহ ও ন্যায়ের অস্বীকৃতিতে উস্কানী দানের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে ফিরিশতার প্রবেশ কল্যাণকর কাজ সম্পাদনে উৎসাহ ও ন্যায়ের সমর্থনে আগ্রহ দানের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়। অতএব কাহারও যদি দ্বিতীয় অবস্থাটি ঘটে, তবে সে যেন ইহাকে আল্লাহের তরফ হইতে আগত জ্ঞানে আল্লাহের প্রশংসা করিতে থাকে। আর তাহার যদি অপর অবস্থাটি ঘটে তবে সে যেন আল্লাহের রাহমাত বঞ্চিত শয়তানের আক্রমণ হইতে রক্ষা লাভের জন্য আল্লাহের আশ্রয় গ্রহণ করে।"—তিরমিযী (মিশকাত : ১৯ পৃষ্ঠা)।

ধর্মীয় প্রেরণা, পরকালের বিচারে বিশ্বাস ও আল্লাহ তা'আলার শাস্তির ভয় মানুষের এই পশুত্ব ও শয়তানীকে দুর্বল করে, পঙ্গু করে এবং অবশেষে উহাকে পরাভূত ও পর্যুদস্ত করিয়া মনুষত্বকে জয়যুক্ত করে। পক্ষান্তরে ধর্মহীনতা, আল্লাহ-দ্রোহিতা ও পরকালের বিচারে অবিশ্বাস পশুত্বের রাজ্য কায়িম করিয়া পশুত্বের তাণ্ডব লীলা আরম্ভ করে। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা ও তাহার দোসর এই পশুত্বের লীলাভূমি ভারতভূমিতে তাই কিছুকাল পর পরই তথাকার মুসলিম অধিবাসীদের কেবলমাত্র অধিকারই হরণ করা হয় না ; বরং তাহাদের জান মালও হরণ করা হয়। সম্প্রতি ভারতে কয়েক হাযার মুসলিমকে হত্যা করিয়া ভারত তাহার এই পশুত্বের প্রমাণ দিয়াছে। তাহারা মুসলিমদিগকে শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হন নাই বরং তাহাতে আনন্দ-নৃত্য করিয়াছে। বস্তুতঃ পশুত্ব যখন মানুষকে পাইয়া বসে তখন সে এমনভাবে জ্ঞান ও বিবেকশূন্য হইয়া পড়ে যে, নিজ অন্যায় ও অপরাধকে অন্যায় ও অপরাধ মনে করা দূরের কথা উহাকে চরম ন্যায় ও পুণ্যের কাজ বিবেচনা করিতে থাকে। এই কারণেই ভারতের আস্পর্ধা জাগিয়াছিল বিশ্ব মুসলিম শীর্ষ সম্মেলনের অন্যতম সদস্য হিসাবে তাহাতে যোগদানের অধিকার দাবী করিতে। লোকে বলে বেহায়াপানার একটা সীমা থাকা উচিত ; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মানুষ যখন বেহায়া হয় তখন তাহার বেহায়াপনার কোন সীমা থাকে না।

মুসলিম হুশিয়ার! আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা মুসলিম। সারা দুনিয়াতে শান্তি স্থাপনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাইয়া যাওয়াই হইতেছে আমাদের ব্রত, আমাদের মিশন। মানবতাকে শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য আমরা আদিষ্ট হইয়াছি। আমাদের ইসলাম ধর্ম আমাদিগকে কঠোর ভাবে নির্দেশ দেয় সকল অন্যায় ও সকল পাপ হইতে দূরে থাকিতে। আমরা আখিরাতের বিচারে ঈমান রাখি। আল্লাহ তা'আলার শাস্তির ভয় আমাদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সকল কাজের মূল। অতএব আমাদিগকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত আমাদের পশুত্বকে সংহার করিতে হইবে। মানবতাকে আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমাদের সকল উদ্যম ও সকল প্রচেষ্টাকে নিয়োগ করিতে হইবে। আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিধি-নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবার জন্য আমাদিগকে যত্নবান হইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার দুইটি নির্দেশ উল্লেখ করিয়া আপাততঃ আলোচনা শেষ করিতেছি।

কুরআন মাজীদে (১) সূরাহ নং ৬, আল-আন্'আম; ১৬৫ নং আয়াত, (২) সূরাহ নং ১৭, বাণী ইসরাঈল: ১৫ নং আয়াত, (৩) সূরাহ নং ৩৫, ফাতির: ১৮ আয়াত, (৪) সূরাহ নং ৩৯ আযযুমার: ১৭ আয়াত ও (৫) সূরাহ নং ৫৩ আন্-নাজম: ৩৮ এই পাচটি আয়াতে আছে:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى

অর্থাৎ এক জনের পাপের বোঝা অপরের ঘাড়ে চাপান যায় না।

তাই আমরা বলিতে চাই, ভারতের যে যে হিন্দু ব্যক্তি মুসলিম হত্যা করিয়াছে অথবা যে যে লোক মুসলিম হত্যায় সহায়তা করিয়াছে কেবলমাত্র সেই সেই হিন্দু ও সেই সেই লোক অপরাধ করিয়াছে এবং কেবলমাত্র ঐ লোকগুলি ব্যক্তিগতভাবে শাস্তির যোগ্য। পিতার অপরাধের কারণে পুত্রকে শাস্তি সকল ধর্মেই অন্যায় বিবেচিত হয়। কাজেই ভারতের হিন্দুদের অপরাধের জন্য পাকিস্তানের কোন হিন্দুর কেশ স্পর্শ করাও ইসলামী শারী'আত মতে হারাম হইবে। দ্বিতীয়তঃ, মু'আহাদ পর্যায়ভুক্ত হওয়ার কারণে ইসলামী শারী'আত মতে যে কোন পাকিস্তানী অমুসলিমের জান মাল ইযযত রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক পাকিস্তানী মুসলিম দায়ী এবং কোন পাকিস্তানী অমুসলিমের প্রতি অন্যায় আচরণ যে কোন মুসলিমের প্রতি অন্যায় আচরণের সমানই গর্হিত।

আবার আল্লাহ তা'আলা সূরাহ নং ১০ যুনুস: ১৪ আয়াতে বলেন:

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۝

"তারপর তোমরা কেমন আমল ও আচরণ কর তাহা দেখিবার জন্য আমরা তাহাদের পরে তোমাদিগকে পৃথিবীতে ক্ষমতাপন্ন করিলাম।" আল্লাহ তা'আলার এই সতর্কতাবাণী সযত্নে লক্ষ্য রাখিয়া চলিবার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে তাওফীক দান করুন। আমীন, সুম্মা আমীন:

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার, ১৯৬৯

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

এপ্রিল মাস

যিলা ঢাকা

আদায় মারফত মুন্‌শী আব্বাছ আলী সাহেব

সাং ব্রাহ্মণখালী পোঃ কঞ্চন

১। মোহঃ আকবর মোল্লা সাং কালনী পোঃ পশিবাজার, ফিংরা—৩৲ ২। মোঃ পফিউদ্দিন, সাং পারান পোঃ পশিবাজর ফিংরা ৬৲ ৩। মোহাম্মদ কদম আলী সাং কালীন পোঃ পশিবাজার ফিংরা—১৲ ৪। মোহাঃ আফিল উদ্দিন সাং গোবিন্দপুর পোঃ পশিবাজার ফিংরা —১৲ ৫। ব্রাহ্মনখালী জামাত হইতে ফিংরা—২০৲ ৬। আবদুল গফুর কাযী সাং কালনী পোঃ পশিবাজার ফিংরা—১৲ ৭। আবদুল ওয়াহাব মোল্লা সাং রঘুরাম পুর ফিংরা—১৲ ৮। নূর মোহাম্মদ মোল্লা ঠিকানা ঐ ফিংরা—২৲ ৯। মোহঃ হাফিজউদ্দিন কাযীরবাগ পোঃ বিরাবো ফিংরা—২৬৲ ১০। মোহাঃ কান্দুরী বেপারী সাং ব্রাহ্মন খালী ফিংরা—২৲ ১১। মোহাঃ দাশু মুনশী সাং গোবিন্দ পুর পোঃ পশিবাজার ফিংরা—৪৲ ১২। মোহাঃ মুহসিন সাং কাযীর বাগ ফিংরা—২৲ ১৩। মোহাঃ জাবেদ আলী সাং রঘুরাম পুর পোঃ ঐ ফিংরা ১৲ ১৪। মোহাঃ মহব্বত আলী মুন্‌শী সাং ব্রাহ্মন খালী ফিংরা ২৲ ১৫। নাম আজ্ঞাত ফিংরা ১৲ ১৬। মোঃ হাফিযউদ্দিন সাং কাযীরবাগ ফিংরা ৮৲ ১৭। মাঝি পাড়া জামাত হইতে পোঃ পশিবাজার ফিংরা ৬৲ ১৮। মোহাঃ হোসেন ৫৯৮ খিলগাঁও ফিংরা ২৲।

যিলা মোমেনশাহী

আদায় মারফত জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট

ডক্টর মওঃ মোহাঃ আবদুল বারী সাহেব

১। মুন্সী হোসেন আলী বল্লা যাকাত ৫৲ ২। আবদুল বাসেত বল্লা পশ্চিম পাড়া এককালীন ৫৲ ৩। মৌঃ আবদুল বছির ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ৪। মুন্সী আবদুল হাই, বল্লা বাজার এককালীন ১৲ ৫। মোহাঃ ফযলুর রহমান বল্লা পশ্চিম পাড়া যাকাত ৫৲ ৬। মোহাঃ নূরুজ্জামান বল্লা পশ্চিমপাড়া এককালীন ১৲ ৭। মোহাঃ নিজামউদ্দীন সরকার বল্লা মধ্যপাড়া যাকাত ৫৲ ৮। মুন্সী শামসুদ্দীন আনসারী বল্লা উত্তর পাড়া এককালীন ১৲ ৯। এম জামান বল্লা, এককালীন ১৲ ১০। এম, তোফাজ্জল হোসেন বল্লা এককালীন ১৲ ১১। আবদুল হাকীম, বল্লা এককালীন ১৲ ১২। আবদুল আজিজ বল্লা এককালীন ১৲ ১৩। মোহাঃ ওয়ায়েজ আলী মিঞা বল্লা সিঙ্গাইর এককালীন ১৲ ১৪। মোহাঃ আবদুল হক বল্লা পশ্চিম পাড়া এককালীন ১৲ ১৫। আবদুস সবুর মিঞা বল্লা উত্তর পাড়া যাকাত ৫৲ ১৬। মুন্সী মোহাঃ জছিমউদ্দীন যাকাত ৫৲ ১৭। মোহাঃ কালাচান্দ মিঞা যাকাত ১০৲ ১৮। মোহাঃ রোস্তম আলী সরকার দাওগ্রাম কোলডহরা এককালীন ৫৲ ১৯। মোহাঃ মনছুর আলী বল্লা বাজার এককালীন ১৲ ২০। মোহাঃ আনওয়ারুল ইসলাম বল্লা কাযীপাড়া এককালীন ২৲ ২১। মোহাঃ মুজীবর রহমান সরকার বল্লা উত্তরপাড়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যাকাত ১০৲ ২২। মোহাঃ ইকাজ আলী বল্ল উত্তরপাড়া যাকাত ৫৲ ২৩। মোহা নজিমউদ্দীন বেপারী বল্লা পূর্বপাড়া যাকাত ৫৲ ২৪। আবদুস সালাম বল্লা পশ্চিমপাড়া এককালীন ২৲ ২৫। মোহাঃ নঈম বর্থশ বল্লা পশ্চিমপাড়া যাকাত ৫৲ ২৬। মোহাঃ সিরাজুল ইসলাম বল্লা যাকাত ৫৲ ২৭। রিয়াজউদ্দীন আহমদ বল্লা মধ্যপাড়া এককালীন ১৲ ২৮। মুন্সী মোহাঃ আবু সাঈদ বল্লা উত্তরপাড়া এককালীন ৩৲ ২৯। মোহাঃ নূরুল ইসলাম বল্লা মধ্যপাড়া এককালীন ২৲ ৩০। তোজাম্মেল হোসেন বল্লা পশ্চিমপাড়া এককালীন ২৲ ৩১। মোহাঃ খয়েরউদ্দীন বল্লা পশ্চিমপাড়া এককালীন ১৲ ৩২। মোহাঃ মিয়াচান্দ ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ৩৩। মুন্সী মোহাঃ আবদুল খালেক বল্লা উত্তরপাড়া এককালীন ১৲ ৩৪। মোহাঃ সাবেত আলী বেপারী বল্লা পূর্বপাড়া যাকাত ২৲ ৩৫। মুন্সী মোহাঃ সাইনউদ্দীন বল্লা যাকাত ৫৲ ৩৬। মোহাঃ ইকরামুল্লা বেপারী বল্লা পূর্বপাড়া যাকাত ১৲ ৩৭। মুন্সী মোহাঃ এসহাকউদ্দীন বল্লা পশ্চিমপাড়া এককালীন ৫৲ ৩৮। মোহাঃ মাহফুযুর রহমান বল্লা মওলানাপাড়া এককালীন ২৲ ৩৯। মোহাঃ তৈয়মউদ্দিন তালুকদার খোলাবাড়ী পোঃ বল্লা বাজার যাকাত ২৫৲ ৪০। আলহাজ মুন্সী ভুলু মোহাম্মদ সিঙ্গাইর পোঃ বল্লা বাজার যাকাত ২৫৲ ৪১। আলহাজ হুরমুজ আলী সরকার বল্লা উত্তরপাড়া যাকাত ১০৲ ৪২। মৌঃ আবদুল আলী বল্লা বাজার যাকাত ২৫৲ ৪৩। মোহাঃ হুমায়ুন আলী সরকার যাকাত ১০৲ ৪৪। মোহাঃ নজমে আলম সরকার বল্লা পোঃ বল্লা বাজার যাকাত ১০৲ ৪৫। মোহাঃ আবুল কালাম আজাদ বল্লা পূর্বপাড়া যাকাত ৫৲ ৪৬। আলহাজ আবদুল করিম বল্লা এককালীন ১০৲ ৪৭। মোহাঃ আবদুল লতিফ মিঞা বল্লা পূর্বপাড়া এককালীন ১৲ ৪৮। মোহাঃ সোলাইমান সরকার বল্লা মধ্যপাড়া এককালীন ১৲ ৪৯। আবদুল হাকীম মিঞা বল্লা যাকাত ১৲ ৫০। মোহাঃ ইবাদৎ হোসেন বল্লা বাজার এককালীন ৩৲ ৫১। মোহাঃ মুবারক আলী বল্লা বাজার এককালীন ১৲ ৫২। মোহাঃ নূরুজ্জামান মিঞা বল্লা বাজার এককালীন ২৲ ৫৩। মোহাঃ বেলায়েত হোসেন বল্লা মধ্যপাড়া এককালীন ৫৲ ৫৪। মোহাঃ আবদুল্লাহেল বাকী ও মোহাঃ আফাজুদ্দীন বল্লা বাজার যাকাত ১০৲ ৫৫। মোহাঃ আবদুল বাসেত সিঙ্গাইর পোঃ বল্লা বাজার এককালীন ২৲ । ৫৬। মোহাঃ নিজামউদ্দিন মিঞা টাঙ্গাইল কুরবানী ২৲।

দফতরে ও মনিঅর্ড রযোগে প্রাপ্ত

৫৭। তারাবাড়ি জামাত হইতে পোঃ কাঞ্চনপুর ফিংরা ১০৲ ৫৮। হাজী মোহাঃ জাফর আলী সাং কাজলা ফিংরা ১৲ কুরবানী ২৲ ৫৯। আবু তালেব সরকার সাং গোলরা পোঃ কালোহা কুরবানী ৭৲ ৬০। মোহাঃ মজিবর রহমান মার্চেন্ট গোপালপুর বাজার ফিংরা ৫৲

যিলা পাবনা

আদায় মারফত জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট

ডক্টর মওঃ মোহাঃ আবদুল বারী সাহেব

১। শায়েখ মোহাঃ নূরুল ইসলাম আটুয়া পাবনা সদর যাকাত ৫০৲ ফিংরা ৪৲ ২। মোহাঃ আয়াতুল্লা মুন্সী বাঁশ বাজার মসজিদ পাবনা টাউন যাকাত ৭৲ ৩। মুহাম্মদ হোসায়েন রাঘবপুর পাবনা টাউন যাকাত ৪০৲ ৪। মোহাঃ আফযাল হোসেন শিবরামপুর পাবনা টাউন যাকাত ৪০৲ ৫। মোহাঃ আনছার আলী রাঘবপুর পাবনা টাউন যাকাত ২৫৲ ৬। মোহাঃ কফিল উদ্দিন শিবরামপুর পাবনা টাউন যাকাত ৫০৲ ৭। হাজী মোহাঃ মনছুর আলী শিবরামপুর পাবনা টাউন যাকাত ৫০৲ ৮। মোহাঃ দাওলাত আলী রাঘবপুর পাবনা টাউন যাকাত ৫৲ ৯। মোহাঃ আকমল আলী ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ১০। হাজী মোহাঃ কেয়াম উদ্দিন শিবরামপুর পাবনা টাউন যাকাত ১৫৲ ১১। আবদুল কাদের মিঞা রাঘবপুর পাবনা টাউন যাকাত ২০৲ ১২। মোহাঃ আকবর আলী প্রামাণিক সাং মুকন্দপুর পোঃ দোগাছী যাকাত ৬২'৫০ ১৩। তৈয়ব আলী মিঞা শালগাড়িয়া পাবনা টাউন যাকাত ৫৫৲ ১৪। ডাঃ আলহাজ মোহাঃ আলতাফ হোসেন পাক মেডিক্যাল হল

www.ahlehadeethbd.org

পাবনা টাউন যাকাত ৫০৲ ১৫। আলহাজ্ব আহমাদ আলী রাঘবপুর পাবনা টাউন যাকাত ৩০০৲ ১৬। মোহাঃ আমজাদ হোসেন আটুয়া পাবনা টাউন এককালীন ৫৲ ১৭। আলহাজ্ব মোহাঃ আফেজুদ্দিন শিবরামপুর পাবনা টাউন যাকাত ৫৲ ১৮। মোহাঃ আফাজ্জল হোসেন রাঘবপুর পাবনা টাউন যাকাত ২০৲ ১৯। আলহাজ্ব মোহাঃ আছির উদ্দিন মরহুম ঠিকানা ঐ যাকাত ৫০৲ ২০। মোহাঃ আকবর আলী খান খয়েরসুতী পোঃ দোগাছী যাকাত ২৫৲ ২১। মোহাঃ শাহাবউদ্দিন পাবনা বাজার ব্যাঙ্ক রোড যাকাত ৫০৲ ২২। আলহাজ্ব শামসুদ্দিন শিবরামপুর পাবনা টাউন যাকাত ৭৫৲ ২৩। মোহাঃ আবদুল মান্নান কুলনিয়া পোঃ দোগাছী যাকাত ৪০৲ ২৪। আলহাজ্ব মোহাঃ ফখরুল ইসলাম পাবনা বাজার যাকাত ২৲ ফিৎরা ৩৲ ২৫। আলহাজ্ব মোহাঃ তোরাব আলী রাঘবপুর পাবনা টাউন যাকাত ১০০৲ ২৬। মোহাঃ শামছুদ্দিন পাবনা বাজার ফিৎরা ১০৲ ২৭। আবদুল জলিল রাঘবপুর পাবনা টাউন যাকাত ১৫৲ ২৮। আবুল হুসায়েন ঠিকানা ঐ যাকাত ১৫৲ ২৯। আযিযুল ইসলাম খান ঠিকানা ঐ এককালীন ১০৲ যাকাত ১০৲ ৩০। মোহাঃ মুখতার হোসেন রাঘবপুর পাবনা টাউন যাকাত ২৫৲ ৩১। রাঘবপুর জামাত হইতে মারফত হাজী মোহাঃ তোরাব আলী ফিৎরা ১০০৲

যিলা রাজশাহী

আদায় মারফত জমঈয়ত-প্রেসিডেন্ট ডক্টর মওঃ মোহাঃ আবদুল বারী সাহেব

১। হাফিয মোহাঃ আবদুস সালাম সুলতানাবাদ ফিৎরা ৫৲ ২। এম, সেকেন্দার আলী এ্যাডভোকেট সাগর পাড়া ফিৎরা ২৲ ৩। মোহাঃ হাবীবর রহমান, রানীবাজার ফিৎরা ৫৲ ৪। আবদুল গাফফার, সাগর পাড়া ফিৎরা ২৲ ৫। মোহাঃ সাঈদুররহমান, রাণীবাজার ফিৎরা ৩৲ ৬। আল্‌হাজ্ব মোহাঃ আবদুল হামীদ কাদিরগঞ্জ যাকাত ১০০৲ ৭। আবদুল খালেক, রাণী বাজার ফিৎরা ১৲ ৮। মোহাঃ ইসমাঈল মোল্লা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ৯। মোহাঃ ফইজদ্দিন, সিরোইল কলনী ফিৎরা ২৲ ১০। আবদুর রহিম উপশহর ফিৎরা ১৲ ১১। মোহাঃ হবীবর রহমান, হেতাম খান ফিৎরা ১৲ ১২। মোহা সাঈদুর র'মান চৌধরী মালোপাড়া ফিৎরা ২৲ ১৩। মনির উদ্দিন আহমাদ রামচন্দ্রপুর ফিৎরা ১৲ ১৪। মোহাঃ আমিনুল ইসলাম রাণীবাজার ফিৎরা ২৲ ১৫। মোহাঃ আফছার আলী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ১৬। মোহাঃ এসহাক মাষ্টার কাদিরগঞ্জ ফিৎরা ২৲ ১৭। মোহাঃ সিরাজুল ইসলাম ওয়াপদা কলোনী ফিৎরা ১৲ ১৮। মোছাম্মাৎ শাহেদা খাতুন কাদিরগঞ্জ ফিৎরা ২৲ ১৯। হেরাস মোহাম্মদ ঘোড়ামারা ফিৎরা ৫৲ ২০। মোহাঃ এজহারুল হক শিক্ষক কলেজিয়েট স্কুল ফিৎরা ১৲ ২১। মোহাঃ ফয়েজউদ্দিন ফিৎরা ৩৲৫০ ২২। মোহাঃ মহসিন আলী খান খালপট্টি ফিৎরা ৩৲ ২৩। গুলিয়া জামাত হইতে মারফত আবুল কাসেম মোল্লা বাগমারা ফিৎরা ১০৲ ২৪। মোহাঃ মুমতাজ আলী ছোট বনগ্রাম সোফুরা ফিৎরা ২৲ ২৫। হেতম খান জামাত হইতে মারফত হাজী আবদুর রহমান ফিৎরা ১২৲ ২৬। মোহাঃ আবেদুর রহমান রাণীবাজার যাকাত ১০৲ ২৭। মোহাঃ হাবিবর রহমান মালোপাড়া যাকাত ১৲ ২৮। মোহাঃ যায়েদুর রহমান রাণীবাজার যাকাত ১০৲ ২৯। শেখ মোহাম্মদ বাসেত আলী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ৩০। মোহাঃ আফছার আলী সরকার হেতমখান এককালীন ২৲ ৩১। মোহাঃ সেকান্দর আলী রাণীবাজার বেঙ্গল প্রেস এককালীন ২৲ ৩২। আবদুল কবীর লক্ষিপুর ফিৎরা ১৲ ৩৩। মোহাঃ শামছুল হক ফুদকীপাড়া ফিৎরা ১৲ ৩৪। মোহাঃ শামসউদ্দিন মোল্লা রাণীবাজার যাকাত ২৫৲ ৩৫। মোহাঃ শামছুল হক মাষ্টারপাড়া ফিৎরা ১৲ ৩৬। মোছাম্মাৎ সকিনা খাতুন যাওজে মোহাঃ ওয়াজনবী সরকার রামচন্দ্রপুর, ঘোড়ামারা এককালীন ৫৲ ৩৭। আবদুল গফুর খান টিকাপাড়া যাকাত ৫৲

আদায় মারফত মৌঃ মোহাঃ আজিজল সাহেব ক্লথ মার্চেন্ট, সাহেব বাজার খলিফা পট্টী

৩৮। মৌঃ মোহাঃ রহমতুল্লাহ মিঞা বড়কুঠি পোঃ ঘোড়ামারা কুরবানী ৫৲ ৩৯। মুসাম্মাৎ হালীমা খাতুন যওজে মোহাঃ জয়নাল আবদীন সেখেরচক যাকাত ১০৲

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৪০। মুসাম্মৎ রহিমা খাতুন রামচন্দ্র পুর পোঃ ঘোড়ামারা যাকাত ১০ৎ ৪১। হাজী মোহাঃ ইউসা মিঞা সাং মালোপাড়া পোঃ ঘোড়ামারা যাকাত ১০ৎ ৪২। মোহাঃ আখিযুল হক, মালোপাড়া পোঃ ঘোড়ামারা যাকাত ১৲ ৪৩। আল্হাজ মৌঃ মোহাঃ এব্রাহীম সাহেব রাজশাহী টাউন যাকত ৫ৎ ৪৪। মৌঃ মোহাঃ মুসলিম উদ্দিন মিঞা বোয়ালিয়া যাকাত ১০ৎ ৪৫। আলহাজ মোহাঃ ঈসা খান শেখেরচক যাকাত ৫ৎ ৪৬। আল্হাজ মৌঃ মোহাঃ আবদুল হামীদ কাদিরগঞ্জ যাকাত ২০০ৎ ৪৭। মৌঃ মোহাঃ জালিস মিঞা রামচন্দ্র পুর পোঃ ঘোড়ামারা যাকাত ২৫ৎ ৪৮। মোহাঃ মতীউর রহমান মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ৫ৎ ৪৯। মৌঃ মোহাঃ আবদুস সামাদ মিঞা মার্চেন্ট কাদির গঞ্জ যাকাত ১০ৎ ৫০। মোহাঃ ইসকান্দর আলী জেলমাষ্টার রাজশাহী ফিৎরা '৫০ ৫১। আলহাজ মহীউদ্দিন আহমাদ রাণীনগর পোঃ কাজলা যাকাত ১৫ৎ ৫২। আবুল খায়ের নূরুলহুদা কুরবানী ৫ৎ ৫৩। মোহাঃ ওয়াচনবী সরকার রামচন্দ্রপুর যাকাত ২ৎ ৫৪। মোহাঃ যাবেদ আলী সরকার মালোপাড়া ফিৎরা ১ৎ ৫৫। আবদুল গফুর মিঞা শেখেরচক যাকাত ২'৫০ ৫৬। আবেদ আলী রাণীনগর ফিৎরা ১ৎ ৫৭। মোহাঃ পাঠান আলী রাণীনগর যাকাত ৪ৎ ৫৮। মোহাঃ মুজাম্মেল হক রাণীনগর যাকাত ২ৎ ৫৯। মোহাঃ আবদুল জলিল রাণীনগর ফিৎরা ১ৎ ৬০। মোহাম্মদ আলী রাণীবাজার ফিৎরা ১ৎ ৬১। মোহাঃ শামছুদ্দিন রাণীবাজার যাকাত ২ৎ।

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

৬২। মোহাঃ কুরবান আলী শেরপুর পোঃ দেওপুর এককালীন ২'৫০ ৬৩। মোহাঃ আবদুর রউফ মিঞা পোঃ কুশুম্বি ফিৎরা ১০ৎ।

যিলা বগুড়া

আদায় মারফত জমঈয়ত-প্রেসিডেন্ট ডক্টর মওঃ মোহাঃ আবদুল বারী সাহেব

১। মোহাঃ মুবারক আলী গাবতলী জামাত হইতে ফিৎরা ১৪ৎ ২। মওঃ আবদুল জব্বার ধামাচামা পোঃ নিমগাছী ফিৎরা ৫ৎ ৩। মোকামতলা জামাত হইতে মার্ফত মোহাঃ ফরমান আলী মুন্সী ফিৎরা ৫ৎ ৪। মোহাঃ আবদুল মান্নান সাং চাকুলমা পোঃ মোকামতলা ফিৎরা ৫ৎ ৫। দেউলী জামাত হইতে মারফত গেন্দা মাহমুদ মোল্লা পোঃ গাংনগর ফিৎরা ৫ৎ ৬। বিহারপুর জামাত হইতে মারফত মোহাঃ জয়েন উদ্দিন আখন্দ পোঃ মোকামতলা ফিৎরা ৫ৎ ৭। এ, এস, এম রফিকুল ইসলাম সাং হামিদপুর পোঃ গাবতলী ফিৎরা ৬'৫০।

দফতরে ও মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

৮। মোহাঃ মহীউদ্দিন প্রামাণিক সাং চক নন্দন আড়িয়া পোঃ সোনাতলা কুরবানী ২৬ৎ ৯। হাজী মোহাঃ ময়েজ উদ্দিন প্রাণনাথপুর জামাত হইতে পোঃ রাণীনগর ফিৎরা ২৫ৎ কুরবানী ১৫ৎ ১০। মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেন সাং বালীকান্দোয়া পোঃ বানিয়া পাড়া কুরবানী ৫ৎ ১১। মোহাঃ মুহসিন আলী প্রেসিডেন্ট জলাই ডাঙ্গা শাখা জমঈয়তে আহলেহাদীস ফিৎরা ১৪ৎ ১২। মৌঃ কে, এ, জব্বার সাং গাভেরপাড়া পোঃ জামাল গঞ্জ কুরবানী ৮ৎ ১৩। মোহাঃ গওহার আলী মণ্ডল সাং বোহাইল, কুরবানী ৪'৭০ ১৪। মোহাঃ শাহাদত হোসেন সারিয়া কান্দি মাদ্রাসাহ কুরবানী ৫ৎ ১৫। ডাঃ মোঃ কাছেম আলী সিগার পাড়া পোঃ ভেলুর পাড়া কুরবানী ২২'৫০ ১৬। মোহাঃ কাছেম আলী সাং ও পোঃ গাবতলী কুরবানী ৩'৭৫ ১৭। মোহাঃ তছলিম উদ্দিন তিস্তা সেড্ ওয়ার্কস ডিভিশন কুরবানী ৬ৎ ১৮। হাজী মোহাঃ ফজলুল হক সাং ধামাচামা পোঃ নিমগাছী কুরবানী ৫ৎ ১৯। মুন্শী হায়দার আলীর মারফত হাজী মোহাঃ আব্বাছ আলী ফুলকোট ডেমাজানী ফিৎরা ৪'৭০ কুরবনী ১০ৎ

যিলা রংপুর

আদায় মারফত জমঈয়ত-প্রেসিডেন্ট ডক্টর মওঃ মোহাঃ আবদুল বারী সাহেব

১। চন্দনপাঠ জামাত হইতে মোহাঃ আখিযুর রহমান পোঃ মহিমাগঞ্জ করবানী ৭ৎ ২। মোহাঃ আবদুল করিম আখন্দপাড়া কচুয়া পোঃ সরদার হাট ফিৎরা ৫ৎ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৩। মোহাঃ নূরুল ইসলাম সরকার সাং পুস্তাইর পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৫৲ ৪। মোহাঃ সমতুল্লা আখন্দ কচুয়া ফিৎরা ৮৲ ৫। আবদুল আলী বেপারী সাং পুস্তাইর পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৫৲ ৬। আবদুল গফুর আখন্দ সাং রাখালবুরুজ পোঃ কাজলা ফিৎরা ২৲ ৭। মোহাঃ এহিয়া প্রধান পোঃ কোচাশহর ফিৎরা ৫৲ ৮। শিংজানী জামাত হইতে মারফত মোহাম্মদ আলী আখন্দ সাং পুস্তাইর পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৪৩৲ ৯। পুস্তাইর মধ্যপাড়া জামাত হইতে মাঃ মৌঃ আবদুর রহমান পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিতরা ২০৲ ১০। শীরপুর জামাত হইতে মারফত মোহাঃ আবদুস সুবহান আখন্দ পোঃ সরদারহাট ফিতরা ৫০৲ ১১। মোহাঃ গুলমামুদ আখন্দ ক্ষিরিপুর জামাত হইতে ফিতরা ৩৲ ১২। বালুয়া জামাত হইতে মারফত আবদুল মালেক আখন্দ পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিতরা ৭০৲ কুরবানী ২০৲ ১৩। খড়িয়াবাদা জামাত হইতে মারফত হাজী মোহাঃ কেরামতুল্লা পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিতরা ৪২৲ কুরবানী ৬৭৲ ১৪। শাখাহাটী বালুয়া জামাত হইতে মারফত মওঃ মোহাঃ সাফায়াতুল্লা ফিতরা ২০৲ ১৫। সিংজানী জামাত হইতে মারফত মৌঃ মোহাম্মদ আলী পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ৫০৲ ১৭। পন্থামারী জামাত হইতে মারফত মোহাঃ আবদুল জব্বার আখন্দ পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ১৫৲ ১৮। কোচুয়া জামাত হইতে মারফত মঈনউদ্দিন পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ১৲ ১৯। গজারিয়া জামাত হইতে মারফত মোহাঃ শওকত আলী পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ২৲ ১৯। গোপালপর জামাত হইতে মারফত আবদুল মালেক প্রধান পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ৫৲ ২০। শাখাহাটী বালুয়া জামাত হইতে মওঃ মোহাঃ সাফায়াতুল্লাহ পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ২০৲ ২১। জীবনপুর জামাত হইতে মারফত মোহাঃ আজিমউদ্দিন শাহ ফকির পোঃ ঐ কুরবানী ৩০৲ ২২। ছয়ঘরিয়া জামাত হইতে মারফত ইফাজউদ্দিন আহমাদ মহিমাগঞ্জ ফিতরা ৫৲ কুরবানী ৫৲ ২৩। পন্থামারী জামাত হইতে মারফত মোহাঃ ময়েজ উদ্দিন ঠিকানা ঐ কুরবানী ৬৲ ২৪। সায়াদাত আলী মোল্লা সাং তেলিয়ান পোঃ বোনারপাড়া ফিৎরা ৮৲ ২৫। মৌঃ মোহাঃ ফয়লুর রহমান সাং কিসামত বালুয়া পোঃ গাইবান্ধা ফিৎরা ১৭৲ ২৬। মোহাঃ জমশেদ আলী খলিফা সাং বসন্তের পাড়া পোঃ জুমারবাড়ী ফিতরা ৫৲ ২৮। মোহাঃ ইব্রাহীম মণ্ডল সাং গোবিন্দপুর পোঃ জুমার বাড়ী ফিৎরা ১০৲ ২৯। মোহাঃ তৈয়ব আলী মণ্ডল সাং বাজিৎ নগর ফিতরা ২৲ ৩০। মোহাঃ তমিজ উদ্দিন আখন্দ ঠিকানা ঐ ফিতরা ২৲ ৩১। মোহাম্মদ হাকীমুল্লাহ মণ্ডল জুমার বাড়ী ফিতরা ২০৲ ৩২। মৌঃ মোহাঃ দবির উদ্দিন সাং মংগলার পাড়া ফিতরা ৫৲ ৩৩। মোহাঃ মনছুর আলী আখন্দ চর কানাই পাড়া এককালীন ১৲ ৩৪। মোহাঃ ছলিম উদ্দিন মণ্ডল সাং বালিয়ার বেড় পোঃ জুমার বাড়ী ফিতরা ৪৲ ৩৫। মোহাঃ ময়েজ উদ্দিন বেপারী কুমার পাড়া পোঃ জুমার বাড়ী ফিতরা ৫৲ ৩৬। মোহাঃ হাসান আলী বেপারী সাং জাঙ্গালিয়া পোঃ জুমার বাড়ী ফিতরা ১০৲ ৩৭। আবদুল কাদের মণ্ডল সাং বিশুর পাড়া পোঃ জুমার বাড়ী ফিতরা ১৫৲ ৩৮। আলহাজ মোহাঃ রিয়াজ উদ্দিন বেপারী সাং আমদির পাড়া পোঃ জুমার বাড়ী ফিতরা ১০৲ ৩৯। পণ্ডিত মোহাঃ জোনাব আলী সাং দহিচড়া পোঃ জুমার বাড়ী ফিতরা ৫৲ ৪০। আবদুস সাত্তার প্রধান সাং বাদিনার পাড়া পোঃ জুমার বাড়ী ফিতরা ২৫৲ ৪১। আলহাজ মোহাঃ ময়েজ উদ্দিন জুমার বাড়ী বন্দর ফিতরা ৫৲ ৪২। কুমীদপুর উত্তর পাড়া জামাত হইতে মোহাঃ নকীবুল্লাহ সরকার পোঃ বাদিয়া খালী ফিতরা ১৫৲ ৪৩। দামোদরপুর জামাত হইতে মারফত মোহাঃ আযিযুর রহমান পোঃ কান্ত নগর ফিতরা ২০৲ ৪৪। মৌঃ আবদুল মান্নান সাং ও পোঃ সেরুডাঙ্গা যাকাত ২০৲ ছোট মসজিদ ফিতরা ১৯৲ ৪৫। আবদুর রউফ মিঞা সাং ও পোঃ সেরুডাঙ্গা যাকাত ৬৲ ৪৬। তালুক রিফায়েতপুর ও পদুম শহর জামাত হইতে মোহাঃ ইয়াছিন উদ্দিন মণ্ডল পোঃ বাদিয়া খালী ফিতরা ৮০৲ ৪৭। আবদুল কাদের সরকার সাং খড়িয়া বাদা পোঃ মহিমাগঞ্জ যাকাত ১০০৲ ৪৮। আবদুর রহীম

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বেপারী সাং জটিয়ারপাড়া ফিতরা ৮৲ ৪৯। মৌলবী মোহাঃ সিরাজুল ইসলাম সাং বাদিনার পাড়া ৩ নং মসজিদ পোঃ জুমার বাড়ী ফিতরা ১০৲ ৫০। মোহাঃ আব্বাস আলী সরকার বেড়া গ্রাম পোঃ জুমারবাড়ী ফিতরা ৪৲ ৫১। নূরহোসেন বেপারী সাং বাজিত নগর পোঃ জুমার বাড়ী ফিতরা ৫৲ ৫২। আসহাজ শফিকুল্লা বেপারী বাদিনারপাড়া ২ নং মসজিদ ফিতরা ৮৲ ৫৩। বামন হাজরা জামাত হইতে মারফত মোঃ জোনাব আলী পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিতরা ১৮৲ ৫৪। চরপুন্তাইর জামাত হইতে মারফত মুন্সী আবদুল জব্বার ফিতরা ৪০৲ ৫৫। মোহাঃ রহিম বখশ আখন্দ সাং গাজারিয়া পোঃ কোচাশহর ফিতরা ১০ ৫৬। ডাঃ মোহাঃ সোলাইমান নয়া গ্রাম জামাত হইতে পোঃ সুন্দরগঞ্জ ফিতরা ১৫৲ ৫৭। সোনারায় জামাত হইতে মোহাঃ অছিমুদ্দিন প্রামানিক পোঃ ছাতিয়ানতলা ফিতরা ১০৲ ৫৮। দিগতাড়ী জামাত হইতে মোহাঃ আমানউদ্দিন বসুনিয়া পোঃ সুন্দরগঞ্জ ফিতরা ২৫৲ ৫৯। চক দাতিয়া জামাত হইতে মারফত আবদুল কাইয়ুম মণ্ডল পোঃ বোনার পাড়া ফিতরা ৮৲ ৬০। বাঁকারপাড়া জামাত হইতে মারফত মোহাঃ আমির উদ্দিম মুন্শী পোঃ সুন্দর গঞ্জ ফিতরা ১৫৲ ৬১। ধর্মপুর জামাত হইতে মুন্শী আবদুল হক পোঃ ধর্মপুর ফিতরা ৩৫৲ ৬২। শক্তিপুর জামাত হইতে মোহাঃ রইছউদ্দিন পোঃ কোচাশহর ফিতরা ২০৲ ৬৩। মওনা জামাত হইতে মোহাঃ রফিকউদ্দিন মণ্ডল পোঃ ভরতখালী ফিতরা ২৪৲ ৬৪। চর পাড়া জামাত হইতে মারফত মোহাঃ মোজাফফর হোসেন পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ১৭৲ ৬৫। কুমিরাডাঙ্গা জামাত হইতে মোহাঃ বয়েনউদ্দীন আকন্দ পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ১০৲ ৬৬। জীবনপুর উত্তর পাড়া জামাত হইতে মোহাঃ নঈমউদ্দীন পোঃ ঐ কুরবানী ৫৲ ৬৭। চকমাকড়া জামাতের পক্ষে মৌঃ আবদুল গফুর পোঃ কাজলা কুরবানী ১০৲ ৬৮। হাজী মোহাঃ ইউসোফ উদ্দীন শাহ ফকির সাং বাঙ্গাবাড়ী পোঃ মহিমাগঞ্জ যাকাত ২৲ ৬৯। মোহাঃ আসাব আলী আখন্দ সাং জগদিসপুর পোঃ কোচাশহর যাকাত ৫৲ ৭০। মোহাঃ আবদুল মালিক বামনহাজরা পোঃ মহিমাগঞ্জ যাকাত ১০৲ ৭১। মোহাঃ কবিরউদ্দীন সরকার সাং উলিপুর পোঃ মহিমাগঞ্জ যাকাত ১০৲ ৭২। মৌঃ মোহাঃ ঈমাদউদ্দীন মহিমাগঞ্জ যাকাত ২০৲ ৭৩। শাহপুর জামাত হইতে মারফত মোহাঃ ময়েজউদ্দীন সরদার পোঃ কোচাশহর কুরবানী ২৫৲ ৭৪। গোপালপুর জামাত হইতে মারফত মোহাঃ এসহাক আলী মণ্ডল পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিংরা ১৫৲ ৭৫। জীবনপুর জামাত হইতে মারফত মোহাঃ আজিমউদ্দীন শাহ ফকীর পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিংরা ৩৫৲ ৭৬। জীবনপুর পূর্বপাড়া জামাত হইতে মারফত মোহাঃ জছিমউদ্দীন পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিংরা ২০৲।

মনিঅর্ডারযোগে ও দফতরে প্রাপ্ত

৭৭। মৌঃ মোহাঃ সিরাজুল হক সাং চাপাদহ পোঃ কুপতলা বিভিন্ন জামাত হইতে ফিংরা ৫৫৲ কুরবানী ১৯৩'১০ ৭৮। মোহাঃ উসমান আলী শাহ সাং চক মাকড়া উত্তর পাড়া কুরবানী ৫৲ ৭৯। মোঃ রইছউদ্দীন সাং ইটাপোতা পোঃ মগলহাট কুরবানী ৩৲ ৮০। মোহাঃ নকীবউদ্দীন আখন্দ সাং ও পোঃ সেরুডাঙ্গা বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় ১ম দফায় ফিংরা ৬০৲ কুরবানী ৪০৲ ২য় দফায় ফিংরা ৬০৲ কুরবানী ৪০৲ ৮১। মোহাঃ তোফাজ্জল হোসেন তালুকদার দিঘলকান্দি কুরবানী ১০৲।

আদায় মারফত মোহাঃ খেতাবউদ্দিন বসুনিয়া, বামনডাঙ্গা

৮২। মোহাঃ আনেছউদ্দীন কুরবানী ৬৲ ৮৩। মোহাঃ বছিরউদ্দীন মুন্সী কুরবানী ২৲ ৮৪। মোহাঃ এসহাক সর্দার কুরবানী ১০৲।

যিলা দিনাজপুর

দফতরে ও মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। তমিজউদ্দিন আহমাদ বাসুদেবপুর দক্ষিণ হাজীপাড়া কুরবানী ৫৲ ২। মৌলবী আবদুল হাদী আনোয়ার নূরুলহুদা ফিংরা ৫৲।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মাদ্রাসাতুল হাদীসের প্রাপ্তি স্বীকার

দফতরে ও মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। আলহাজ্জ মোহাঃ নূর হোসেন ১৪নং কাযী আলাউদ্দীন রোড ঢাকা ২ যাকাত ১০০০৲ ২। মৌঃ মোহাঃ আবদুল আলী যাকাত ১০৲ ৩। আলহাজ্জ মোহাঃ এসহাক ২০নং কাযীরদেউড়ী লেন চট্টগ্রাম কুরবানী ১০৲ ৪। মওঃ মোহাঃ আবদুর রহমান কিসমত ঘাড়া গাছা পোঃ সাগান্না যশোর এককালীন ২৲। ৫। মুহাম্মদ আশরাফ আলী হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন কুরবানী ১০৲ ৬। আল্‌হাজ্জ মোহাঃ আওসাদ হোসেন নাজীরা বাজার যাকাত ১০০০৲।

যিলা বাকেরগঞ্জ

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মাষ্টার মনছুর উদ্দিন আহমাদ মল্লিক সাং মাদারসী পোঃ ধামসর যাকাত ২৲ ফিৎরা ৩৲ কুরবানী ২৲ ২। মোহাঃ মুবারক আলী মল্লিক ঠিকানা ঐ যাকাত ৩৲ ফিৎরা ২৲ ৩। মোহাঃ সাহেদ আলী মল্লিক ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲

যিলা কুমিল্লা

দফতরে আদায়

১। কারী মৌঃ মোহাঃ ইউসোফ সাং গৌরসার পোঃ এলাহাবাদ কুরবানী ২'২৫।

যিলা ঢাকা

মে, মাস

দফতরে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। হাজী মোহাঃ মুছলেম উদ্দিন সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই কুরবানী ৪৲ ২। মোহাঃ ইয়াছিন মোল্লা সাং দিঘুলিয়া পোঃ নবগ্রাম ফিৎরা ৪৲ ৩। গৌরনগর জামাত হইতে মারফত মোহাঃ ছিদ্দিক হোসেন মুন্‌শী পোঃ রূপশী কুরবানী ১২৲ ৪। দশের জাগা জামাত হইতে মারফত ঐ ঠিকানা ঐ কুরবানী ৫৲।

যিলা মোমেনসাহী

আদায় মারফত মৌঃ মোহাঃ নূরুজ্জামান অনারারী মুবাল্লিগ পূর্ব পাক জম্‌ঈয়তে আহলে-হাদীস

১। মোহাঃ সোনা মিঞা ইম্পার্ণ মার্চেণ্ট ছাতীহাটী পোঃ কালোহা ফিৎরা ৩৲ ২। মোহাঃ কলিমউদ্দীন সরকার সাং বোহাইল পোঃ কালোহা যাকাত ২০৲ ৩। মুন্‌শী নূর মোহাম্মদ সাং ছাতীহাটী যাকাত ৪৲ ৪। মোহাঃ রিয়াজউদ্দীন সরকার ইম্পার্ণ মার্চেণ্ট সাং বোহাইল পোঃ কালোহা যাকাত ২৫৲ ৫। মোহাঃ আবদুররাজ্জাক সাং ছাতীহাটী যাকাত ৮৲ ৬। মৌঃ মকবুল হোসেন সেক্রেঃ শাখা জম্‌ঈয়ত আহলে হাদীস সাং রামপুর পোঃ বল্লা বাজার কুরবানী ২০৲।

মনি অর্ডার যোগে ও দফতরে প্রাপ্ত

৭। মোহাঃ ইসমাঈল মোহাম্মদ নগর কুরবানী ২৫৲।

যিলা পাবনা

আদায় মারফত মওঃ আবদুল হক হক্কানী সাহেব পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস

সদর দফতর ঢাকা

১। আলহাজ আবদুর রহমান সাং খয়েরসুতী পোঃ দোগাছী কুরবানী ৮৲ ২। মোঃ করম আলী বিশ্বাস সাং চরভারারা পোঃ ঐ কুরবানী ১৭'৭৫ ৩। মঙ্গল প্রামাণিকের সমাজ হইতে মারফত মোহাঃ নজির হোসেন সাং খয়েরসুতী পোঃ ঐ কুরবানী ২৫৲ ৪। হাজী মোহাঃ রবেশ আলী মালিথা সাং ব্রজনাথপুর পোঃ ঐ কুরবানী ৬৲ ৫। মোহাঃ হাসান আলী প্রামাণিক সাং মুকন্দপুর পোঃ ঐ কুরবানী ১০৲ ৬। মোহাঃ জোনাব আলী বিশ্বাস সাং খয়ের সুতী পোঃ ঐ কুরবানী ১০৲ ৭। মোহাঃ বেলায়েত হোসেন প্রামাণিক সাং বলরামপুর পোঃ পাবনা কুরবানী ৭৲ ৮। মোহাঃ জহিরউদ্দীন প্রামাণিক ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৫৲ ৯। মোহাঃ বছিরউদ্দিন প্রামানিক সাং খয়ের সুতী পোঃ দোগাছী কুরবানী ১০৲ ১০। মোহাঃ আয়েজউদ্দিন প্রামানিক সাং কায়েমকোলা পোঃ দোগাছী কুরবানী ১৫৲

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১১। শেখ মোহাঃ ফয়েজউদ্দিন সাং খয়ের সুতী পোঃ দোগাছী কুরবানী ৮৲ ১২। মোহাঃ দেলওয়ার হোসেন খান সাং খয়েরসুতী পোঃ দোগাছী কুরবানী ১০৲ ১৩। মোহাঃ হারান আলী প্রামানিক সাং খয়েরসুতী পোঃ দোগাছী ফিংরা ১০৲ ১৪। মোহাঃ হোসেন আলী প্রামানিক সাং দোপকোলা পোঃ দোগাছী কুরবানী ৬৲ ১৫। হাজী মোহাঃ কফিলউদ্দিন খান সাং ব্রজনাথ পুর পোঃ দোগাছী কুরবানী ১০৲ ১৬। মোহাঃ ওককাস আলী প্রামানিক সাং ঐ কুরবানী ১৫৲ ১৭। মোহাঃ ইয়াদ আলী মিস্ত্রি কুরবানী ৬৲ ১৮। মোহাঃ করম আলী মিস্ত্রি সাং পোঃ ঐ কুরবানী ১৫৲ ১৯। মৌলবী আকবর আলী খান সাহেবের সামাজ হইতে মারফত মোঃ শাহাদৎ আলী প্রামানিক ও আহমদ আলী সরদার সাং খয়েরসুতী পোঃ দোগাছী কুরবানী ১৫৲ ২০। মোহাঃ আবদুর রহমান খান সাং জহিরপুর পোঃ দোগাছী কুরবানী ১৫৲ ২১। মোহাঃ গাধল আলী প্রামানিক সাং ব্রজনাথ পুর পোঃ দোগাছী কুরবানী ৭৲ ২২। মোহাঃ নাছের আলী ও ফকির মহম্মদ শেখ সাং নড়ীবাটা পোঃ দোগাছী কুরবানী ১০৲ ২৩। মোহাঃ বছিরউদ্দিন প্রামানিক সাং ও পোঃ দোগাছী কুরবানী ২৲ ২৪। মোহাঃ খোরশেদ আলী মিঞা সাং মাদার বাড়ী পোঃ দোগাছী কুরবানী ৬'৫০ ২৫। মোহাঃ আকবর আলী মালিথা সাং চরকুলনিয়া পোঃ দোগাছী কুরবানী ১০৲ ২৬। মৌলবী মোহঃ মুফিজউদ্দিন মাদার বাড়ী সমাজ হইতে পোঃ দোগাছী কুরবানী ৮৲ ২৭। কুলনিয়া জামাত হইতে মারফত মোহাঃ জোনাব আলী সাং কুলনিয়া পোঃ দোগাছী কুরবানী ৪০৲ ২৮। মোঃ হোসেন আলী প্রামানিক সাং খয়েরসুতী পোঃ দোগাছী কুরবানী ৪৲ ২৯। মোহাঃ আঁধারী প্রামানিক সাং ব্রজনাথ পুর পোঃ দোগাছী কুরবানী ৭'১২ ৩০। মোঃ ওয়াহেদ আলী মোল্লা সাং রাঘব পুর পোঃ পাবনা টাউন কোরবানী ২০৲ ৩১। সেক্রেটারী কানসোনা শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস কুরবানী ২০৲।

যিলা কুষ্টিয়া

আদায় মারফত মওঃ আবদুল হক হক্কানী সাহেব

পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস

১। পাথর বাড়িয়া জামাত হইতে মারফত মোহাঃ ইয়াদ আলী পোঃ কুমারখালী ফিংরা ৩০৲ ২। মোকাজ্জেল আলী বিশ্বাস সাং ছিজলাকর পোঃ ঐ কুরবানী ২'১৫ ৩। মোহাঃ আবদুল ওয়াহেদ শায়েখ সাং পাথরবাড়িয়া পোঃ ঐ কুরবানী ২'৫০ ৪। মোহাঃ মিনহাজুদ্দীন বিশ্বাস সাং ছিজলাকর পোঃ ঐ কুরবানী ৪'৫০ ৫। মোহাঃ কেয়ামত আলী বিশ্বাস সাং আগড়াকুণ্ডা পোঃ ঐ কুরবানী ৫৲ ৬। মৌঃ মোহাঃ আবদুল কুদ্দুস বিশ্বাস সাং ছিজলাকর পোঃ ঐ কুরবানী ৫৲ ৭। আবদুল মজিদ মল্লিক ঠিকানা ঐ কুরবানী ৩৲ ৮। মোহাঃ আফিউদ্দীন বিশ্বাস ঠিকানা ঐ কুরবানী ৪'৫০ ৯। মোহাঃ মছেনউদ্দীন বিশ্বাস ঠিকানা ঐ কুরবানী ৩৲ ১০। দুর্গাপুর এক জামাত হইতে মারফত মৌঃ আবদুস সামাদ পোঃ কুমারখালী কুরবানী ১৯'৫০ ১১। তেবাড়ীয়া জামাত হইতে মারফত মৌঃ আবদুস সাত্তার ঠিকানা ঐ কুরবানী ৭৲ ১২। মোহাঃ গোলাম মুস্তফা এস, ডি, ইউ ওয়াপদা চুয়াডাঙ্গা যাকাত ২৫৲ ১৩। মোহাঃ সাদেক আলী সাং খাসগোদা পোঃ কালুপোল অন্যান্য ৫৲।

যিলা রাজশাহী

আদায় মারফত মওঃ আবদুল হক হক্কানী

১। মওঃ মোহাঃ মজহারুল ইসলাম সাং হাঁসমারী পোঃ কাছিকাটা কুরবানী ২৫৲ ২। মুশিন্দা চরপাড়া জামাত হইতে মারফত মোহাঃ কুদরতুল্লাহ কুরবানী ১০৲ ৩। মুশিন্দা সিকারপাড়া জামাত হইতে মারফত দেল মোহাম্মদ সরকার কুরবানী ২০৲ ৪। রাণীনগর জামাত হইতে মারফত মোহাঃ আসমতুল্লাহ পোঃ ধামাইচ হাট কুরবানী ৫০৲ ৫। মওঃ মোহাঃ মতিউর রহমান সেন্ট্রাল জামে মসজিদ পোঃ নওয়াবগঞ্জ কুরবানী ১০৲

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরাফাত সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমানের
শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম

নবী-সহধর্মিণী

[প্রথম খন্ড]

ইহাতে আছে : হযরত খদীজাতুল কুবরা রাঃ, সওদা বিনতে যমআ রাঃ, হাফসা বিনতে ওমর রাঃ, যয়নব বিনতে খুযায়মা রাঃ, উম্মে সলমা রাঃ, যয়নব বিনতে জাহশ রাঃ, জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস রাঃ, উম্মে হাবীবাহ রাঃ, সফীয়া বিনতে হুয়াই রাঃ এবং মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ— মুসলিম জননীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণা সঞ্চারক, পাকপূত ও পুণ্যবর্ধক মহান জীবনালেখ্য।

কুরআন ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য বহু তারীখ, রেজাল ও সীরত গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, রসূলুল্লার (দঃ) প্রতি মহব্বত, তাঁহার সহিত বিবাহের গূঢ় রহস্য ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য এবং প্রত্যেকের ইসলামী খেদমতের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোকপাত রা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ ইহাই প্রথম। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে জটিল আলোচনাও চিত্তাকর্ষক এবং উপন্যাস অপেক্ষাও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনঅভিলাষী এবং আচরণ ও চরিত্রের উন্নয়নকামী প্রত্যেক নারী পুরুষের অবশ্যপাঠ্য।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অপরিহার্য, বিবাহে উপহার দেওয়ার একান্ত উপযোগী।

ডিমাই অক্টেভো সাইজ, ধবধবে সাদা কাগজ, গাম্ভির্যমণ্ডিত ও আধুনিক শিল্প-রুচিসম্মত প্রচ্ছদ, বোর্ডবাঁধাই ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩'০০।

পূর্ব্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত।

প্রাপ্তিস্থান : আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,
৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth Phone : 245490 September, 1969 Regd. No. DA—130

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মনীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনায় যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road.

www.ahlehadeethbd.org